মকতুবাতে মাসুমীয়া

হজরত
খাজা মোহাম্মদ মাসুম (রহঃ)
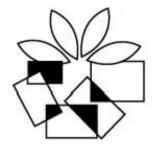
মকতুবাতে মাসুমীয়া
(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূলঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম
সেরহিন্দী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ আনিসুর রাহমান

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

১৪০৮ হিজরীর মোবারক মাহে
রমজান উদযাপনের স্মৃতি স্বরূপ
প্রকাশিত–

মকতুবাতে মাসুমীয়া
[দ্বিতীয় খণ্ড]

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

প্রচ্ছদ ঃ
আব্দুর রোউফ সরকার

প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৮৮ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ইং

মুদ্রণ ঃ
শওকত প্রিণ্টার্স
১৯০/বি ফকিরেরপুল, ঢাকা–১০০০।
মোবাঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ একশত টাকা মাত্র।

MUKTUBATE MASUMIA: The selected sacred letters of Hazrat Khwaza Mohammad Masum (Rh.) translated into Bengali by Anisur Rahman and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange Tk. 100/- U.S.$ 10.00

ISBN 70240-0025-0

بسم الله الرحمن الرحيم

মকতুবাতে মাসুমীয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রাক্কালে অবনত মস্তকে আল্লাহ্‌পাকের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আলহামদুলিল্লাহি আলা জালিক। নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা প্রবৃত্তিপীড়িত সাম্প্রতিক সমাজ চেতনার মূলে এক জ্যোতির্ময় আঘাত। প্রকৃত পথ অন্বেষণকারীদের অন্তরে এই অব্যর্থ আঘাত যে নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌পাক এই মূল্যবান গ্রন্থটি অধ্যয়ন করার এবং এর মর্মবাণী উপলব্ধি করার যোগ্যতা আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় দাখেল হবার জন্য আবারও আমরা আমাদের এই সাম্প্রতিকতম পুস্তক প্রকাশের মুহূর্তে সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতি উদাত্ত আহবান জানালাম। যুগোপযোগী এই মহান তরিকা শরীয়তের তিন উপাদানের (এলেম, আমল ও এখলাস) মধ্যে অন্যতম প্রধান উপাদান 'এখলাস' অর্জনের অনুকূলে সর্বোত্তম সহযোগী।

জানানোই আমাদের দায়িত্ব। গ্রহণ করানোর মানসিকতা প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌পাকের। তাঁহারই প্রশংসা করি। যাবতীয় প্রকারের উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক হাবিবে পাক স. তাঁর বংশধর ও সহচরগণের প্রতি। আমিন।

সালাম। সূচনায়। সমাপ্তিতেও।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের বই

- তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নকশায়ে নকশ্বন্দ
- চেরাগে চিশ্তী
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- নূরে সেরহিন্দ
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- রমজান মাস
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

আহা এই অদৃশ্য বিস্ময়ভরা উদার হৃদয়
অন্তহীন অনন্ত আকাশে সদা বিচরণশীল,
স্বপ্নলোকে ধ্যানমগ্ন বিমূর্ত রহস্য করি জয়
দেখিল কী নিবিড় বন্ধনে ধরা তুচ্ছ এ নিখিল।

কী গভীর মমতা আকীর্ণ রহস্য আকর মন
চম্বুক হয়ে টানিত সদা শত অভাজন জনে,
দিত অনন্তলোকের অমৃত সন্ধান–গুপ্তধন
প্রেমের নিঃশব্দ ধারা চুপি চুপি বহতা যেখানে।

ভোগের জোয়ারে জীবন ভাসানো সৃষ্টি তত্ত্ব নহে
অনাবিল এই সোজাপথে আছে উত্তরণী সেতু,
মারেফাত ছাড়া অন্তর কেমনে মুক অন্ধ রহে
পথে এস তবু খুঁজে পাবে পথভ্রষ্টতার হেতু।

হেলাফেলা করে কেটে গেছে জীবনের বহুদিন
বিলাস বাসন সঞ্চয়ে নিত্যদিনের তুচ্ছতায়;
এদিকে রয়েছে পড়ে নফসের ক্ষেত কৃষিহীন
ভরে গেল রুক্ষ ভূমি সবুজ সজীব মুগ্ধতায়।

অবশেষে এই হৃদয়ের প্রেম-পিয়াসী পথিক
সেরহিন্দে খুঁজে পেয়েছিল হারানো পথের দিক।

বালা গাল উলা বি কামালিহি
কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি
হাসুনাত জামিউ খিসালিহি
সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি

খাজা দিনারের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-১

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক তাঁহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি।

ইহকালে এবং পরকালে নগদ রোজগারের সৌভাগ্য, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের সরদার হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সম্পর্কের সহিত বিজড়িত। দোজখ হইতে অব্যাহতি এবং জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারার মত যোগ্যতা অর্জন, সকল ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিকগণের নেতা এবং শ্রেষ্ঠ মানব ও মহাপুরুষগণের সর্দার একমাত্র নবী করিম স. এর আনুগত্যের উপর সর্বাংশে নির্ভরশীল। এমন কি আল্লাহ্তায়ালার রেজামন্দী (সন্তুষ্টি) পর্যন্ত রসূলে-মোখতার স. এর অনুসরণের ভিত্তিতে ওয়াদাবদ্ধ। পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, ধর্মের প্রতি আনুগত্য, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস– একনিষ্ঠভাবে আঁ-হজরত স. এর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আল্লাহর স্মরণ, ধ্যান এবং তাঁহাকে পাওয়ার আকাঙ্খা ও আশার আনন্দ সমস্ত কিছু রসুলেপাক স. এর মাধ্যম ও সহায়তা ব্যতীত নিষ্ফল ও ভিত্তিহীন। আওলিয়া র.-গণ, আকায়ে নামদার রসুলে মকবুল স. এর অন্তহীন সমুদ্রের ভাণ্ডার হইতে মাত্র এক চুমুক পরিমাণ মত পানির দ্বারা অনুগ্রহের সৌভাগ্যে ভাগ্যবান এবং আম্বিয়া আ.গণ তাঁহার স. সেই অনন্তপ্রস্রবণ ধারার মধ্যে মাত্র একটি পাত্রের সমান পূর্ণতা দ্বারা প্লাবিত হইয়াছেন। ফেরেশতাগণ তাঁহার সহিত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যম, বেহেশত তাঁহার আবাস স্থল, যাবতীয় সৃষ্টির অস্তিত্ব তাঁহারই অস্তিত্বের সহিত মিলিত এবং সৃষ্টির সকল ধারাবাহিকতা তাঁহার যোগসূত্রের সহিত সম্পর্কিত। সমগ্র বিশ্বচরাচর তাঁহার অনুগত এবং এই পৃথিবীসহ অন্যান্য সমস্ত জগতের অধিপতি তাঁহার সন্তুষ্টির ব্যাপারে আগ্রহী ও সন্ধানী।

অনাচারী পাপ আবার কেমন করে বাঁধে বাসা,
মহান নেতা আছেন যেথা নিয়ে পথের দিক ও দিশা।

নিঃসন্দেহে জনাবে রসুলুল্লাহ স. এমন একটি নূর যাহা হইতে রোশনী লাভ করা যায় এবং তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার তলোয়ারের মধ্যে সর্বোত্তম তলোয়ার।

সমস্ত দরূদ, সালাম ও সম্মান রসুল স. তাঁহার পরিবার পরিজন এবং তাঁহার সাহাবীগণের উপর কায়েম থাকুক।

সুতরাং ইহা সেই সমস্ত কর্তব্যপরায়ণ ও বুদ্ধিমান নওজোয়ানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য যে, তাহারা যেন বাহিরে এবং অন্তরে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে সর্বদা রসুলেপাক স. এর আনুগত্যের প্রচেষ্টায় রত থাকে এবং যে সমস্ত কথাবার্তা রসুলে মকবুল স. এর আনুগত্যের বিরোধী, তাহাতে যেন তাহাদের অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই বিশ্বাস যেন তাহাদের ঠিক থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি বহুবিধ গুণের অধিকারী এবং অসংখ্য কারামতের দাবীদার হয়, কিন্তু রসূলে করিম স. এর আনুগত্যের প্রতি সে যদি অলস হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির সাহচর্য ও ভালবাসা ঘাতকের বিষের মত জীবননাশক হইয়া দাঁড়াইবে। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তির যদি কিছুমাত্র কারামত বা অন্যান্য গুণ না থাকে কিন্তু তাহাকে যদি রসুলাল্লাহ স. এর আনুগত্যের প্রতি অটল ও অকপট দেখা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সাহচর্য ও ভালবাসাকে যে কোন বিষনাশক পাথরের মত উপকারী বলিয়া জানিবে।

শত চেষ্টা হবে নিষ্ফল প্রয়াস,
সত্যপথ খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
যতক্ষণ না, হে সাদী, মোস্তাফার
পদধূলি নিতেছ সাদরে চুমি।

তাঁহার প্রতি দরূদ, সালাম ও সমুন্নত বরকতসমূহ অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হউক। (আমিন)।

কালিজ উল্লাহর নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২

পত্রে ষষ্ঠ প্রশ্ন ছিল, মৃত ব্যক্তির আত্মার পুণ্যের (রূহের সওয়াবের) জন্য, মৃত্যুর তৃতীয় এবং দশম দিবসে খানা খাওয়ানোর আয়োজন করা এবং তৃতীয় দিবসে ফুলের সমারোহপূর্ণ আয়োজন পালনের রীতিনীতি কোথা হইতে কীভাবে স্থির করা হইয়াছে?

দেখ, কোন আড়ম্বর ও কপটতা ছাড়া আল্লাহর ওয়াস্তে খানা খাওয়ানো এবং তাহার সওয়াব মৃত ব্যক্তির জন্য পৌঁছানো অত্যন্ত সৎ চিন্তা ও নেক কাজ। কিন্তু এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ স্থির করা সম্পর্কে বিশ্বস্ত কোন রীতিনীতির উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তৃতীয় দিবসে মৃতের জন্য ফুল দ্বারা কোন সামাজিক আচার পালন করার ব্যবস্থা শরীয়ত বিরুদ্ধ অপরাধমূলক (বেদাত) কাজ। তবে মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে শোক-দুঃখ ভোলার জন্য মহিলাদের মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করার ব্যাপারে প্রমাণাদি পাওয়া যায়। কেননা, মৃতের নিকটআত্মীয়দের মধ্যে কেবলমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্য কাহারো পক্ষে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা শরীয়ত বিরোধী কাজ।

টীকাঃ কালিজ উল্লাহ ছিলেন মোহাম্মদ আন্‌দ্‌জানীর নিকট আত্মীয়। তাঁহার সম্পর্কে আর বিশদ কোন বিবরণ জানা যায় না। মকতুবাতে মাসুমীয়ার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার নাম ফতেহ্ উল্লাহ্ লেখা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার আসল নাম কালিজ উল্লাহ।

আবিদউল্লাহ বেগের নিকট
লিখিত। মকতুব নং– ৩

প্রশংসা ও দরূদ এবং দ্বীনের দাওয়াতের প্রতি আহ্বানের পর, প্রিয় ভাই মিরযা আবিদউল্লাহ বেগের খেদমতে জানাইতেছি যে, যে পত্রখানি তুমি মীর জিয়াউদ্দীন হোসেনের হাতে পাঠাইয়াছিলে তাহা পাইয়া পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হইয়াছি। তোমার পত্রে অবস্থাসমূহের বিবরণ সুন্নতের স্বাদেগন্ধে ভরপুর থাকায় তাহা হইতে বিশেষ তাৎপর্যময় মৌলিক আনন্দের আস্বাদ লাভ করিয়াছি। আল্লাহ্তায়ালা যেন উন্নতির পথে সব সময় তোমাকে দৃঢ়পদক্ষেপের সহিত গতিশীল রাখেন এবং সুন্নতপালনের আনুগত্যে তোমাকে অটল রাখেন।

জ্ঞানীদের কোন কাজই অন্তর্নিহিত বিজ্ঞতা (হেকমত) হইতে খালি থাকে না। তোমার দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাওয়ার পিছনে অবশ্যই কোন তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে। প্রত্যেক স্থানের মাটির ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও তাৎপর্য থাকে। প্রত্যেক শহরের একটা স্বতন্ত্র বিশেষত্ব আছে, এমনকি প্রত্যেক গ্রামের আলাদা আলাদা নিজস্ব প্রকৃতি রহিয়াছে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সকল স্থান হইতে প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে পারে এবং প্রত্যেক স্থান হইতে পরিপূর্ণতার এক বিশেষ অবদান পাইয়া থাকে।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. একবার সুলতান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে লাহোরে তশরীফ লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে প্রথম দিকে দুই-এক মাস তিনি খাজা কাসেমের বাস ভবনে অবস্থান করেন। সেই স্থান হইতে তিনি এমন সব রহস্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসমূহ লাভ করিয়াছিলেন, যাহার সম্পর্ক পরিপূর্ণরূপে বিলীন হওয়া (কামালতে ফানা) এবং ধ্বংসশীল বস্তুজগতের সমস্ত কিছু অস্তিত্ব-হীনতার মধ্যে পাওয়া যায়। আর সেই পত্রের (মকতুবের) প্রতি তিনি উদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন–

"মানুষের উপর এমন এক সময়ও আসিয়াছিল যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না" (সুরা দাহর)। এই ধারণা ও অবস্থার কাছাকাছি অবস্থান করিয়া তিনি কয়েকটি মকতুব সেই স্থান হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু উক্ত আবাসগৃহ অত্যন্ত পুরাতন ও জীর্ণ ছিল বলিয়া সেখান হইতে তিনি অন্যস্থানে অবস্থান করার এরাদা করেন, যাহা "মোল্লা ভবন" নামে পরিচিত ছিল।

এই দ্বিতীয় আলয়ে পদার্পণ করিবার পূর্বেই হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. বলিয়াছিলেন যে, এখানে এমন সব রহস্যপূর্ণ মারেফাতসমূহ পাওয়া যাইবে যাহার সম্পর্ক, ইনশাল্লাহ, অমরত্বের পূর্ণতা (কামালতে বাকা) দ্বারা ভরপুর হইয়া থাকিবে। তাঁহার উক্তিমত পরে ঠিক সেই রকমই ঘটিয়াছিল।

বন্ধুগণের নিকট হইতে দোয়া এবং তাঁহাদের অদৃশ্য মনোযোগ প্রকাশিত হওয়ার প্রত্যাশায় আছি। ওয়াস্‌সালাম।

মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪

রসুলে করিম স. এর প্রতি দরূদ, সালাম ও প্রশংসা জ্ঞাপনের পর জানাইতেছি যে, কেয়ামতের কাল ক্রমশঃ নিকটের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সেই সঙ্গে এই জামানায় জুলুমের প্রাবল্যও বাড়িয়া উঠিতেছে। সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছে এবং দিনে দিনে ক্রমশঃ আরও বেশী করিয়া অন্ধকারের মধ্যে তলাইয়া যাইতেছে। এখন এই রকম হিম্মতওয়ালা জোয়ান মরদের দরকার, যে এই ভয়াবহ বিপদসংকুল জমানায় সুন্নতকে পুনর্জীবিত করিতে এবং বেদাতকে ধ্বংস করিতে পারিবে। নবী করিম স. এর সুন্নতের আলো ব্যতীত সঠিক পথের দিশা পাওয়া অসম্ভব এবং নবুয়তের অধিকারী রসুল স. এর রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সাধনা ও অধ্যাবসায় ব্যতীত মুক্তির (নাজাতের) সন্ধান করা মিথ্যা কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সুফীগণের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ এবং অখণ্ড ভালবাসার জন্য মূল বস্তুর সন্ধান প্রাপ্তি, সেই সমস্ত-বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বন্ধুর (হাবীবে রব্বুল আলামীনের) আনুগত্য ব্যতীত কোনক্রমেই সত্য ও সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। আয়াত শরীফে বলা হইয়াছে, "বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসিতে চাও তবে আমার অনুসরণ কর, (তাহা হইলে) আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন" (সুরা আলে ইমরান)— আয়াত শরীফের এই উক্তি আমার উক্ত বর্ণনার প্রমাণ। যাবতীয় অভ্যাস, ইবাদত ও লেনদেনের পদ্ধতিসমূহে আঁ-হজরত স. এর সহিত সংযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার মধ্যেই নিজের সমস্ত সৌভাগ্য যে নিহিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। বাস্তব জগতেও দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি

প্রিয়তমার পছন্দ ও খুশীর সহিত নিজের সাদৃশ্য ও আনন্দকে গঠন করিয়া তোলে, প্রিয়তমার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি কতনা মধুর ও সুন্দর, কমনীয় ও মনোহররূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে।

প্রেমিকের বন্ধুও তাহার প্রিয়ার নজরে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান হিসাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং প্রেমিক যাহাকে ঘৃণা করে প্রিয়ার দৃষ্টিতেও সে ঘৃণার পাত্র হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়। বাহ্যিক এবং মৌলিক পরিপূর্ণতা কেবলমাত্র আঁ-হজরত স. এর ভালবাসার সহিত সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আনুগত্য হইতেছে আওলিয়াগণের অনুসরণ করা এবং তাঁদের শত্রুগণের সহিত শত্রুতা করা।

কিন্তু সাহাবা কেরাম রা.-গণের সম্পর্কে এই কথা কখনও প্রযোজ্য হইতে পারে না যে, বরেণ্য ও অভিজাত সাহাবাগণের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হওয়া ব্যতীত হজরত আলী করিমুল্লাহ্ ওয়াজহুর বন্ধুত্ব লাভ করা যায় না। যাহারা এই ধরনের কথা চিন্তা করে, তাহা তাহাদের ভুল ধারণা। ভুল ধারণা এই জন্য যে, কাহারও প্রতি ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত থাকার অর্থ হইতেছে তাহার সহিত শত্রুতার পূর্বলক্ষণ। আপনজনদের প্রতি কেহ অসন্তুষ্ট বা ক্রোধান্বিত হইতে পারে না। যিনি সকল সুবিচার, প্রশংসা ও পবিত্রতার মালিক সেই মহান আল্লাহ্তায়ালা সাহাবা কেরামগণের মাহাত্ম্যকে 'রুহামাউ বায়নাহুম' অর্থাৎ "তাহারা পরস্পরের প্রতি দয়ালু" (সুরা ফাতাহ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'রহিম' শব্দের বহুবচন হইতেছে 'রুহামাউ' যাহা কেবলমাত্র গুণবাচক অর্থই প্রকাশ করে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হইতেছে, এই সব বুজর্গ সাহাবা কেরামগণ যেন পরস্পরের মধ্যে দয়ার পরিপূর্ণ আধার হিসাবে প্রশংসিত হইয়া থাকিতে পারেন। যেহেতু তাঁহাদের গুণাবলীর তুলনা কালের প্রবাহে চিরস্থায়িত্বের নিদর্শন, সেই জন্য ইহা জরুরি যে, দয়ার আধারস্বরূপ তাঁহাদের এই সমস্ত গুণাবলী যেন সঠিক নিয়মানুযায়ী চলমান কালের বুকে প্রবাহিত হয় এবং চিরস্থায়ী থাকে। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা শত্রুতা সব কিছুই দয়ার (রহমের) পরিপন্থী ও ঘোর বিরোধী, যাহার স্থায়িত্ব ও প্রবাহিত থাকার বিষয় তাঁহাদের (সাহাবাগণের) উপর প্রযোজ্য নয়। হাদিস শরীফে আছে, 'আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক রহম (দয়া) করেন আবু বকর রা.।' সুতরাং যে ব্যক্তি এই ধরনের দয়ালু (আরহাম), তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা কিভাবে উম্মতের জন্য সঠিক ও সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?
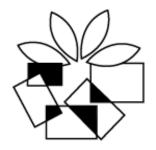
মিরযা আবিদ উল্লাহ্ বেগের
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৫

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং দরূদ ও সালাম পয়গম্বরগণের নেতা মোহাম্মদ স. এর উপর, তাঁহার পরিবার পরিজন ও সাহাবী সকলের উপর বর্ষিত হোক অনন্তধারায়। (আমিন)

বর্তমানকালে মানুষের মুখে মুখে সাধারণভাবে এই কথা শোনা যায় যে, সুফীসাধকগণের ধর্ম ও নীতি হইতেছে, বিশ্বের বর্তমান অবস্থা ও হাল-হকীকতের প্রতি যেন কোন রকম প্রতিবাদ বা বিরোধীতা না করা হয় এবং নিজেরা যেন কাহারও নিকট মন্দ বলিয়া বিবেচিত না হয়। যেহেতু এই কথা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং ইহা দ্বারা অনেক রকমের ভুল বোঝাবুঝি ও ঝগড়া বিবাদের সূত্র হিসাবে নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করে, সেই জন্য এই বিষয়ে কিছু লিখিবার মনস্থ করিয়াছি, যাহাতে এইরূপ ধারণার অনিষ্টতা ও কুপ্রভাবের বিষয়ে সকলে অবগত হইতে পারে। এই সব সম্পর্কে লিখিবার সময় সেই সমস্ত হাদিসের কথা বর্ণনা করিব– যাহা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ, আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা, আল্লাহর পথে জেহাদের শ্রেষ্ঠত্ব, মহামর্যাদাসম্পন্ন মুজাহিদগণ এবং ধর্মের জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে প্রাণ উৎসর্গকারী উচ্চমর্যাদাবাহী শহীদানদের বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে। সেই সঙ্গে সম্মানিত সুফীগণের কিছু প্রসঙ্গেরও উল্লেখ থাকিবে। যাহা এই বিষয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এবং যদ্বারা তাঁহাদের (সুফীগণের) পথ শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা যাইবে। কিছু কিছু লোক আছে, যাহারা সুফীগণের সহিত নিজেদের সম্পর্ক ও যোগসূত্র বজায় রাখে কিন্তু শরীয়তের সীমানা হইতে বহুদূরে সরিয়া যায়, তাহাদের সম্পর্কেও এখানে কিছু লিখিব এবং বন্ধুদিগকে আল্লাহ্ সোবহানাহুর পক্ষ হইতে সুষ্ঠু তওফিকের বিষয় প্রেরণ করিব।

দেখ, যে ব্যক্তি নির্বোধের মত সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করাকে সুফীগণের পথ ও পন্থার পরিপন্থী বলিয়া মনে করে– জানি না সে ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর সুফীগণের সম্পর্কে এই ধরনের কথাবার্তা বলে। আমাদের সম্মানিত

ও বুজর্গ পীর মোর্শেদ অর্থাৎ নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার মাশায়েখগণের নীতি হইতেছে, সুন্নতের প্রতি নিজ আনুগত্য দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা এবং বেদাত বা সুন্নত বিরোধী কার্যকলাপ পরিহার করা– যাহা উল্লিখিত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জ্ঞানী-গুণীগণের লিখিত কেতাব ও পুস্তিকাসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সৎ কাজের জন্য আদেশ ও অসৎ কাজের জন্য নিষেধ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করা– এই সমস্ত তো হজরত মোস্তফা স. কর্তৃক নির্ধারিত সুন্নতের মধ্যে পরিগণিত। বরং বলা যায় যে, এইগুলি ওয়াজেব এমন কি ফরজের পর্যায়ভুক্ত। বিনা কারণে সৎ কাজের আদেশকে পরিহার করা যেন এই নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার আমলসমূহকে অস্বীকার করারই সামিল। হজরত খাজা নকশ্‌বন্দ র. বলেন, আমাদের তরিকা হইতেছে অতিশয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এই তরিকা অনুযায়ী রসুলে করিম স. এর আনুগত্যের আঁচলকে শক্ত করিয়া ধরা এবং সাহাবা কেরাম (রাজিঃ)-গণের কাজকর্মের অনুসরণ করা খুবই জরুরি। এই আনুগত্য ও অনুসরণের পথে অতি অল্প আমলের মধ্যে অনেক কিছু লাভ করা যায়; পক্ষান্তরে যে এই কথা অমান্য করিবে বা ইহার প্রতি অসন্তোষের মনোভাব পোষণ করিবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ভয়াবহ বিপদ। পূর্ব পুরুষগণের আধ্যাত্মিক ধর্মীয় রীতি (তরিকা) ও সুফী মাশায়েখগণের অবস্থাসমূহ এই বিশ্বস্ত আমলের উপর অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। চিন্তা করিয়া দেখ, সম্মানীয় সুফী সাধকগণ যে সমস্ত রীতিনীতি, সাধনা ও উপদেশের বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে যে সমস্ত বিবরণ ও বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন এবং ধ্বংসকারী ও রক্ষাকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে যে প্রমাণসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন– তাহা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী কুদ্দেসা সিররুহু নিজের পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজা ওসমান হারুনী র. এর উপদেশবাণী প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আমার মোর্শেদ বলিতেন, "বন্ধুত্বের পথ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম। তোমার উচিত যে, আল্লাহর সৃষ্ট জীবকে তুমি উপদেশ দিতে থাক এবং আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তিকে ভয় করার জন্য মানুষকে বল।"

শায়েখ মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী কুদ্দেসা সিররুহ– যিনি একত্ববাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী অনুসারীবৃন্দের মধ্যে প্রধান ধর্মীয় নেতা ছিলেন– তাঁহার সমসাময়িক কালে যে সমস্ত সুফীগণ ধর্মে নাচ ও গানের (সামা ও রককাসী) পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি সেই সমস্ত কাজকর্মে বাধা প্রদান করিতেন এবং এ সমস্ত নাচ-গান বর্জন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার আদেশ মোতাবেক এ সব নাচ-গান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ উক্ত নাচ-গানের ধারা হইতে বিরত না থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের দোষ স্বীকার

করিয়াছিলেন। শায়েখ মহীউদ্দীন র. তাঁহার লিখিত কোন কোন পুস্তিকায় এই সমস্ত বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

হজরত শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী র. তাঁহার একটি পুস্তিকায় সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সম্পর্কে একটি মূল্যবান অধ্যায় রচনা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সেই পুস্তিকায় লিখিয়াছেন ঃ–

"যদি ইহা স্থির করা হয় যে, শক্তি সামর্থ্যহীন অবস্থায় অসৎ কাজে নিষেধ করা ওয়াজেব (কর্তব্য) নহে, তাহা হইলে এমন কোন সংকটাপন্ন সময়ে যখন তাহা নিজের জীবনের উপর আপতিত হওয়ার আশংকাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করিতে থাকে, তখন সেই অবস্থায় অসৎ কাজে নিষেধ করা আমদের নিকট জায়েজ, নাকি তাও নয়? অবশ্যই তাহা তখন আমাদের নিকট জায়েজ (বৈধ) এবং সর্বোত্তম– অবশ্য যাঁহারা তাহা (অসৎ কাজে নিষেধ) করেন না, তাঁহারা যদি দৃঢ় প্রত্যয়ী, সংযমী ও ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন তো স্বতন্ত্র কথা। অতএব, এই অসৎ কাজে নিষেধ করা আল্লাহর পথে জেহাদ করার সামিল– যাহা অবিশ্বাসী (কাফের)-গণের দলভুক্তদের সহিত জেহাদ করার মত। আল্লাহতায়ালা সুরা লোকমানের মধ্যে বলিয়াছেন, "সৎ কাজের নির্দেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং (ইহার পরিণতিতে) যে বিপদাপদ আসিবে তাহা ধৈর্যের সহিত সহ্য কর– নিঃসন্দেহে ইহা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ।"

বিচার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, সুফীগণের মধ্যে এই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ দেশ-বিদেশে ধর্মীয় নেতা, পরিচালক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ যদি ভাল না হইত, তাহা হইলে ভাল কাজের নির্দেশ দানের জন্য কেন তাঁহারা এত বেশী গুরুত্ব প্রদান করিবেন?

হজরত ফুজাইল ইবনে আয়াজ র. শ্রেষ্ঠ সুফিগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন বেদাতকারীর সহিত বন্ধুত্ব রাখিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার (ভাল) আমল বরবাদ করিয়া দিবেন এবং তাহার অন্তর (কলব) হইতে ঈমানের নূর উঠাইয়া লইবেন। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই আশা রাখি যে, কোন ব্যক্তি যদি বেদাতকারীর সহিত শত্রুতা রাখে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যখন তাহা জানিতে পারেন, তখন সেই শত্রুতার কারণে নিঃসন্দেহে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন– এমন কি তাহার নেক আমলের পরিমাণ যতই কম থাকুক না কেন। হে বৎস, যখন তুমি কোন বেদাতীকে এক রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিবে, তখন তুমি তাহাকে পরিহার করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিবে।"

খোদ রসুলেপাক স. এই সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া বেদাতকারীগণকে অভিশাপ (লানত) দিয়াছেন, "যদি কেহ কোন বেদাতের সৃষ্টি করে অথবা কোন

বেদাতীকে প্রশ্রয় দেয়, তাহার উপর আল্লাহ্তায়ালার, তাঁহার ফেরেশতাবৃন্দের এবং যাবতীয় মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হয়। এই ধরণের লোকের না কবুল হয় ফরজ, না গৃহীত হয় নফল।"

হাদিস শরীফে আছে, রসুলেপাক স. বলিয়াছেন, "হে আয়েশা! ঐ সমস্ত লোক যাহারা দ্বীনের মধ্যে মতভেদ ও বিভেদের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হইয়া যায়, তাহারা সকলেই ধর্মে পবির্তন সাধনের সহচর এবং লালসা ও কামনাবাসনার মিত্র। তাহাদের ক্ষমা প্রার্থনা করার সৌভাগ্যও হয় না। আমি তাহাদের হইতে মুক্ত এবং তাহারা আমা হইতে।"

সৎ কর্মে আহবান করাকে ত্যাগ করাই যদি সুফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইত তাহা হইলে অতিশয় উচ্চামর্যাদাধারী কোন এক সুফী কেন বলিয়াছেন, "সুফীগণের মধ্যে যেদিন সৎকার্যের জন্য আদেশ ও অসৎ কার্যের জন্য নিষেধজনিত কোন কাজ সম্পাদিত না হয়, বুঝিতে হইবে সেই দিনটি তাঁহাদের জন্য ভাল দিন নয়।" সুতরাং ইহার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যাইতেছে যে, সুফীগণের যে দিনটি ঐ সমস্ত কাজ হইতে খালি থাকে, সেই দিনটি তাঁহাদের জন্য মঙ্গলের দিন নয়।

ঐ সমস্ত লোক যাহারা মন্দ কাজে প্রতিবাদ না করার এবং ভাল কাজে আদেশ না করার বিষয়ে বিশ্বাসী, তাহাদের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া দেখ, আখেরাতের সেই শাস্তি ও পুরস্কার এবং সেই কঠিন অঙ্গীকার, যাহাদের মন্দ কাজের জন্য কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার জন্য তাহারা দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে কি না? যদি তাই হয়, তাহা হইলে সেই সব হতভাগ্য লোককে কেন ভয়াবহ ধ্বংসের পরিণাম হইতে পরিত্রাণের দিকে টানিয়া আনিবে না এবং কঠিন শাস্তি হইতে বাঁচানোর জন্য মুক্তির পথ দেখাইবে না? কোন অন্ধের চলার পথে যদি কোন কূপ বা সাপ পড়ে অথবা কোন ব্যক্তির জাগতিক কোন বিপদ আসিয়া পড়ে, তখন তো লোকেরা তাহাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেও বিপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার পথ বাহির করে এবং বিপদগ্রস্ত সেই ব্যক্তির দুরাবস্থার প্রতিবাদ করে।

হায়! আফসোস্ হয় আখেরাতের সেই বিপদের কথা চিন্তা করিয়া যাহা হইবে অত্যন্ত কঠিন ও চিরস্থায়ী। কিন্তু সে সম্পর্কে লোকদিগকে সতর্ক করা হয় না ও তাহাদিগকে মুক্তির পথ দেখান হয় না। যেন এই রকম মনে হয় যে, কিয়ামত, পুনরুত্থান, সেই দিনের আক্ষেপ ও অস্থিরতা এবং হাশরের ময়দানে যাহা কিছু হইবে সেই সব বিষয়ে তাহারা যেন আদৌ বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্তায়ালা যেন ঐ ধরনের মন্দ লোকদের খারাপ মতবাদ হইতে আমাদিগকে নিরাপদ রাখেন।

সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন বাধা না দেওয়াই যদি আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি আম্বিয়াগণকে কোন্ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন এবং দ্বীন

ইসলামে আমন্ত্রণের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মকে কেনই বা বাতিল করিয়াছেন? পূর্বে যে সমস্ত সম্প্রদায় আম্বিয়া আ.-গণের দাওয়াত কবুল করে নাই, সেক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিবিধ শাস্তির মধ্যে কেন আবদ্ধ করা হইবে? আর কেনই বা তাহাদের অনেককে সমূলে ধ্বংস করা হইয়াছে? তাহার পরিবর্তে, তাহা হইলে, ইহাই তো হওয়া উচিত ছিল যে, তাহাদিগকে তিনি (আল্লাহ) তাহাদের নিজ নিজ খেয়াল খুশীর উপর ছাড়িয়া দিতেন।

জেহাদকে কি জন্য ফরজ করা হইয়াছে? কেননা ইহা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদিগকে উৎপীড়ন ও হত্যাকারীগণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করিবে এবং সেই সঙ্গে কাফেরদিগকে কতল করার দুঃখ কষ্টও বরণ করিবে। মুজাহেদীন ও আল্লাহর রাস্তায় শহীদানগণের শ্রেষ্ঠত্ব, যাহা কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াতসমূহের অর্থ হইতে স্বতঃ প্রকাশিত এবং প্রমাণিত– কেন তাহার বর্ণনা তাহা হইলে করা হইয়াছে?

আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার পরিপূর্ণ রহমত দ্বারা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণকে মৌলিক আদর্শের জন্য এবং আউলিয়াগণকে তাঁহাদের অনুসরণকারীরূপে ধর্মের দিকে আহবান করার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। তাঁহাদের মাধ্যমেই তিনি (আল্লাহ্) মানবসম্প্রদায়কে ভয়াবহ শাস্তি ও যথোচিত পুরস্কার সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। এই ভাবেই তিনি ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুগণের উপর যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহাদের মৌখিক ওজর-আপত্তিসমূহ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।– 'যাহাতে রসুলগণের আগমনের পর লোকদের জন্য কোন ওজর-আপত্তি বাকী না থাকে' (সুরা নেসা)। অতএব আঁ হজরত সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাচ্চা আনুগত্য– ধর্মের প্রতি আহ্বান ও সৎ কাজে আদেশ প্রদান করার অংশের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে এবং যে ব্যক্তি সৎ কাজে আদেশ করার কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে প্রকৃতপক্ষে সে রসুলে করিম স. এর অনুগত নহে।

ন্যায়ের খাতিরে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, যদি পাপী ও অবিশ্বাসীগণ আল্লাহর ঘৃণার পাত্র না হইত তাহা হইলে আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা ধর্মে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। তাহা হইলে ইহা সর্বোত্তম নৈকট্য লাভ ও ঈমানে পরিপূর্ণতা অর্জনের বিষয় হইতে পারিত না এবং সেই সঙ্গে তাহা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভের (বেলায়েতের) ভিত্তি, তাঁহার সম্মতি (রেজা) অর্জনের কারণ ও তাঁহার নৈকট্যের জন্য প্রবেশাধিকার পাওয়ার উপায়ও হইতে পারিত না।

হজরত ওমর ইবনে আল জামুহ রা. হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি আঁ-হজরত স.কে বলিতে শুনিয়াছেন, "বান্দা কখনও অকৃত্রিম ঈমানের অধিকারী হইতে পারে না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর জন্য শত্রুতা না করে। যাহার মধ্যে এই গুণ সঞ্চারিত

হইয়াছে যে, সে কেবল আল্লাহর জন্যই তাহার হৃদয়ের ভালবাসা পোষণ করে এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করে, সে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়াছে। (আহমদ)।

হজরত আবু আমামা রা. হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আঁ-হজরত স. বলিয়াছেন, "যে কেহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা স্থাপন করিয়াছে ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করিয়াছে এবং আল্লাহর খাতিরে দান করিয়াছে ও আল্লাহর ওয়াস্তে নিষেধ করিয়াছে, তাহার ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।" (আবু দাউদ)।

আসল কথা হইতেছে, প্রেমিকের প্রিয়জনদের সহিত ভালবাসা এবং দুশমনের প্রিয়জনদের সহিত শত্রুতার মধ্যে ভালবাসার প্রকৃত উপকরণ নিহিত রহিয়াছে। খাঁটি দরদী প্রেমিক, এই দুইটি বিষয়কে তাহার নিজের প্রিয় কাজ বলিয়া মনে করে এবং সেজন্য সে কোন লাভ বা উপদেশের ধার ধারে না। প্রেমিকের প্রিয়জনদিগকে তাহার নিজের চোখে কতই না সুন্দর ও সম্মানীয় বলিয়া মনে হয়, অন্যদিকে শত্রুর আপনজনদিগকে কি বিশ্রী ও কদাকার বলিয়া মনে হয়। এই ধরনের কার্যকলাপ অপ্রকৃত (অর্থাৎ আসল নয় এই ধরনের জাগতিক) ইশকের ক্ষেত্রেও প্রকাশিত ও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ জানায়, তাহার মধ্যে বন্ধুর শত্রুগণের প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ বন্ধুর সম্মুখে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য হয় না। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, " হজরত ইব্রাহীম খলিল উল্লাহ্ আ. এর চরিত্রে তোমাদের জন্য এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।"

অন্য একস্থানে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় রহিয়াছে তোমাদের জন্য তাঁহাদের মধ্যে উত্তম চরিত্র।" এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, সত্য পথের প্রেমিকদের (তালেবে হকের) জন্য (যে সমস্ত লোক ত্রুটির মধ্যে রহিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে) দুঃখ-কষ্ট পাওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বাধ্যতামূলক।

...একত্ববাদের অস্তিত্বে যে সমস্ত মহাত্মাগণ বিশ্বস্ত অবস্থায় রহিয়াছেন, দ্বীনের দৃঢ়তার জন্য তাঁহাদের ধর্মভীরুতা ও পূর্ণতা অর্জন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত– যাহা এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের হজরত (হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী রঃ) যিনি ওজু, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নামাজ এবং নামাজের আদবসমূহের ব্যাপারে সর্বদা অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করিতেন, তিনি বলিতেন, "আমি আমার পিতা হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদ র. এর নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছি। কেবলমাত্র জানিয়া নিয়া এই সমস্ত বিষয়ে সফলতা অর্জন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার।" আমার দাদা (হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদ ফারুকী র.) একত্ববাদের অস্তিত্বে অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শরীয়ত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পূর্ণতার অধিকারী। আমার দাদার সম্পর্কে ইহা

সুবিদিত যে, তিনি বলিতেন, "শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ ও সাবধানতার বিষয় আমি আমার পীর ও মোর্শেদ হজরত শায়েখ রোকন উদ্দীন গাঙ্গুহী র. এর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছি।" হজরত শায়েখ রোকন উদ্দীন র. আল্লাহর একত্ববাদের অস্তিত্বে অন্তহীন রহমতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পরিপূর্ণতার সহিত শরীয়তের অনুসরণ করিতেন। তিনি এই সাবধানতা নিজ পিতা ও মোর্শেদ হজরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী র. এর নিকট হইতে অর্জন করিয়াছিলেন (টীকা দ্রষ্টব্য) হজরত শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী র. আল্লাহ্তায়ালার একত্ববাদের অস্তিত্বে এক দুর্লভ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় সেই পরম করুণাময়ের একত্ববাদের প্রভাবে ডুবিয়া থাকিতেন, তথাপি শরীয়তের হুকুম-আহকাম প্রতিপালনে এবং তৎসংক্রান্ত বাহ্যিক সাবধানতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পূর্ণতার প্রতীক।

হজরত খাজা আহরার র. যদিও একত্ববাদের অস্তিত্বের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন তবুও শরীয়ত প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পর্বতের মত অটল। তিনি বলিতেন, "আমি যদি পীরি-মুরিদী (পীর হিসাবে লোকদিগকে মুরিদ করার কাজ) করি, তাহা হইলে আমার জমানার অন্য কাহারও পক্ষে পীরি-মুরিদী করার সাহস হইবে না। কিন্তু আমাকে তো দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে, শুধু পীরি-মুরিদী করার জন্য নয়।'

শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী হাদিস শরীফে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সনদের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং ফেকাহ্ শাস্ত্রে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "কোন কোন দরবেশ "পরকালের হিসাব-নিকাশের পূর্বেই নিজ আমলসমূহের হিসাব কর", এই আপ্তবাক্য সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের দিবারাত্রির আমলসমূহের হিসাব করিতেন। আর আমি নিজের জন্য তাহার সহিত আরও কিছু যোগ করিয়াছি, তাহা এই যে, আমলসমূহের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে আমি অনিষ্টকর বিষয়সমূহেরও হিসাব করি।

টীকাঃ জুবদাতুল মাকামাত গ্রন্থে হজরত শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী র. সম্পর্কে তাঁহার মাত্রাতিরিক্ত মগ্ন অবস্থা এবং বহুদিকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে সুন্নতের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য, সংযম ও সহনশীলতা, অধ্যাবসায় ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং দৃঢ়চেতা ও মহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (পৃঃ ৯৭)। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে বর্ণনার শেষ দিকে, হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী র. এর মৌখিক বর্ণনার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, হজরত শায়েখ যখন একবার দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শায়েখ হাজী আব্দুল ওহাব বোখারী র. (হজরত জালালুদ্দীন বোখারী র. এর পুত্র)– যিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন,– নিজের লেখা একখণ্ড তফসীর (মূল রচনার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ) পড়িয়া দেখার জন্য হজরত শায়েখের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কুতুবে গাঙ্গুহী ব্যাখ্যা গ্রন্থখানি

সুলতানুল আরেফীন সাইয়্যিদুত্ তাইফা হজরত জুনাইদ্ বাগদাদী র. যিনি একত্ববাদের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন থাকিয়া সেই অস্তিত্বকে আবিষ্কার করিতেন, তিনিও আপাদমস্তক শরীয়তের সাজে নিজেকে উত্তমরূপে সজ্জিত রাখিতেন।

সৎ কাজের আদেশকে ত্যাগ করাই যদি একত্ববাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসীগণের নীতি ও ধর্ম হইত, তাহা হইলে মাওলানা আব্দুর রহমান জামী র. যিনি একত্ববাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক বিরল দার্শনিক ছিলেন, তিনি কেন নিজ মসনবী 'সিলসিলাতুল জাহাব' (কাব্যগ্রন্থ সোনার শিকল) গ্রন্থে লোকদের ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত করিবেন, যাহারা সৎকাজের আদেশ পরিত্যাগ করার পক্ষে ছিল। সবচেয়ে অদ্ভুত ও হাস্যকর ব্যাপার হইতেছে, যে সমস্ত লোক ধর্মের ব্যাপারে কম কষ্টকর এবং নীতির ব্যাপারে সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের মনোভাব পোষণ করে, তাহাদের সহিত ইহুদী, যোগী, ব্রাহ্মণ, জৈন, জিন্দিক (আল্লাহকে অবিশ্বাসকারী) ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বেশ ভাল। তাহাদের সহিত তাহারা সদ্ভাব রাখে, উঠাবসা ও আমোদ-আহলাদ করে এবং ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু সুন্নত জামাতভুক্ত লোকজন, যাহারা আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমাপ্রাপ্তগণের শ্রেণীভুক্ত, তাহাদের সহিত বিদ্বেষ ও শত্রুতামূলক আচরণ করে। তাহাদের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার অন্যান্যদের সঙ্গে ঠিকই থাকে, কিন্তু এই সঠিক ও সত্য জামাতের লোকজনের উপর তাহারা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে থাকে এবং তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করার প্রায়াস চালাইয়া যায়। সকলের সহিত সদ্ব্যবহার ও সৌহার্দ্যের কি সুন্দর নমুনা। হজরত মোহাম্মদ স. এর সঠিক অনুসারীগণের সঙ্গে শত্রুতা এবং তাহার বাহিরে অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্ব।

খুব ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, যদি মন্দ কাজে প্রতিবাদ পরিহার করাই প্রশংসনীয় হইত, তাহা হইলে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা ধর্মের জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হইত না। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্তায়ালাও তাহা হইলে আদেশ ও বাধা প্রদানকারীদিগকে উত্তম উম্মত হিসাবে মর্যাদাসূচক পদবীতে ভূষিত করিতেন না, যেমন তিনি জানাইয়াছেন ঃ

খুলিলে ঘটনাক্রমে যে আয়াত বাহির হইয়া আসে শায়েখ আব্দুল ওহাব র. সেখানে তাঁহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছিলেন, 'নবী করিম স. এর আওলাদগণ সকলেই নিরাপদে গত হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিণাম অবশ্যই শুভ হইবে'। হজরত শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস কুদ্দিসা সিররূহু সেই লেখার একপ্রান্তে লিখিয়াছিলেন, "ইহা আহলে সুন্নত জামাতপন্থীদের বিশ্বাসের পরিপন্থী" – অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা সুন্নতের অনুসরণকারী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের (আহলে সুন্নত জামাতের) নীতি বিরুদ্ধ। ইহার পর তিনি গ্রন্থটি ফেরত দিলেন। দিল্লীর বিখ্যাত আলেম ওলামাগণ এই বিষয়ের উপর কয়েকদিন ধরিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া সেই কথাই সঠিক বলিয়া মানিয়া লইলেন, যাহা হজরত শায়েখ গাঙ্গুহী কুদ্দিসা সিররূহ তাঁহার মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন।

“তোমরা হইতেছ উত্তম উম্মত, যাহাদিগকে মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।” (সুরা আল ইমরান)। আর এক জায়গায় এই সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, “ভাল কাজে আদেশ প্রদানকারী, মন্দকাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহতায়ালার সীমারেখার রক্ষণাবেক্ষণকারী।” অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, “মোমেন পুরুষ এবং মোমেনা স্ত্রীলোকগণ (দ্বীনের কাজে) একে অপরের পরিপূরক– (তাহারা) ভাল কাজের হুকুম করে এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে।”

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈনগণ এবং বিগত মহৎ পুণ্যাত্মাগণ তাঁহাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের জন্য কতকিছুইনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সমস্ত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুধুমাত্র এক নিরর্থক কাজের জন্য যদি হইত (নাউজুবিল্লাহ), তাহা হইলে আগাগোড়া সমস্ত কিছু তাঁহাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইবে। মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা হইতে বিরত থাকা যদি প্রশংসাসূচক ভাল কাজ হইত, তাহা হইলে ইসলাম ধর্মের নীতি-পদ্ধতি (শরীয়ত) অস্বীকারকারীকে দেখার পর মনে মনে তাহাকে ঘৃণা বা অস্বীকার করা কেন সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঈমান বলিয়া বিবেচিত হইবে– যেমন হাদীস শরীফে আছেঃ “ইহা সর্বাপেক্ষা দুর্বল শ্রেণীর ঈমান।” যদি বলা হয় যে, এই আয়াত শরীফে “হে ইমানদারগণ, তোমাদের আপন আপন প্রবৃত্তিসমূহ (নফস) সম্পর্কে চিন্তা করা অবশ্য কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছ তখন কাহারও পথভ্রষ্ট হওয়া তোমাদের কোন ক্ষতির কারণ হইতে পারে না” (সুরা মায়েদা)। আদেশ ও নিষেধ পরিত্যাগ করার বিষয়ই প্রমাণ করিতেছে, তাহা হইলে আমি বলিব যে ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভুল এইজন্য যে, “যখন তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছ” এর মধ্যে সরল ও সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার কথাও আছে, যাহাতে সৎ কাজে আদেশ প্রদান করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কোরআন শরীফের ব্যাখ্যাদাতাগণ (মোফাসসেরীন) যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এই আয়াত শরীফের অর্থ দাঁড়াইতেছে, যখন তোমরা পুণ্য কর্মের আদেশসমূহ পালন করিবে এবং সৎ কর্মে আদেশ ও অসৎ কর্মে বাধা প্রদান করিবে, তখন অন্য লোকের পথভ্রষ্টতা তোমাদের আর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার মাহাত্ম্য (শানে নজুল) দ্বারাও এই একই অর্থ প্রকাশিত, আর তাহা হইতেছে, কাফেরদের দিক হইতে মুসলমানগণের অন্তর যখন সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল তখন তাহাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতের মাধ্যমে জানাইয়াছেন যে, তোমরা যখন নিজেদের কাজ সম্পন্ন করিয়াছ, সঠিক পথের দিকে পথ-প্রদর্শকের কাজ করিয়াছ এবং অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্যের জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়াছ, ইহার পর আর ঐ সমস্ত লোকের অবিশ্বাস তোমাদের জন্য কোন ক্ষতির কারণ হইতে পারিবে না। আর যে দল এই আয়াতশরীফের কেবল বাহ্যিক অর্থ সমর্থন করে, তাহারা মনে করে সৎ কর্মে আদেশ প্রদান করার বিষয়টি ইহাতে রহিত করা হইয়াছে।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, “হে মানুষগণ, তোমরা এই আয়াত পাঠ কর– ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু আলায়কুম আনফুসাকুম (হে ইমানদারগণ তোমাদের আপন আপন প্রবৃত্তিসমূহ (নফস) সম্পর্কে চিন্তা করা অবশ্য কর্তব্য’...)। আর আমি নিজে আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাক জবান হইতে শুনিয়াছি, তিনি স. বলিয়াছেন, ‘মানুষ যখন অস্বীকারকারীদের কাণ্ডকারখানা অবলোকন করে এবং তাহা বিনষ্ট করার জন্য কোন চেষ্টা করে না, সেক্ষেত্রে অতি নিকট ভবিষ্যতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার শাস্তি সকল মানুষের জন্য নির্ধারিত করিয়া দেন।” (ইবনে মাজা ও তিরমিজী)।

যদি বলা হয় যে, সৎ কাজে আদেশ প্রদান করা এবং আল্লাহর জন্য জেহাদ করা (জেহাদ ফী সাবিলিল্লাহ) নবীগণের পদ্ধতি (তরিকা) এবং নিষেধ ও আদেশ পরিত্যাগ করা আওলিয়াগণের পদ্ধতি– যেমন আজকাল কোন কোন লোক এই ধরনের কথাবার্তা বলে– সেক্ষেত্রে আমার কথা হইতেছে, বর্ণিত বিষয়সমূহ আল্লাহ্তায়ালার আদেশের বিষয় এবং তাহা প্রতিপালন করার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্বের ও পরিত্যাগ করার মধ্যে যে শাস্তির প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে কোরআন শরীফের সেই সমস্ত আয়াত দ্বারা যাহার অর্থ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত। আল্লাহর হুকুম, শাস্তির ওয়াদা, শাস্তির প্রতিজ্ঞা, মানবজাতির জন্যই পূর্ণ করা হইয়া থাকে। ইহাতে কাহারও কোন বিশেষত্ব থাকে না– খাস্ ও আম (বিশেষ ও সাধারণ), আম্বিয়া ও আউলিয়া সকলেই আল্লাহ্তায়ালার হুকুম (ফরজ কাজ) সমূহ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সমান। তবে পরিত্রাণ (নাজাত) লাভ করার বিষয় যোগ্যতা ও পূর্ণতার ক্রম অনুযায়ী নবীগণের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আওলিয়াগণ যে পরিমাণ বেলায়েত, ভালবাসা, মারেফাত ও আল্লাহতায়ালার নৈকট্যের অংশ পাইয়াছেন, তাহা নবীগণের মাধ্যমেই পাইয়াছেন। উদ্ধার প্রাপ্তির পথ কেবলমাত্র নবীগণের আনুগত্যের উপরে নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ থাকে।

‘(হে রসুল স.) আপনি বলিয়া দিন যে, যদি তোমরা আল্লাহর সহিত মহব্বত (বন্ধুত্ব) করিতে চাও, তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর, (এই পুণ্য কর্মের বদৌলতে) আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের সহিত মহব্বত (বন্ধুত্ব) করিবেন।” ইহা ব্যতীত আর যে সমস্ত পথ রহিয়াছে তাহা ভ্রষ্ট ও গোমরাহীর পথ এবং শয়তানের রাস্তা। কোরআন শরীফের আয়াত ঃ

“সত্যের পরে গোমরাহী (ভ্রষ্টতা) ছাড়া আর কী আছে?” এবং অন্য আয়াত

“ইহা আমার সোজা রাস্তা, এই রাস্তায় চল”– এই দাবীর সপক্ষে সাক্ষীস্বরূপ।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনাবে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রেখা টানিয়া বলিলেন, ‘ইহা আল্লাহর রাস্তা’।

পুনরায় ইহার ডাইনে ও বামে কতিপয় রেখা টানিয়া বলিলেন, 'এইগুলি শয়তানের দলের রাস্তা' তাহার পর তিনি এই আয়াতশরীফ পাঠ করিলেন ঃ

" ইহা আমার সোজা পথ, এই পথে চল।" (আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অধীনতা ব্যতীত সত্য পথে চলিতে চায়, সে কখনও সফলকাম হইতে পারে না। কেবলমাত্র পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া তাহার আর অন্য কিছু লাভ হইবে না। যদিবা কোন কিছু লাভ হয় তাহা নূতন ধরনের কিছু হইবে এবং আখেরাতে (পরকালে) তাহা সমূহ ক্ষতি ও শাস্তির কারণ হইবে।

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য তরিকা (পদ্ধতি) অবলম্বন করিবে, তাহা কবুল করা হইবে না। আর এই ধরনের ব্যক্তি আখেরাতে (পরকালে) ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সামিল হইবে।"

শত চেষ্টা হবে নিষ্ফল প্রয়াস
সত্য পথ খুঁজে পাবে নাক তুমি
যতক্ষণ না হে শাদী, মোস্তফার
পদধূলি নিতেছ সাদরে চুমি।

হজরত জুনায়েদ বোগদাদী র. যিনি সুফীগণের সর্দার ছিলেন তিনি বলিয়াছেন, যে কোরআন কণ্ঠস্থ (হেফস) করে নাই এবং হাদিসের কেতাব পাঠ করে নাই, আমাদের ধর্মের পথে অনুগামী (মুক্তাদী) হওয়ার মত যোগ্যতা তাহার নাই। কেননা, আমাদের তরিকার আদি-অন্ত সমস্ত কিছু কেতাব ও সুন্নত অনুযায়ী শৃঙ্খলিত ও সম্পর্কযুক্ত।

হজরত খাজা আহরার র. হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিতেন, যদি সমস্ত ভাল অবস্থা ও উপকরণ আমাদিগকে প্রদান করা হয় এবং আমাদেরকে আহলে সুন্নত জামায়েতের ধর্মীয় বিশ্বাস (আকীদা)সমূহের সহিত যদি আলোকিত না করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা তাহাকে খারাপ ব্যতীত আর অন্য কিছু চিন্তা করিব না। অন্যদিকে আমাদের মধ্যে সমস্ত খারাপ যদি পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে কিন্তু আমদেরকে যদি সুন্নত জামায়েতের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সহিত একীভূত করা হয়, তাহা হইলে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই।

ভালভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া দেখ, যখন নবুয়ত শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রত্যাদেশের কাল (অহির জমানা) বিলুপ্ত হইয়াছে, দ্বীন পরিপূর্ণ হইয়াছে, নিয়ামত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে– সেক্ষেত্রে এমন কোন দলিল ও সনদের বলে, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মীয় নির্দেশাবলীকে আজ বিচ্যুত করিয়া রাখা যাইতে পারে? আর নিজ কল্পনা ও খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করিয়া, নবীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাণী, যাহা নিশ্চতভাবে অহি ও আল্লাহর সংবাদবাহকের নিকট হইতে গৃহীত

হইয়াছে, কিভাবে তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নেওয়া যাইতে পারে? জ্ঞানের দূরদর্শীতাকে কাজে লাগাইতে হইবে যাহাতে কল্পনা ও স্বপ্নের ধোকায় পতিত হইতে না হয়। শয়তানের পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের সুন্নত– যাহা সহজ ও সরল পথের দিশারী– যেন কখনও হাতছাড়া না হয়। নবীগণই নিঃসন্দেহে ও নির্দ্বিধায় পরিত্রাণের উপায় এবং প্রাচুর্যের উৎস। ইহা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বিষয় ভয়ঙ্কর বিপদ ও ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ্পাক তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। নিশ্চিত পরিত্রাণের পথ পরিহার করিয়া বিপজ্জনক পথ অবলম্বন করা, অভিশপ্ত শয়তানের পথে আবদ্ধ হওয়া এবং নিজেকে নিজে চির ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা– জ্ঞান বুদ্ধি বহির্ভূত উদ্ভট অযৌক্তিক ব্যাপার। যাহারা উন্মত্ততা বশতঃ কল্পনার বশবর্তী হইয়া পয়গম্বরগণের বিরোধীতাকে সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা–

"সমতল বালুকাময় ময়দানে মরীচিকার মত, যাহাকে (কাল্পনিক ঢেউয়ের মত মনে হওয়ার কারণে) তৃষ্ণার্ত মানুষ পানি বলিয়া মনে করে"– ইহার অনুরূপ। যখন আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হইবে এবং কবর ও কিয়ামতের মনজিলসমূহের সম্মুখীন হইতে হইবে, সেই সময়ে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের অনুসরণ ব্যতীত আর কোন কিছুই ফলপ্রদ ও সহায়ক হইবে না। অবশ্য উন্নত অবস্থা (হাল) সমূহ, অন্তরের স্বচ্ছতা হইতে আগত দৃশ্যমান সত্য (কাশফ) ও অদৃশ্যলোক (গায়েব) হইতে প্রাপ্ত অজ্ঞাত বাণী (এলহাম)সমূহ নবীগণের আনুগত্যের মধ্যে থাকিয়া যদি জমা হইতে থাকে, তাহা আলোর উপরে আরও অধিক উজ্জ্বল আলোর বিকিরণে প্রদীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

জনৈক মহিলার নিকট
লিখিত– মকতুব নং-৬

তুমি লিখিয়াছ যে, এমন অসম্মান ও দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে জীবনযাপন আর কখনও তুমি কর নাই, যেমন বর্তমানে করিতেছ।

কোন অসহায় বান্দা যখন নিজের মত আর একজন অসহায় বান্দার নিকট তোষামোদ, অনুনয় বিনয় ও প্রার্থনা করে, সেক্ষেত্রে দুঃখ ও অপমানজনক পরিস্থিতিতে পতিত হওয়াই তাহার পরিণাম হওয়া উচিত।

সেই অমুখাপেক্ষী ও প্রকৃত ধনীর দরবারে অনুনয়-বিনয় সহকারে কান্নাকাটি ও প্রার্থনা কর না কেন? প্রকৃতপক্ষে সেই সুমহান সত্তার একক অস্তিত্বই তো সকল যোগ্যতা ও গুণের অধিকারী; যাঁহার নিকট অনুনয় বিনয় ও প্রার্থনা করা যায়। কেবলমাত্র তাঁহার দয়াতেই সকল অসুবিধা ও বিপদ আপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং তিনি ব্যতীত আর কেহ এই যোগ্যতার অধিকারী নয়। রিজিকের (আহার-সামগ্রীর) প্রসারতা ও সংকীর্ণতাও তো তাঁহারই নিকট হইতে আসে, অন্য কাহারও নিকট হইতে নয়–

"যদি আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে কোন অসুবিধার মধ্যে রাখেন সেক্ষেত্রে এমন কেহ নাই যে তাহা দূরীভূত করিতে পারে, কেবলমাত্র তিনি ব্যতীত। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল করিতে চান সেক্ষেত্রে তাঁহার অনুগ্রহকে ফিরাইয়া দেওয়ার মত কেহ নাই এবং এই মঙ্গল তিনি নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা দান করেন।"

হাজী মোহাম্মদ আফগানের নিকট লিখিত। মকতুব নং-৭

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম– শুরু করিতেছি মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও দয়াবান। যে পত্রখানি তুমি পাঠাইয়াছিলে তাহা পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি নিজের জন্য এবং তোমার মুরিদদের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে মনোযোগ (তাওয়াজ্জোহ্) প্রদান করার ব্যাপারে আবেদন জানাইয়াছ। মাঝে মাঝে তোমাদের জন্য আধ্যাত্মিক মনোযোগ প্রদান করা হইয়া থাকে। ইনশাল্লাহ তায়ালা, ভবিষ্যতে আরও বেশী করিয়া তাহা করা হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে এতটুকু জানিয়া রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, আধ্যাত্মিক স্তরসমূহে পরিভ্রমণের কাজ একান্তভাবে আল্লাহর সহিত মৌলিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে সংযুক্ত– অন্য কথায় যাহাকে ভালবাসার বন্ধন, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। নিজ মোর্শেদের (পীরের) সহিত মুরিদগণের এই সম্বন্ধ যত বেশী মজবুত হয়, শায়েখের অর্থাৎ মোর্শেদের বাতেন (অভ্যন্তর) হইতে ফয়েজ ও বরকতের (সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের) পরিমাণও তত বেশী পাওয়া যায়। একজন কামেল কুতুবের (দরবেশের) বাতেন হইতে সৌভাগ্য আদায় করিয়া লওয়ার জন্য নিখাদ ভালবাসা

ও মৌলিক সম্বন্ধই যথেষ্ট– সেখানে যদি তাওয়াজ্জোহর কোন উপস্থিতি না-ও থাকে। অন্তরের ভালবাসা ও মৌলিক সম্পর্কের অবর্তমানে কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ মনোযোগ দ্বারা খুব কমই ফল পাওয়া যায়। তাওয়াজ্জোহর কার্যকারিতার জন্য উপযুক্ত স্থানের দরকার হয়। অবশ্য ওই ধরনের তাওয়াজ্জোহ যদি পূর্ব বর্ণিত মৌলিক সম্বন্ধের সহিত যুক্ত হয়, তাহা আলোর উপরে আরও অধিক আলোকময় হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে সম্বন্ধ স্থাপনের সামর্থ্য ও পয়গম্বর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই হইতেছে একমাত্র শর্ত এবং ইহার উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে। এই দুইটি বিষয়ের উপর যদি কোন ব্যক্তির দৃঢ়তা ও পরিপক্ক ধারণা থাকে তাহা হইলে তাহার আর কোন চিন্তা নাই। তাহার পরিণাম কখনও নিষ্ফল হইবে না এবং ঐ ব্যক্তি অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত পূর্ণতার প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। আর যদি ঐ দুইটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটিতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে যত আধ্যাত্মিক সাধনাই করুক না কেন, সে ভয়ানক ক্ষতি ও বিপদের মধ্যে থাকিয়া যায়। ওয়াস্‌সালাম।

হাফেজ আব্দুল করিমের নিকট
লিখিত । মকতুব নং–৮

আলহামদু লিল্লাহী ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহীল্লাজী নাস্তফা– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি।

পৃথিবীতে এই জীবনের চাহিদা অনুভূতি ও গতির সহিত সম্পর্কযুক্ত। অন্য জীবন যাহা মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের (বরযখের) সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহা গতিহীন অবস্থায় কেবলমাত্র অনুভূতিসম্পন্ন। আল্লাহ্‌তায়ালা একচ্ছত্র জ্ঞানের অধিকারী, তিনিই সমস্ত স্থান ও কালের উপযোগী জীবন (হায়াত) দান করিয়াছেন– এই মধ্যবর্তী অবকাশকালীন সময়ে অনুভূতি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই, যাহার দ্বারা শাস্তি ও শান্তি হইতে পারে– সেখানে গতির কোন প্রয়োজনই নাই। পক্ষান্তরে পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক উত্তরকালে– উভয় স্থানে দুইটি জিনিসেরই (অনুভূতি ও গতি) প্রয়োজন আছে। ইহা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ। ওয়াস্‌সালাম।
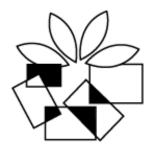
মোহাম্মদ ওফার নিকট
লিখিত। মকতুব নং– ৯

আলহামদু লিল্লাহী ওয়া সালামুন আ'লা ইবাদিহীল্লাজী নাস্তাফা– সমস্ত প্রশংসাইতো আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি বর্ষিত হইতে থাকুক দরূদ ও সালাম। তোমার পত্র, যাহা প্রেমের সুখ সংবাদে পরিপূর্ণ ছিল, পাইয়াছি এবং তাহা পাঠ করিয়া উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি এইভাবে নিজের বিভিন্ন অবস্থার কথা লিখিতে থাকিবে, কারণ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অদৃশ্যভাবে মনোযোগ আকর্ষণের কারণ হইয়া থাকে। দারিদ্র ও উপবাসের কারণে অন্তর কখনও সংকীর্ণ হইতে পারে না। জীবিকার স্বল্পতাহেতু মনকে ছোট করিও না।

"আল্লাহ্তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করিয়া দেন এবং তিনিই জীবিকা সংকীর্ণ করেন।" আল্লাহর সন্ধানে ব্যাপৃত প্রেমিকগণের উচিত, তাহারা যেন প্রভুর সকল কাজে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকে– এমনকি সেইসব কাজের তৃপ্তিদায়ক আস্বাদও যেন গ্রহণ করিতে পারে। যাহা কিছু সেই অনন্তলোকের প্রেমিকের পক্ষ হইতে আসে তাহার সবকিছুই প্রেমময় হইয়া থাকে– তাহা তিরস্কার কিংবা পুরস্কার অথবা অনুকম্পা কিংবা যন্ত্রণা যাহাই হউক না কেন।

বিষের শরবত না তিক্ত মদ কিছু নাহি জানি
এই তো অমৃত সুধা দিয়েছে প্রেয়সী যাহা আনি

বাহ্যিক অভাব অনটনের সময় তো কায়দা কৌশল অনুযায়ী চেষ্টাচরিত্র করা হয়, মৌলিক বিজয়ের জন্য তাহা আরও বেশী করিয়া করা উচিত, এইজন্য যে, বাহিরের দুঃখকষ্ট ভিতরের প্রশান্তির কারণ হইয়া থাকে। বাহিরের সংকীর্ণতা অন্তরের উপস্থিতিকে কীভাবে বিশৃঙ্খল করিতে পারে? যে বিস্ময়কর অবস্থাসমূহ, সংকীর্ণতার পূর্বে, সুসময়ে প্রকাশিত হইতে থাকিত, তাহা সংকীর্ণতার সময় কেন প্রকাশিত হইবে না? সংকীর্ণতা কি কোন বিপদ নাকি? তাহা হইলে কি কেবল আরাম ও সুখের কালে মওলার সঙ্গে সম্পর্ক থাকিবে এবং অভাব অনটনের সময়ে সে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। বরঞ্চ

অভাব অনটনের সময়ে বাহিরে ও ভিতরে সম্পূর্ণরূপে হকতায়ালার প্রতি আন্তরিকতার সহিত নিবিষ্টচিত্ত হইতে হইবে এবং তাঁহাকে পাওয়ার পথ হইতে যেন কখনও প্রত্যাবর্তন না ঘটে।

তুমি নিজের সম্পর্কে কত সুন্দর অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছ। যদি পবিত্রতা অর্জনের যোগ্যতাকে ধূলিস্মাৎ করিয়া দিয়া এবং মনিমুক্তাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ মৃৎপাত্রের প্রতি আকৃষ্ট হও, তাহা হইলে সত্যিই তাহা পরিতাপের কথা। "অবশেষে আফসোস্ তাহার জন্য, যে আল্লাহর জিকির (স্মরণ) হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহারই জন্য দুঃখ ও পরিতাপ যে অন্যায় করে এবং সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়, আল্লাহর হক পালন করার প্রতি।"

মনে রাখিও, পার্থিব জগতে বিত্ত বৈভবের অভাব (পরকালে) হিসাব সহজ হওয়ার কারণ হয়। তুমি জীবিকার অভাব অনটন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ফজর নামাজের পর নির্ধারিত কিছু আয়াতশরীফ পাঠ করিবার অনুমতি চাহিয়াছ। এই অভাব হইতে অব্যাহতি লাভের ব্যাপারে তোমার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তাহা হইলে আর অসুবিধা কিসের, পড়িতে পার।

মোহাম্মদ সাদেকের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-১০

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, অগণিত দরূদ ও সালাম সমস্ত পয়গাম্বরগণের নেতা (সাইয়্যিদুল মুরসালীন) মোহাম্মদ স., তাঁহার পরিবার পরিজন ও সাহাবী সকলের উপর বর্ষিত হউক অনন্তকাল ব্যাপী।

সেই চিরন্তন সত্য ও পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার বান্দা (দাস) গণকে সহজ সরল পথে চলার জন্য উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন সকল প্রকার হীনতা ও সংকীর্ণতাকে তাহাদের অন্তর (সিনা) হইতে দূর করিয়া দেয় এবং কোন ধরনের সংকীর্ণতা ও নীচতা যেন কোন দিক হইতে তাহাদের অন্তরে কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকার মাধ্যমে যেন তাহাদের সবকিছু সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠে। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছার অনুকূলে বান্দার সম্মতি একীভূত হইয়া যেন তাঁহার অধীনে ন্যস্ত থাকে। নিজেকে

এমনভাবে তাঁহার অধীনে ন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে সমস্ত পৃথিবীও যদি কোন বান্দার প্রতি বিমুখ হইয়া যায় কিংবা সে যদি কোন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও পতিত হয়, তবু তাহার মধ্যে যেন কোন অসন্তোষের সৃষ্টি না হয় এবং এইসব বিষয়কে যেন সে মূল্যবান ও পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করে। সাময়িকভাবে আপতিত এই সমস্ত অবস্থাকে সে যেন খুশীর সহিত গ্রহণ করে, এমনকি যে সমস্ত বিপদ আপদের সম্মুখীন তাহাকে হইতে হয়, সেগুলিকেও যেন সে আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের (নিয়ামতের) অংশ হিসাবে গণ্য করে এবং তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যখন আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি (আরিফ কামিল) এই মহৎ কারামত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া যায় তখন আল্লাহ্তায়ালার হেদায়েত দ্বারা সত্যপথ প্রাপ্ত হয়। (সিরাতে মুসতাকীম) ও তদ্সংক্রান্ত মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা এই সত্য পথ প্রাপ্তির পরিচায়ক। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

'আল্লাহ্তায়ালা কাহাকেও সত্য পথে পরিচালিত করিতে চাহিলে ইসলামের জন্য তিনি তাহার হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন। তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ যেন আকাশে আরোহণের মত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।' ওয়াস্সালাম।

– সুরা আন্ আ'ম
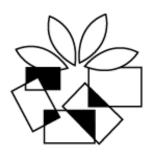
মীর মোহাম্মদ খাফীর নিকট
লিখিত। মকতুব নং- **১১**

অন্তর হইতেছে সেই মহান মালিক আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দৃষ্টিপাতের স্থান। মনকে সদাসর্বদা পবিত্র রাখা দরকার। আল্লাহ্পাকের অবলোকন স্থল অন্তরকে সৃষ্টিসমূহের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী ও সুশোভিত সৌন্দর্যসমূহের পরিপূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করা হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়। অন্তরের পবিত্রতা আল্লাহ্তায়ালাকে স্মরণ করার (জিকিরের) সহিত সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং তাঁহার স্মরণ ও চিন্তাভাবনার মধ্যে নিজেকে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখিবে আর অন্তর্নিহিত সবককে (পাঠকে) অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যবান বলিয়া জানিবে। প্রকৃত অস্তিত্বহীনতার গুণে গুণান্বিত

হইয়া আল্লাহর প্রতি অটল আন্তরিক মনোযোগ (তাওয়াজ্জোহ) প্রদানকে সুখদ ও তৃপ্তিদায়ক অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিবে। আর সেই সুমহান সমুচ্চ রাজাধিরাজের দরবারের সহিত নিজের সুদৃঢ় সম্পর্ককে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হিসাবে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে।

নিখাদ প্রেমের বৃত্তে আছে শুধু
আল্লাহর ভালবাসা,
তাহার বাহিরে আছে যাহা কিছু আর
যদি হয় তাহা মধুমাখা–তথাপি লালসা
এবং অনিষ্টের সমূহ কারণ
আর ক্ষতির আধার।

শায়েখ আসাদউল্লাহ্ আফগানীর নিকট লিখিত। মকতুব নং-১২

(এই মকতুবে আটটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, যাহার মধ্যে কেবলমাত্র তিন নম্বর প্রশ্নের জবাব উর্দুতে অনুবাদ করা হইয়াছে)।

তুমি জানিতে চাহিয়াছ যে, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড (কারামত) উত্তম নাকি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করা উত্তম? যদি পরিচিতি লাভ করা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে পাপী ও দুশ্চরিত্র (ফাসেক ও ফাজের) শ্রেণীর মানুষও কোন কোন সময়ে পরিচিতি বিষয়ক কথাবার্তা বলে, কিন্তু অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় না।

ইহার জবাবে জানান হইতেছে, আল্লাহ্তায়ালার পরিচিতি কারামত বা অলৌকিক কার্যকলাপ ও সৃষ্ট বস্তুসমূহ সম্পর্কে অন্তরে প্রকাশিত অদৃশ্যের প্রকাশ (গায়েবী কাশফ) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেন? তাহা এই কারণে যে, পরিচিতি হইতেছে আল্লাহ্তায়ালার অভিন্ন ও মৌলিক সত্তার রহস্য এবং স্রষ্টার গুণাবলীর প্রকাশ, পক্ষান্তরে কারামত হইতেছে সৃষ্ট জীব বা বস্তুসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন অবস্থার প্রকাশ। এখন ভাবিয়া দেখ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যতখানি প্রভেদ বিরাজমান, পরিচিতি ও কারামত বা অলৌকিকতার মধ্যেও ঠিক ততখানি প্রভেদ বিদ্যমান। প্রথমটি অর্থাৎ পরিচিতি সংক্রান্ত বিষয় খোদ স্রষ্টার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কারামতের সম্পর্ক শুধু সৃষ্ট বস্তুর সহিত। ইহা ছাড়াও সঠিক পরিচিতি প্রাপ্তির জ্ঞান পরিপূর্ণ ইমানের অন্তর্ভুক্ত ও বলিষ্ঠ ইমানের ভিত্তিস্বরূপ– কিন্তু অলৌকিকতা বা কারামতের সে ক্ষমতা নাই এবং কোন পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষের সহিত কারামতের কোন সম্পর্ক নাই।

অবশ্য আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সফলতার অধিকারী কোন কোন কামেল ব্যক্তিত্ব, অলৌকিক ক্ষমতা বা কারামতেরও অধিকারী হইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব থাকে আল্লাহর সেই পরিচিতি অর্জনের দিকে, যাহার মূল ভিত্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কারামত বা কাশফের মাধ্যমে উদঘাটিত অলৌকিক কোনকিছুর প্রতি তাঁহাদের কোন বিশেষ আকর্ষণ থাকে না। কারামত যদি আল্লাহ্তায়ালার পরিচিতি অর্জন করা অপেক্ষা উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা হইলে ফকির দরবেশগণের তুলনায় (আল্লাহর পরিচিতি সম্পর্কে যাঁহাদের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়, যাঁহারা জনসমক্ষে কারামত প্রকাশের দিকে কোন মনোযোগ প্রদান করেন না, সেইসঙ্গে কাশফের মাধ্যমে সৃষ্ট জগতের সত্য বা রহস্য উদঘাটনের প্রতি মনোযোগী হওয়াকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি মনোযোগী হওয়ার তুলনায় যাঁহারা নিজেদের পতন ও পদস্খলন বলিয়া মনে করেন) যোগী ও ব্রাহ্মণগণ (যাহারা যোগসাধনার বলে কিছু অলৌকিক কার্যকলাপ প্রকাশে সক্ষম) উৎকৃষ্ট হইত। তুমি অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে এক আশ্চর্য প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছ– মনে রাখিও, অলৌকিকতা বা কারামত কখনও এলাহীর (আল্লাহ্তায়ালার) নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে কোন দলিল বা প্রমাণ হইতে পারে না। কারামত বা এই জাতীয় কোন কর্ম বাতিল সম্প্রদায়ও অর্জন করিতে পারে– যাহার সম্পর্ক কেবল কঠোর পরিশ্রম, ক্ষুধা ও যোগসাধনার সহিত– নৈকট্য ও মারেফত বা আল্লাহ্ পরিচিতির সহিত তাহার আবার সম্পর্ক কি? যাহারা অলৌকিকতা বা কারামতের অনুসন্ধানকারী হইয়া থাকে তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুর অনুসন্ধানে লিপ্ত ও আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং আল্লাহ্পাকের পরিচিতি (মারেফত) ও তাঁহার নৈকট্য প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়।

ধোঁকাবাজ শয়তান জানে শত শত ভেল্কিবাজী
অভিশপ্ত ইবলিস জানে বিভ্রান্তির কারামত–
বাসগৃহে বেড়ে উঠে বহুবিধ আগাছা জঞ্জাল
মানব মনেও জন্মে তেমনি কত আগাছা বেদাত–
তাই বলে কারামত দেখালে যে হবে খোদাভক্ত
এমন বিশ্বাস নহে তার আলামত কিংবা সত্য।
খাঁটি কারামত আছে আল্লাহর এবাদত মাঝে
নিজেকে বিলীন করে সত্যপথে থেকে সব কাজে।
বাকী সব প্রবঞ্চনা ও ধোঁকার আশ্রয়ে লালিত
লালসার সীমাহীন প্রলোভনে মোহ-আচ্ছাদিত।

মানুষ যখন পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে তখন সে অস্তিত্বহীনতা ও সত্তার বিলোপ সাধন করিতে সমর্থ হয়। এবাদত ও আনুগত্য, আধ্যাত্মিক পথে পরিভ্রমণ ও তজ্জনিত সমস্ত পরিশ্রম ও সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতেছে যে, মানুষ যেন তাহার অস্তিত্ব হীনতা ও সত্তার লয় সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে। সেইসঙ্গে ইহাও যেন জানা থাকে যে, অস্তিত্ব তাহার সকল উপাদানের সঙ্গে আসলে চিরস্থায়ীত্বের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

যখন কেহ মনে করে যে, কারামত প্রকাশের মাধ্যমে সে জনসাধারণকে তাহার অনুসারী করিয়া লইবে, নিঃসন্দেহে তাহার জন্য তাহা আত্মগর্ব ও অহংকার হিসাবে পরিগণিত হইবে। এই ধরনের ব্যক্তি বেদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথে অমনোযোগী ও অকৃতকার্য থাকিয়া যাইবে এবং তাহার জন্য মারেফতের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের কাহারও ক্ষেত্রে যেন কখনও এইরূপ না হয় সেজন্য আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট পানাহ্ (আশ্রয়) প্রার্থনা করিতেছি।

শাইখুল ইসলাম হরবী কুদ্দিসা সিররূহু বলিয়াছেন, অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও জনাবে কুদ্দুস (আল্লাহ্‌তায়ালা) সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে দুনিয়াদারীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে। আকৃতিগত আত্মিক দর্শন (কাশফে সুর) ও গায়েবের (অদৃশ্যের) খবরাখবর তাহাদের নিকট খুব প্রিয়। আকৃতিগত আত্মিকদর্শনধারীদিগকে তাহারা অলিআল্লাহ ও ঘনিষ্ঠ আপনজন বলিয়া বিবেচনা করে এবং মূলতত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পরিচিতির প্রকৃত সত্য যাঁহাদের আধ্যাত্মিকদর্শন দ্বারা উদঘাটিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের প্রতি উহারা বিমুখ ও বিরূপ থাকে। যাঁহারা সত্যের বাহক হইয়া চিরকালীন সত্যের পক্ষ হইতে যে সমস্ত সংবাদ প্রদান করেন, তাহারা তাহা বিশ্বাস করে না অথবা ঐ সকল সংবাদের উপর কোন ভরসা রাখে না। উপরন্তু ইহার বিরোধিতা করিয়া তাহারা বলিয়া থাকে, সত্যি সত্যি তাহারা যদি সত্যের বাহক হইত, তাহা হইলে এই সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে কেন তাহারা খবরাখবর প্রদান করে না এবং তাহারা যখন বিশ্ব সংসারের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে সত্য উদঘাটনের ব্যাপারে সক্ষম নয়, সেক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা উচ্চ মার্গের আত্মিক দর্শন ও মূল সত্য প্রকাশের ব্যাপারে তাহারা কেমন করিয়া ক্ষমতাশালী হইতে পারে এবং তদপেক্ষা উচ্চাসনে থাকিয়া কীভাবে আল্লাহর মারেফত (পরিচিতি) সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে?

এই সমস্ত অজ্ঞ ও মূর্খের দল বোঝে না যে, এই ধরনের মহান সত্যের বাহকগণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের পরিচালনার জন্য যে বন্দোবস্ত এবং সূক্ষ্ম ও গভীর মর্যাদাবোধ রাখিয়াছেন, তাহার কারণে (সত্যের বাহকদের) পার্থিব সৃষ্টির ব্যাপারে (কাশফের মাধ্যমে) কোন অদৃশ্য সত্য উদঘাটিত বা রহস্য প্রকাশের পিছনে লাগিয়া থাকার মত কোন সুযোগ তাঁহাদের ঘটে না এবং আল্লাহ্

ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি বাসনার কল্পনাও তাঁহারা করেন না। জাগতিক অবস্থাসমূহের প্রতি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহা প্রকাশের প্রতি আসক্ত থাকিলে, উচ্চ মরতবার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন তাহা অর্জিত হইতে পারে না। সত্যের বাহকগণ যেমন জাগতিক ব্যাপারে উপযুক্ত নহেন, তেমনি কেবল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারীগণও সত্যের জন্য উপযুক্ত নহে। কিন্তু সত্যের বাহক হিসাবে যাঁহারা উপযুক্ত যোগ্যতার অধিকারী তাঁহারা যদি আকৃতিগত আত্মিক দর্শনের প্রতি সামান্যতম মনোযোগও প্রদান করেন, তাহা হইলে অন্য যেকোন জন অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইতে পারেন। যেহেতু বাহ্যিক ধোপ-দুরস্তি ও সাধনাকারীগণের যে কোন বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট মূল্যহীন, সেইজন্য বিভ্রান্ত মুসলমান, ইহুদী, নাসারা ও অন্যান্যগণ এই কাজে মিলিত হয়। আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণের নিকট ইহার কোন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব নাই। (এই পর্যন্ত শাইখুল ইসলাম হরবী র. এর বাণীর সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা হইয়াছে।)

তবে হ্যাঁ, কোন কোন আউলিয়াকে ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগিতার গুরুত্ব অনুযায়ী গুপ্ত রহস্যাবলী উন্মোচনের কারামত প্রকাশের ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। অতি বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে, কারামতের সহিত আল্লাহর জ্ঞান ও পরিচিতির সম্পর্ক হিসাবে তুমি কি এমন ধারণা করিয়া রাখিয়াছ যে এই ধরনের অবান্তর অর্থহীন প্রশ্ন করিয়াছ? আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে কোন অযোগ্য ব্যক্তি কিছু বলিলেও তো তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ের মাহাত্ম্যে কোন ক্ষতি সাধিত হইবে না। ইহা এই ধরনের কোন ঘটনার মত যেমন, কেহ যদি বহু মূল্যবান মনিমুক্তা ভক্ষণ করিয়া নিজেই নিজের পীড়াদায়ক অবস্থার শিকারে পতিত হয়, তাহাতে সেই মূল্যবান মনিমুক্তার কোন বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয় না কিংবা তাহার রূপ ও মূল্য কমিয়া যায় না। সুতরাং এই সম্পর্কে বলা ও লেখা খণ্ডিত হইয়া গেল যে, আল্লাহর পরিচিতি সম্পর্কে চরিত্রহীন লোকেরাও তো বর্ণনা করিতে পারে, যাহা কারামত বা অলৌকিকতার ক্ষেত্রে সম্ভব নহে।

এইসঙ্গে আমি আরও বলিতেছি যে, এই বিষয়টি একটি সাধারণ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। কারামতের মধ্যেও হক ও বাতিলের (সত্য ও মিথ্যার) অনুসারী রহিয়াছে। সুতরাং ইহা বলা সঙ্গত নহে যে কারামত এই ধরনের নহে। এই প্রসঙ্গে আমি আরও জানাইতেছি যে, আল্লাহর পরিচয় ও রহস্যাবৃত দর্শন, আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে, কাশফের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া থাকে– যাহার জন্য দরবেশ সাধকগণ প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। যদি কোন ভণ্ড, প্রকৃত আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থার যোগ্যতা বলে নয়, কেবল উহার অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে বর্ণনা করে, সেক্ষেত্রে তাহা এই আলোচ্য বিষয়ের গণ্ডীবহির্ভূত বলিয়া

বিবেচিত হইবে। যদি বলা হয় যে, অনেক প্রতারক তাহার আধ্যাত্মিক দর্শন (কাশফ) ও অবস্থাকে আল্লাহর পরিচিতি (মারেফাত) বলিয়া নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহার জবাবে বলিতেছি, কোথায় হইতে কীভাবে জানা গিয়াছে যে, যে সমস্ত মারেফাতের কথা মিথ্যাবাদীরা বর্ণনা করে সেইগুলিই আল্লাহর পরিচিতি বা মারেফাত?

শয়তানের দুরভিসন্ধিমূলক ক্রিয়াকাণ্ড তোমার আমার বোধগম্য সীমানার অনেক বাহিরে থাকে। শয়তানের কাজ-কর্মের ব্যাপারে একজন আর কতটুকুই বা বুঝিতে পারে যে, শয়তান কোন কোন পথ ধরিয়া লোকজনের নিকট আসিয়া হাজির হয় এবং নানা ছল চাতুরির মাধ্যমে মিথ্যাকে সত্যের সহিত যুক্ত করিয়া মানুষের নিকট পেশ করে এবং যাহা সত্য নয় তাহাকে সত্য বলিয়া প্রকাশিত করে।

মোহাম্মদ মুকীম কাসুরীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং–১৩

বিসমিল্লাহি ওয়াস্ সালামুন আ'লা রাসুলাল্লাহ– শুরু করিতেছি আল্লাহর নামে, সালাম জানাইতেছি আল্লাহর রসুলের প্রতি।

তোমার পত্র পাইয়াছি, যাহা আমাকে সন্তুষ্ট করার সঙ্গে সময়কেও আনন্দিত করিয়াছে। আশা করি বহুদূরে পড়িয়া থাকা এই নগণ্য ফকিরকে মাঝে মাঝে এইভাবে স্মরণ করিবে। আরবী ও ফারসীতে লেখা যে কবিতাগুলি তুমি পাঠাইয়াছ তাহা আমি পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। সেগুলি খুব সুন্দর এবং উচ্চ শ্রেণীর কবিতার মত হইয়াছে। তোমার এই বিশেষত্ব সম্পর্কে পূর্বে আমার জানা ছিল না। আল্লাহ তোমার এই জ্ঞানের উৎকর্ষতাকে যেন আরও বাড়াইয়া দেন।

বল, হে আমার প্রতিপালক (রব) আমাকে অধিক জ্ঞান (ইলম) দান কর।' (আল কোরআন)।

কিন্তু কবিতার মধ্যে আরবী ভাষার রীতিনীতি ও শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। যে পর্যন্ত না সে বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিতেছ সে পর্যন্ত আরবীতে কবিতা লেখা কী জরুরী বলিয়া মনে কর?

দেখ, কবিতাই হোক বা ঐ ধরনের 'বাহ্যিক উৎকর্ষতা বিশিষ্ট' অন্য কিছুই হোক তাহা যতই উচ্চস্তরে উপনীত হোকনা কেন, বাহ্যিক আকার-আকৃতির মধ্যেই তাহার ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ থাকিবে– ভিতরের আসল তাৎপর্যের কাছে এই ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের কোন সমাদর নাই।

যতই সাজাও তুমি শব্দের চাতুর্য
ও চৌকষ পংক্তিমালা কবিতার দেহে
নিহিত ভাবার্থ ও মৌলিক তাৎপর্য
ছাড়া মূল্যহীন হবে তাহা নিঃসন্দেহে।

চেষ্টা কর, যাহাতে প্রকৃত তাৎপর্য পুরাপুরিভাবে আহরণ করিতে পার। প্রকৃত তাৎপর্য অর্জন করার পর শব্দসমূহের মধ্যে মশগুল থাকিলে আর কোন ক্ষতির কারণ থাকে না।

ধর্মভীরু মুক্তপ্রাণ মহৎ সজ্জন
তাহাদের কর্মধারা করহে গ্রহণ।

কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে শব্দাবলীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়া অন্তঃসারশূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবল শব্দ ও শ্রুতি দ্বারা কোন কাজের কাজ হয় না।
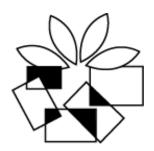
জানাঁ বেগমের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–১৪

আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ-কর্ম কখনও দূরদর্শিতা ও বিজ্ঞতা হইতে শূন্য থাকে না। সেই চিরসুন্দর অধিপতির নিকট হইতে যাহা কিছু আসে, সবই মনোমুগ্ধকর ও আনন্দদায়ক।

বিষের শরবত না তিক্ত মদ কিছু নাহি জানি।
এইতো অমৃত-সুধা দিয়েছে প্রেয়সী যাহা আনি।

বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট সবকিছু সেই বন্ধুর তরফ হইতে চাবুকের আঘাত– যাহা তাহার প্রিয়জনকে কেবল আল্লাহ ছাড়া অন্য সমস্ত কিছুর বন্ধুত্ব ও আকর্ষণ হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং একমাত্র সেই বন্ধুর প্রতি পথের দিক নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকে। বিপদ-আপদ হইতেছে সেই বন্ধুর পাতিয়া রাখা ফাঁদ মাত্র, যাহা তাঁহার প্রিয়জনের প্রতিটি শিরা-উপশিরার মধ্যে আবর্তিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাহাকে সেই পরম বন্ধুর দিকে প্রধাবিত করে।

আমি তো নিজের ইচ্ছায় যাই না
তার পেছনে পেছনে,
টেনে নিয়ে যায় সে আমাকে
প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে–
কারণ আমি আটকা পড়ে গেছি
তার অনন্য চুলের মুক্ত ফাঁদে,
সেই ফাঁদ টেনে নিয়ে যায় ক্রমাগত
কোন্ সুদূরের চাঁদে।

হ্যাঁ, আসলে প্রকৃত মূল হইতেই সব কিছু পরিচালিত হওয়া দরকার– শাখা প্রশাখা দ্বারা যাহা কিছু সংযুক্ত তাহা কেবল মূল হইতেই উদগত ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। তাই বলিয়া শাখা–প্রশাখা কখনও কোন বিষয়ে নিজস্ব স্বকীয়তার অধিকারী হইতে পারে না। এই যে প্রেম ও ভালবাসা (ইশক ও মহব্বত), যাহা সেই মূলেরই শাখা বিশেষ, তাহাও সেই প্রকৃত বন্ধুর তরফ হইতেই আসে এবং তাহা তাঁহারই দান বিশেষ।

যে গভীর ভালবাসা প্রেমিকের কাছ হতে আসে
সে তো তার অসীম দয়ার দান
প্রেমের ধারায় যদি কাটে কভু দিন দুঃখ-ক্লেশে
তথাপি রহিব আমি এমনি অম্লান।

বন্ধুর প্রেম যদিও কোন দাবীর মুখাপেক্ষী নয় এবং তাহা সবকিছু হইতে মুক্ত ও বেপরোয়া, তবু গভীরভাবে যদি চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে, এই প্রেম ও ভালবাসা উভয় পক্ষ হইতেই হইয়া থাকে– প্রেমিক বন্ধুর অভিলাষ তখন অপর পক্ষের প্রেমযাচিত প্রিয়ার মতই হইয়া পড়ে। জনৈক কবি কী সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করিয়াছেন ঃ-

আহা আশেক তো চায় সদা মাশুকের সঙ্গ
কাছে থেকে দেখিতে সে চায় রূপ-অপরূপ;
মাশুক যে চায় তারে আরও গভীর-গোপনে
জানে না আশেক তাহা, রয় শুধু নির্বাক-নিশ্চুপ।

কিন্তু প্রেমিকের সেই প্রেম কেবল মধুর প্রেমের অবগাহনে ভরা, গোপন প্রেমের আস্বাদে পরিপূর্ণ।

প্রেমময় প্রেমিকের প্রেমের আগুনে
অহরহ থাকে যে জ্বলিতে প্রিয়া,
বলিতে পারে না কিছু লজ্জার কারণে
পারে না খুলিতে মুখ বলিব বলিয়া।

টীকাঃ জানাঁ বেগম ছিলেন আবদার রহীম খানখাঁনাঁ সাহেবের দুহিতা। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা ও ধর্মীয় পরিপূর্ণতার এমন উচ্চস্থানে তিনি পৌঁছিয়াছিলেন, যেখানে অনেক পুরুষের পক্ষেও পৌঁছান সম্ভব নয়। বাদশাহ আকবর নিজ পুত্র দানিয়ালের সহিত তাঁহার (জাঁনাঁ বেগমের) বিবাহ দিয়াছিলেন। গুজরাটে দানিয়ালের ইন্তেকালের পর তিনি বিধবা হইয়া পড়েন। বিধবা অবস্থায় তিনি হজ্ব ও জিয়ারত সম্পন্ন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কোরআন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা (তফসীর) লিখিয়া গিয়াছেন। ফারসী ভাষায় তিনি একজন ভাল কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে একটি হইতেছে ঃ–

কেমনে রাখিবে প্রেমিকা তাহার
ভালবাসা সঙ্গোপনে
নয়নের ধারা ঝরে যে বাহিরে
লোকজন নাহি মানে।

জাঁনাঁ বেগম ১০৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (নুযহাতুল খাওয়াতির, পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

দিল্লীর সৈয়দ জহুরুল হোসেন রচিত মুহজারাতে তাইমুরীয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ৬ ও ৭ পৃষ্ঠায় জানাঁ বেগম সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লেখা রহিয়াছে। তাহা হইতে এখানে তিন-চার লাইন উল্লেখ করা হইলঃ–

জানাঁ বেগম তাঁহার পিতামাতার একমাত্র কন্যা সন্তান। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জনশ্রুতি বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রাকৃতিক ও মৌলিক জ্ঞানের বিষয়গুলির প্রতি তাহার প্রবল আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল এবং সেই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি মগ্ন ও মশগুল থাকিয়া নিজ জীবনযাপন করিতে ভালবাসিতেন। কোন ঐশী শক্তি যেন তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক জ্ঞানসমূহের ভাণ্ডার স্তরে স্তরে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার মৌলিক জ্ঞানসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার প্রকাশ করিবার মানসে তিনি কুরআন মাজিদের একটি পূর্ণাঙ্গ তফসীর (ব্যাখ্যা) লিখিয়া গিয়াছেন।

আশেকানের ইশকও সমস্ত কিছু হইতে মুখাপেক্ষীহীন ও বেপরোয়া এবং আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া থাকে।

প্রিয়ার হিয়ার মাঝে গোপনে লুকানো থাকে
আমরণ প্রেমের বৈশাখী ঝড়,
আর প্রেমিকের প্রেম-উন্মত্ত মত্ততা থেকে
জেনে যায় সবে প্রেমের খবর।
প্রেমের কারণে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ে
প্রেমিকের দেহ তনুমন—
আর প্রেমের সায়রে নিভৃতে সাঁতার কেটে
ফুটে উঠে প্রিয়া ফুলের মতন।

খাজা মোহাম্মদ ফারুকের নিকট
লিখিত। মকতুব নং– ১৫

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন আ'লা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তাফা– যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

প্রেমিকের কথা যতকিছু বলি
বলার হয়না শেষ
শুনিতে শুনিতে সে কথা শোনার
কাটিতে চাহেনা রেশ।

হে ভ্রাতঃ, আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য যে পূর্ণতা তাহা শরীয়তের অবয়ব ও আকৃতির ফল। আর নবুয়তের জন্য যে পূর্ণতা তাহা পরিণামে শরীয়তের মূল তত্ত্বের নির্যাস। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যের পূর্ণতা ও নবুয়তের পূর্ণতা প্রাপ্তগণের মধ্যে এমন কোন পূর্ণতাপ্রাপ্তির অধিকারী নাই, যে শরীয়তের বৃত্তের বাহিরে এবং শরীয়ত হইতে অমুখাপেক্ষী থাকিতে পারে। ওয়াস্সালাম।

মাওলানা হোসেন আলীর নিকট
লিখিত । মকতুব নং– ১৬

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

যেহেতু এই সাময়িক অবস্থান স্থল দুনিয়া হইতেছে কাজ করিবার স্থান, যাহার প্রতিফল সম্মুখে আগত আখেরাতে (পরকালে) পাওয়া যাইবে, সেইজন্য সেখানে যাহাতে চিরস্থায়ী বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা হইতে পারে, সেই ধরনের কাজের মধ্যে নিজেকে সবসময় উৎসাহী ও আগ্রহী রাখিতে হইবে। যে ধর্মীয় পদ্ধতি, রীতিনীতি ও আচার-আচরণের জন্য আদেশ করা হইয়াছে দ্বিধাহীনচিত্তে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। আদেশসমূহ বাস্তবায়িত (আমল) করিবার সময় কোন পারিশ্রমিক চাহিলে এবং প্রতিদানের আশায় নিজেকে জড়াইয়া রাখিলে, পুরস্কার প্রাপ্তির পথ হইতেই নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখা হয়। প্রকৃত চিরস্থায়ী আবাস আখেরাত সম্মুখে আগত।

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত সাক্ষাতের আশা পোষণ করে, আল্লাহর সেই সাক্ষাতের কাল সম্মুখে আগত।'

এই স্থান (অর্থাৎ দুনিয়া) হইতেছে নিজ আশা-আকাঙ্খার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবার স্থান– যে আশা-আকাঙ্খা অন্তরের গভীর হইতে ভালবাসার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং তাহা ঈপ্সিত আকাঙ্খার মধ্যে ডুবিয়া থাকা অপেক্ষা উত্তম। তাহা এইজন্য উত্তম যে, প্রথমটি অর্থাৎ আকাঙ্খিত বস্তুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা উত্তম আমল হিসাবে পরিগণিত হয় এবং উন্নতির বিষয়বস্তু হইয়া থাকে। অপরটি হইতেছে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ব্যাপার– যাহার ওয়াদা পরকালের জন্য করা হইয়াছে। তবে অনুসন্ধানরত আগ্রহী প্রেমিকগণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য (কখনও কখনও) বর্ণিত প্রতিজ্ঞার (ওয়াদার) কিছু নমুনা এবং তাহার ছায়া দেখাইয়া (এখানেও) আরাম প্রদান করা হয়। কোন কোন প্রেমিকের ভাগ্যে আবার সেই আরামটুকুও জোটে না যদিও তাহা কৃত প্রতিজ্ঞাসমূহের ব্যাপারে কোন ক্ষতির কারণ হয় না।

টীকাঃ মওলানা হোসেন আলী র. ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর অন্যতম খলিফা।

সুলতান মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর
এর নিকট লিখিত মকতুব নং–১৭

বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম– পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি। আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন আ'লা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তুফা– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

অতি নগণ্য এই অধম তাহার আরজ পেশ করিয়া জানাইতেছে, অত্যন্ত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কাজের জন্য সাহসের সঙ্গে নিজেকে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক রাখিয়াছে এবং এই সিলসিলার সফরে কঠিন ও কষ্টকর পথসমূহ– প্রকৃতপক্ষে যাহা অন্তহীন প্রাচুর্যের উৎস ও উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণের নিমিত্ত (অসিলা) স্বরূপ– অতিশয় উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। আল্লাহর রসূল স. এরশাদ করিয়াছেন, "জান্নাতের মধ্যে একশত রকমের শ্রেণীবিন্যাস রহিয়াছে এবং তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের জান্নাতের অধিকারী হইবে যাহারা আল্লাহর রাস্তায় অকপটে সাহায্য করিয়াছে। আর এইসব জান্নাতের ক্রম অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর জান্নাতের মধ্যে এমন ব্যবধান বিরাজমান, যেমন ব্যবধান রহিয়াছে আসমানের সহিত জমিনের" (বোখারী)।

হজরত আবু হোরায়রা রা. এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, রসুলুল্লাহ স. বলিয়াছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় একটি মুহূর্তের জন্য অবস্থান করা মক্কা মোকাররমায় হাজরে আসওয়াদের নিকট শব-ই-কদরের মধ্যে অবস্থান (কিয়াম) করা অপেক্ষা উত্তম (বায়হাকি ও ইবন হাব্বান ফি সাহীহিহী)।' এই হাদিসের প্রেক্ষিতে অভিজ্ঞ আলেম-ওলামাগণ বলিয়াছেন, এই হিসাব অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় এক মুহূর্তের জন্য অবস্থান করা, একাধিক্রমে দশ কোটি মাস অবস্থান করা হইতে উত্তম– ইহা এইজন্য যে, মক্কাশরীফে শবে-কদরের জন্য অবস্থান (কিয়াম) করা (কমপক্ষে) দশ কোটি মাসব্যাপী অবস্থান করার সমান।

হজরত আনাস রা. বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলেপাক স. বলিয়াছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন রাত্রিতে পাহারা দেওয়ার (চৌকিদারী) কাজে রত থাকে (মুসলমানদের হেফাজত করার কাজে), তাহা হইলে সেই (সুরক্ষিত)

এলাকার যত লোক (শান্তির সহিত নির্ভয়ে) রোজা রাখে এবং নামাজ পড়িতে পারে, তাহাদের সকলের সমান প্রতিফল সে একাই লাভ করিবে।' (তাবরানী)। বিশেষজ্ঞ ওলামাগণ বলিয়াছেন, বর্ণিত হাদিসটি হইতেছে এই বিষয় সম্পর্কে এমন একটি দলিল যে, কোন শাসনকর্তার আমলনামাতেও আল্লাহ্তায়ালা এইসব সুন্দর সুন্দর আমলের (কাজের) অনুরূপ আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া দেন, যদি তাহার এলাকার লোকজনের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সে ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিতে পারে। এই বিরাট অনুগ্রহ কতইনা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও মহিমান্বিত। আফসোস যে, বহুদূরে পড়িয়া থাকা এই লেখক এই ধরনের উত্তম আনন্দদায়ক নিয়ামত হইতে বাহ্যিকভাবে বঞ্চিত। আবার কেহ কেহ নানা বাধা নিষেধের ওজর-আপত্তি তুলিয়া আল্লাহর রাস্তায় এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ ও পরিশ্রম করা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

"আহা! আমি যদি উহাদের সহিত থাকিতে পারিতাম এবং বড় ধরনের কোন সাফল্যে কৃতকার্য হইতে পারিতাম।" কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক হইতে আপনার সঙ্গেই আছি এবং দোয়া ও তাওয়াজ্জোহ (মনোযোগ) প্রদানের পথে সহায়ক ও সাহায্যকারী বলিয়া মনে করিবেন। আমার মত ফকিরদের সহায়-সম্পত্তি বলিতে দোয়া আর তাওয়াজ্জোহ প্রদান করা– এইটুকুই পুঁজি। নির্জনবাসী ফকিরগণ যদি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় রত থাকে এবং চিল্লা (একাধিক্রমে চল্লিশ দিন অথবা তাহারও অধিক সময়ব্যাপী আধ্যাত্মিক সাধনা) দ্বারা পরিশোধনের চেষ্টা করে তবু তাহারা এই প্রকার নেক আমলের (সৎ কাজের) ধারেকাছেও পৌঁছাইতে পারে না (যাহা আপনি পালন করিতেছেন)। ধর্মের পথে, সকলের মধ্যে থাকিয়া, আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে আনুগত্যে ও অনুসরণে যে সাফল্য পাওয়া যায় তাহার গুরুত্ব ও মর্যাদা, নির্জনবাসে থাকিয়া যে আনুগত্য অর্জন করা যায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। এই রাস্তার তসবীহতে অন্যান্য পথের তুলনায় ভিন্ন রকমের পুরস্কার রহিয়াছে। এখানকার নামাজও আলাদা মর্যাদার দাবীদার। এই পথে মিত্রতা ও শত্রুতা বুজর্গের মাহাত্ম্য রাখে। এই পথে অবস্থানের সময়ে যদি কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে সেক্ষেত্রেও তাহার জন্য ভিন্ন ধরনের প্রতিদান রহিয়াছে।

আল্লাহর রসূল স. বলিয়াছেন, "ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহর রাস্তায় অধিক সংগ্রাম (জেহাদ) করে এবং অধিক স্মরণ (জিকির) করে আল্লাহকে; বিনিময়ে প্রতিটি কলেমার জন্য সে পাইবে ৭০ হাজার উত্তম পুরস্কার (সওয়াব)।" (তিবরানী)। তিনি স. আরও বলিয়াছেন, "সীমান্তে পাহারারত অবস্থায় এক রাকাত নামাজ (অন্য সময়ে) বিশ লক্ষ রাকাত নামাজের সমান" (সংক্ষিপ্ত) রসুল

স. ইহাও বলিয়াছেন, "এই রাস্তায় একটি দিনার অথবা একটি দিরহাম ব্যয় করা, অন্যান্য সৎপথে ৭ (সাত) শত দিনার অথবা দিরহাম ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম।" (সংক্ষিপ্ত)। রসূলে মকবুল স. এই বিষয়ে আরও বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ধর্মযুদ্ধে (জেহাদে) অংশ গ্রহণ করিয়া গাজী হিসাবে জীবনযাপন করিয়াছে এবং ক্রীতদাসকে মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে– আল্লাহতায়ালা তাহাকে সেইদিন নিজের ছায়ার মধ্যে আশ্রয় দান করিবেন, যেদিন কেবলমাত্র তাঁহার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না" (আহমদ ও বায়হাকী) তিনি স. আরও বলিয়াছেন, "আল্লাহর রাস্তায় থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি একদিন অথবা একদিনের কম, এমনকি অল্প সময়ের জন্যও অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার আমলনামায় লেখা হয় এমন ধরনের একলক্ষ গোলামকে আজাদ করিয়া দেওয়ার ছওয়াব (প্রতিদান), যাহার প্রতিটির মূল্য একলক্ষ দিরহাম।"

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আপনি যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজের দিকে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্বান্তকরণে সচেষ্ট থাকিয়া আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করারই কাজ।

ভোগবিলাস ও ইন্দ্রিয় সুখে রত প্রবৃত্তি (নফসে আম্মারা) অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা ও মুখে স্বীকার করা সত্ত্বেও, আপন অবিশ্বাস ও অস্বীকার (কুফর ও ইনকার) করার প্রতি অনমনীয় থাকে– যাহা আল্লাহর আদেশ-নিষেধসমূহের দিকে মনোযোগী হইতে দেয় না এবং তাঁহার নির্দেশাবলীর তাবেদারী করা হইতে মানুষকে বিরত রাখে। এই কুপ্রবৃত্তি চায় যে, সবকিছু যেন তাহার বশীভূত হইয়া যায় এবং তাহাকে যেন কাহারও নিকট অবনত না হইতে হয়। তাহার মধ্যে আমিত্বের বড়াই অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহার ভিতর হইতে, "আনা রাব্বাকুম", "আমিই তোমাদের রব" এই ধ্বনি বাহির হইতে থাকে। সুতরাং তাহার সহিত শত্রুতা রাখা অত্যন্ত মনঃপুত ও উত্তম স্বীকৃত কাজ। আর তাহার বিরোধীতা করা, শরীয়তের শীর্ষে থাকিয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদের (জেহাদে আকবরের) কাজ। দেশের শত্রুগণের সহিত ধর্মযুদ্ধ করার সুযোগ বা সময় হয়ত কখনও কখনও আসে কিন্তু ভিতরে অবস্থানকারী শত্রুর (কুপ্রবৃত্তির) সহিত সদাসর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হয়। আমাদের প্রতি সেই পরম করুণাময়ের অতিশয় মেহেরবানি যে, তাঁহার অনুগ্রহ (রহমত) দ্বারা পরিপূর্ণ ঈমান লাভ করার জন্য কেবল অন্তরের (কলবের) বিশ্বাসকেই যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রদান করিয়াছেন এবং আস্থাভাজন নফসকে (প্রবৃত্তিকে) কোন দুঃখকষ্ট প্রদান করেন নাই।

শুধু এইটুকু আশা
আমার চোখের পানি তোমার কাছে হে প্রভু
যেন মুক্তা হয়ে হয়গো কবুল–
ঝিনুকের সিক্ত বারিকে মুক্তায়
অভিষিক্ত করিতে তুমিতো কভু
কর নাক ভুল।

তবে হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত বুজর্গও আছেন, যাঁহার প্রবৃত্তি বিদ্রোহ ও অহমিকার সীমানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রশান্তিময় মনজিলে পৌঁছাইয়া যায়, আল্লাহর আদেশসমূহের প্রতি বাধ্য হইয়া যায় এবং তাহাতে কোন রকমের কোন বিরোধিতা করিবার মত সামর্থ্য বাকী থাকে না ও তাঁহার ইচ্ছাতেই সদা সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালার সম্বোধন ঃ

"হে প্রশান্তময় আত্মা (নফস), নিজ প্রতিপালকের পানে এমন অবস্থায় উপনীত হও যেন তুমি তাঁহার প্রতি এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন"– এই ধরনের কামেল লোকদের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা প্রবৃত্তিকে জয় করিতে পারে। ঈমানের পরিপূর্ণতা ও ইসলামের মূল তত্ত্ব এই অবস্থিতির মধ্যে উজ্জ্বল ও আলোকময় হইয়া উঠে এবং এই ধরনের ঈমান কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ও পতন হইতে সুরক্ষিত থাকে। পক্ষান্তরে মামুলি ধরনের ঈমান বিশৃঙ্খলা ও পতনের হাত হইতে সুরক্ষিত থাকে না। আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উম্মতের শিক্ষার জন্য, এইরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত ঈমান সম্পর্কে এই ভাষায় বলিয়াছেন–

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার নিকট হইতে এমন ঈমানের জন্য প্রার্থনা করিতেছি যাহার পরে আর আমি অবিশ্বাসী (কাফের) হইব না।"

আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র কালাম কোরআনের মধ্যে–"ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানু আমিনু"–"ওহে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, পুরাপুরি ঈমান আন"– এর মধ্যে এইরকম ঈমানের প্রতিই ঈঙ্গিত করা হইয়াছে। আর এই হাদিসশরীফের উদ্দেশ্যেও হইতেছে এই ধরনের ঈমানের জন্য–

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ সময় অবধি কিছুতেই মোমিন হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাহার অভিলাষ (খাহিশ্), আমি যে শরিয়ত লইয়া আসিয়াছি তাহার অনুগত হয়।"

সুফী তরিকার সর্বোত্তম ঈপ্সিত উদ্দেশ্য হইতেছে ইসলামের মূলসত্যকে (ইসলামে হাকীকীকে) গ্রহণ করা যাহা অবিনীত প্রবৃত্তির (নফসে আম্মারার) আনুগত্য হইতে মুক্ত থাকে। কিন্তু প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করার পূর্বে যে ইসলাম কেবল অন্তরের বিশ্বাস দ্বারা লাভ করা যায় তাহাকে ইসলামের প্রতিচ্ছবি বলা হয়। সুতরাং সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিগণের জন্য জরুরী

হইতেছে– আসল কাজের মাধ্যমে নগদ উপার্জন সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তাভাবনা করা। যে-কেহ এই আকাঙ্খিত সম্পদ অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহার জন্য সুসংবাদ– কেননা, তাহাকে সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য ছিল সে তাহা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ পাওয়ার যে অধিকার (হক) তাহার ছিল তাহাও সম্পূর্ণ হইয়াছে। যদি এই সম্পদ (মারেফত) পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে অবিরতভাবে তাহার অনুসন্ধানে থাকিতে হইবে এবং কোন স্থান হইতে তাহার খোশবু অনুভূতির মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলে তাহার তালাশ করতে হইবে।

সে যে আমায় চেনে ওগো, সব কিছু মোর জানে
কী করি আর কোথায় থাকি সব খবরই রাখে,
চেনে জানে বলে যে গো ভয় তো আমার সেইখানে
থাকত না যে দুঃখ কোন না চিনিলে এই আমাকে।

প্রারম্ভে এবং অবশেষে সালাম।

মোল্লা মোহাম্মদ আফজলের
নিকট লিখিত। মকতুব নং–১৮

শুরু করিতেছি সেই মহা মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্তায়ালার নামে এবং দরূদ ও সালাম রসুলুল্লাহ স. এর উপর ও তাঁহার পরিবার পরিজন সকলের উপর।

একটি হাদিসে আছে– “কবর হইতেছে জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান।” কবর যে জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়, (বাহ্যিকভাবে) তাহার অর্থ হইতেছে, কবর ও জান্নাতের মধ্যে স্থান ও কালের যে ব্যবধান থাকে তাহা ঘুচিয়ে যায় এবং কবর ও জান্নাতের মাঝে কোন পর্দা অবশিষ্ট থাকে না। তখন কবরের মাটির সহিত জান্নাত বিলীন (ফানা) হওয়ার পর স্থায়িত্বের (বাকার) সম্পর্ক রচিত হয়। ভাল করিয়া চিন্তা কর– ইহাই হইতেছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত এই হাদিসের অর্থঃ “আমার কবর ও (মিম্বারের) মধ্যবর্তীস্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান।”

টীকাঃ শায়েখ বদরুদ্দীন সেরহিন্দী র. যিনি ‘হজরত আল-কুদস’ গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার পুত্র ছিলেন মোল্লা মোহাম্মদ আফজল।

কেবল বিশেষ বিশেষ মোমিনজনের ক্ষেত্রে কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগানে পরিণত হয়– যাহা সকলের জন্য নয়। মোমিনগণ যখন কবরের জন্য পবিত্রতা ও জ্যোতিঃ সঞ্চয় করিয়া লন এবং তাঁহাদের মধ্যে এই ব্যাপারে এমন যোগ্যতার সৃষ্টি হইয়া যায় যে, জান্নাতের দীপ্তি তাঁহাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে– অন্য কথায় কবরের যাত্রী যখন পরিষ্কার আয়নার মত (উজ্জ্বল) হইয়া যান, তখন তাঁহার মধ্যে সেই মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইতে থাকে, যাহার ফলে কবর তখন জান্নাতের একটি বাগানে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ওয়াল্‌হামদুলিল্লাহী রব্বুল আ'লামীন, ওয়াস্‌সালামু আ'লা রসুলিহী ওয়া আলিহী আজমাঈন– সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালারই প্রাপ্য এবং রসুলুল্লাহ স. ও তাঁহার পরিবার-পরিজনদের প্রতি সালাম।

মোহাম্মদ মোমীন বেগ কাবুলীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং–১৯

"তোমাদের উপর সালাম, তোমরা সন্তুষ্ট থাক।"

নিখাদ প্রেমের বৃত্তে আছে শুধু
আল্লাহর ভালবাসা,
তাহার বাহিরে আছে যাহা কিছু আর–
যদি হয় তাহা মধুমাখা তথাপি লালসা
এবং অনিষ্টের সমূহ কারণ,
আর ক্ষতির আধার।

সেই নিত্য-নিয়ত-চিরসত্য আল্লাহ্‌তায়ালার মহব্বত ব্যতীত জাগতিক অস্থায়ী বস্তুনিচয়ের মোহে ও মহব্বতে আবদ্ধ হওয়া অন্তরের ব্যাধিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি। অন্তরকে আলোকিত করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা, যাবতীয় জরুরী কাজকর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জরুরী।

পাগলকে করলে বারণ বাড়ে পাগলামী তার
আরও জোরেশোরে
হৃদয়কে করলে বারণ প্রিয়াকে আঁকড়ে ধরে
আরও বেশী ক'রে।

মোল্লা মোসাফিরের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–২০

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালার নামে শুরু করিতেছি। মোল্লা মোসাফির ভাই, শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌পাকের স্মরণের মধ্য দিয়া যেন তোমার সময় আনন্দে কাটিয়া যায়। তোমার পত্র পাইয়াছি। যে মনঃকষ্ট ও দুঃখ বেদনা মানুষের উপর আসে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী আসে। ইহার প্রতি রাজী থাকা ব্যতীত কোন উপায় নাই। তাঁহার আদেশ-নিষেধের মধ্যে বাধ্য থাকার প্রতি নিজেকে সজাগ রাখ। দুঃখকষ্ট ও রোগ-ব্যাধিতে সবর করিয়া থাক। সুস্থতার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া-দাক্ষিণ্য প্রার্থনা করিতে থাক। এই সৃষ্ট জগতের কাহারও প্রতি লক্ষ্য ও মনোযোগ রাখিবে না। সমস্ত বিষয় আল্লাহর তরফ হইতে সম্পন্ন হয় বলিয়া জানিবে। যে কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর– কেন না, আল্লাহ্‌তায়ালার মর্জি ব্যতীত কেহ কাহারও ক্ষতিসাধন করিতে পারে না এবং কেহ কাহারও ক্ষতিকে বিতাড়িত ও দূরীভূত করিতে পারে না। ইহাই হইতেছে দাসত্বের পথ। ওয়াস্‌সালাম।

মওলানা হোসেন আলীর নিকট
লিখিত । মকতুব নং – ২১

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা ও প্রশস্তির পর তাঁহার নামে শুরু করিতেছি।

মোল্লা হোসেন আলী ভাই আমার একটি মকতুবের উপর কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাহার উত্তর চাহিয়াছেন, যাহা আমি আবিদউল্লাহ বেগের নিকট লিখিয়াছিলাম। তিনি যে সন্দেহ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, তাহা হইতেছে, ‘ভাল ও মন্দের ব্যাপারে পার্থক্য নির্ণয় করার জ্ঞান শরীয়তের অবস্থিতির মধ্য হইতেই

পাওয়া যায় কিন্তু তিনি একটি পুস্তিকায় দেখিয়াছেন যে, ‘তরিকতের মধ্যে সকলের সঙ্গে ও প্রত্যেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া থাকে’– যাহা শরীয়তের পরিপন্থী, কারণ শরীয়ত অনুযায়ী শত্রুদের সহিত যুদ্ধ এবং বন্ধুদের সহিত সন্ধি হয়।” আচ্ছা অদ্ভুত এবং আজগুবি সন্দেহ বটে। শরীয়তের সহিত তরিকতের সংঘর্ষের প্রশ্ন কেমন করিয়া আসিতে পারে? আর এই দুয়ের মধ্যে সাম্যই বা কোথা হইতে আসে? শরীয়ত তো সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাদেশ (ওহী) দ্বারা স্থিরীকৃত, যাহাতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। ইহার আদেশ ও বিধানসমূহের মধ্যে কোন রদবদল নাই– যাহার স্থায়িত্ব কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ রহিবে। শরীয়তের দাবী অনুযায়ী আমল করা আম্-খাস্ (সাধারণ ও অসাধারণ) নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য অবধারিত ও অবশ্য করণীয়। তরিকতের এমন কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা সে শরীয়তের আদেশসমূহকে রহিত করিতে পারে এবং শরীয়ত প্রতিপালনের জন্য যে কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা হইতে তরিকত পন্থীকে অব্যাহতি দিতে পারে। সুন্নত জামাতের অনুসারীগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্মীয় অনুশাসনের উপর পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসী তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, বান্দা (সজ্ঞানে ও সুস্থ অবস্থায়) কখনও এমন কোন পর্যায়ে উপনীত হইতে পারেন না, যেখানে শরীয়তের বিধি বিধানসমূহ প্রতিপালনের জন্য কষ্ট ও পরিশ্রম করা হইতে কেহ নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন। যে ইহার বিপরীতে শরীয়ত বিরোধী বিশ্বাস পোষণ করে, সে ইসলামের গোষ্ঠী হইতে বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। যে দলকে আল্লাহ্তায়ালা নিজের শত্রু হিসাবে সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং সেই ঘৃণিত শত্রুদিগের প্রতি শক্তি প্রয়োগের আদেশ দিয়াছেন, তাহার সহিত সখ্যতা ও বন্ধুত্ব রাখার অর্থ হইতেছে ইসলামের রীতিনীতি হইতে একেবারে খারিজ হইয়া যাওয়া। এই ধরনের (শরীয়ত বিরুদ্ধ) ব্যাপার এবং আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার রসুলের প্রতি মহব্বতের দাবী করা– দুই বিপরীতধর্মী বস্তু যাহা কখনও একসঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। কেননা, প্রেমিকের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার বন্ধুদের সহিত বন্ধুত্ব রাখা এবং শত্রুদের সহিত শত্রুতা করা, ভালবাসার মৌলিক উপাদানসমূহের মূলবস্তু।

হ্যাঁ, অবশ্য কোন কোন প্রেমিকের ক্ষেত্রে এমন ধরনের কিছু কিছু বাহ্যিক ঘটনাবলী ঘটিয়া যায়, যাহা দৃশ্যতঃ ধর্মীয় বিধান ও শরীয়তের বরখেলাপ। এই রকম সময়ে সেই ভক্ত-প্রেমিক শরীয়তের সম্পর্ককে কোনক্রমেই তাহার নাগালের বাহিরে যাইতে দিবে না, প্রাণপণে তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে এবং অভ্যন্তরীণ তোলপাড় অবস্থা ও প্রেমের আবেগজনিত উন্মত্ততার বিপরীতে সুন্নত জামাতকে অনুসরণ করিয়া তাহার বিশ্বাস ও আমলকে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

কোন কোন সময়ে এই আত্মিক ভ্রমণ পথের (রাহে সুলুকের) কিছু কিছু জঞ্জাল "ইন্নি আনাল্লাহ্" অর্থাৎ "আমিই আল্লাহ্" ধ্বনি তুলিয়া ভক্ত-প্রেমিক বেচারাকে মহৎ উদ্দেশ্যের পথ হইতে লক্ষ্যচ্যুত করিয়া তাহারই আরাধনার জন্য আমন্ত্রণ (দাওয়াত) করিতে চায়। এই রকম সময়ে বিশ্বস্ত প্রেমিকের জন্য ইহা অত্যন্ত জরুরী যে, সে ইব্রাহীম খলিলউল্লাহ আ. এর মত তখন "লা ইউহিব্বুল আফিলীন" (ধ্বংসশীল কোন বস্তু আমি পছন্দ করি না) বলিয়া "ওয়াজ্‌জাহাতু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাহি" অর্থাৎ "আমি আমার চেহারাকে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ফিরাইয়া নিলাম"– এর মর্ম অনুযায়ী অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যলোকের (গায়েবুল গায়েবের) উন্মুক্ত ময়দানের দিকে দৌড়াইতে থাকিবে এবং আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ আনুগত্যের মধ্যে থাকিবে, যাহাতে কোন দৃষ্টিভ্রমের মধ্যে তাহাকে পতিত হইতে না হয়।
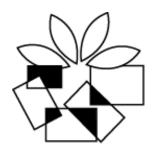
শাহ নিয়ামতউল্লাহ্ কাদেরী র. এর
নিকট লিখিত। মকতুব নং–২২

আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা ও প্রশস্তির পর শুরু করিতেছি সেই পরম করুণাময়ের নামে।

যে অনুগ্রহলিপিখানি আপনি এই নগণ্য অধমের নিকট পাঠাইয়াছেন, আপনার সেই মূল্যবান পত্রখানি পাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত ও ধন্য মনে করিতেছি। দূরে এক কোণে পড়িয়া থাকা স্মরণকারীকে এইভাবে আপনার স্নেহমমতা মাখান নূরান্বিত অন্তরের এক প্রান্তে ঠাঁই দিয়া মাঝে মাঝে এই অভাজনকে আপনি স্মরণ রাখিবেন– এই প্রত্যাশা করিব।

মূল্যবান এই পত্রখানি প্রকৃতপক্ষে আপনার মহানুভবতা ও উদারতার আন্তরিক নিদর্শন, যাহা আমার নিকট হইতে কোন চিঠিপত্র পাওয়ার পূর্বেই আপনি লিখিয়াছেন। আমার নিকট ইহা যেন এক অভাবিত পরম নিয়ামত। পত্রখানি পাওয়ার পর হইতেই আমি চেষ্টা-চরিত্র ও উন্নতির ব্যাপারে খুব আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি। নেতৃত্ব ও পরিচালনা অবশ্যই বুজর্গ ও গুরুজনগণের তরফ হইতেই হইয়া থাকে এবং যাহাকিছু দয়া-দাক্ষিণ্য সব সেই মহান দাতার পক্ষ হইতেই আসে।

নবুয়তের জমানা হইতে বর্তমানকাল বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছে। সুন্নতের নূরের যে পরিপূর্ণতা ছিল তাহা ম্লান ও ক্ষীয়মান হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মের নামে ধর্ম-বিরোধিতার (বেদাতের) ভয়াবহ অন্ধকার চারিদিক কোলাহলে সরগরম করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থার মাঝে, তবু আশার কথা, রাজ-রাজাদের সঙ্গে যাঁহাদের কাজকর্ম ও সম্পর্ক, আপনার মত সেই ধরনের ব্যক্তিবর্গের অস্তিত্বের উপস্থিতি এখন আশীর্বাদস্বরূপ। আমার মত সাধারণ অচল মানুষ যতই একাকীত্ব এখতিয়ার করিয়া, নির্জনে বসিয়া পরিশ্রম করুক না কেন এবং সাধনায় মগ্ন থাকুক না কেন, তাহা আপনার একটি সঠিক বাণীর সমতুল্যও নয়– যে বাণী সুলতানদের অন্তরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। আমাদের এই পরিশ্রম ও সাধনা হয়ত তাহার ধারে-কাছেও যাইতে পারিবে না। সুলতানদের সুলতানী-জগতে আল্লাহতায়ালা এমন উচ্চ মর্যাদা রাখিয়াছেন যেমন আত্মার সহিত দেহের সম্পর্ক বিদ্যমান। আত্মার সংশোধন যেমন দেহের সংশোধনের এবং আত্মার ক্ষতি যেমন দেহের ক্ষতির কারণ, তেমনিভাবে সুলতানদের সংশোধন দ্বারা তামাম আলমের সংশোধন সাধিত হয়। ইহা অপেক্ষা এমন কী আর ভাল কাজ আছে যাহা এই কাজের ধারেকাছেও পৌঁছিতে পারে?

শায়েখ মোহাম্মদ সালেহ মজলিসে ও মহফিলে প্রায় আপনার প্রশংসনীয় গুণাবলী ও মহত্বের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন এবং আপনার সুন্দর ব্যবহার ও অনুগ্রহের কথা হরহামেশা বলিয়া থাকেন। তিনি আপনার ওইদিকে যাইতেছেন জানিয়া–নিজ অযোগ্যতা সত্ত্বেও সামান্য দু'চার কথা আপনার স্মরণ-পটে থাকিবার অভিপ্রায়ে, তাহার মাধ্যমে লিখিয়া পাঠাইতেছি। আপনার মূল্যবান সময়ের কিছু অংশ হয়ত ইহার দ্বারা বিঘ্নিত হইবে।

উপকার ও হেদায়েতের ছায়া সর্বত্র সুপ্রশস্ত হউক।

টীকাঃ শাহ নিয়ামত উল্লাহ কাদেরী ছিলেন শায়েখ আতাউল্লাহ নারনুলী র. এর পুত্র। তিনি বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য বহু দেশ ও শহর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি জৈনপুর গিয়াছিলেন শিক্ষাজীবনের পরে তিনি ফিরোজপুরে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার জমানায় কাদেরীয়া তরিকাভূক্ত মাশায়েখ গণের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত শায়েখ ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্যবোধ ও স্বীকার করানোর ক্ষমতা বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। বাদশা শাহজাহানের পুত্র শাহজাদা সুজা তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলেন। বাদশাহ আলমগীর র. এর রাজদরবারের সহিতও তাঁহার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত কেতাবসমূহের মধ্যে কোরআন শরীফের তফসীর অন্যতম, যাহা জালালায়েন ধারায় রচিত হইয়াছিল। 'তফসীরে জাহাঙ্গীর' নামে কোরআনের একটি অনুবাদও তিনি করিয়াছেন। এই অনুবাদের কাজ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, তিনি দিল্লীতে থাকিয়া করিয়াছিলেন। আল্লামা মাহমুদ বিন মোহাম্মদ জৈনপুরী তাঁহার নিকট হইতে তরিকতের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১০৭২ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। (নুযহাতুল খওয়াতির ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য– লেখক, মাওলানা হাকিম সাইয়েদ আবদুল হাই ইবনে সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আল হাসানী র.।

মিরযা তাহের বেগের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২৩

আল্লাহ্তায়ালা যেন তোমাকে অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করেন এবং নৈকট্য প্রাপ্তির উর্ধ্বারোহণে উন্নতি ও অগ্রগতির ধারা অক্ষুণ্ন রাখেন। যে সর্বক্ষণ জিকিরের সঙ্গে আল্লাহর প্রশংসায় রত থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও গাফেল বা অমনোযোগী হয় না এবং প্রবৃত্তির দাসত্বে সময় অতিবাহিত করে না, সে আল্লাহর মকবুল বান্দা হইতে পারে। তাঁহার স্মরণকে নিজের উদ্দেশ্য সমূহের সহিত যেন সংমিশ্রিত না করা হয়। এমন অকপট হইতে হইবে যে, নিজ অবস্থা ও সঙ্গতি কোন কিছুর কল্পনাও জিকিরের সহিত মনে আসিবে না। যদি এই রকমভাবে তাঁহাকে স্মরণ করা হয় তাহা হইলে, প্রয়োজন মত সেই পরম করুণাময়ের দয়ায় "তুমি আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাকে স্মরণ করিব"- বাক্য অনুযায়ী ঐ পক্ষ হইতেও তাহাকে স্মরণ করা হইবে। কোন পথে তিনি স্মরণ করিবেন এবং কিভাবে দীনের মহিমা দ্বারা শূন্য পাত্রকে তিনি পূর্ণ করিয়া দিবেন তাহা ধারণাও করা যায় না। জিকিরের সময় সমস্ত কিছু হইতে অন্তরকে খালি রাখিবে এবং বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত সর্বদা হাজির থাকিবে। উপস্থিতির প্রকৃতি এমনতর হইবে যেন প্রবৃত্তিও কোন অবকাশে সেখানে প্রবেশ করিতে না পারে এবং তাহার নিজের অস্তিত্বের অবস্থিতি যেন সে অস্তিত্বহীনতার মরুভূমিতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

যে কাজ রয়েছে আহা সম্পদে ভরপুর
কাকে তুমি দিবে তুলে সেই পুতঃপূর।

যাঁহারা হেদায়েতের অনুগামী ও মোস্তফা স. এর অনুসারী তাঁহাদের সকলের প্রতি অফুরন্ত দরূদ ও সালাম।
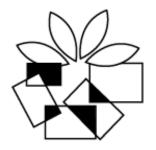
শায়েখ আব্দুল হামিদ বোরহান পুরীর নিকট লিখিত। মকতুব নং–২৪

বিসমিল্লাহীর রহমানির রহীম। শুরু করিতেছি পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্তায়ালার নামে।

বহুদূরে পড়িয়া থাকা এই দীনহীন নগণ্যের তরফ হইতে সালাম ও কুশল কামনার বার্তা যেন সম্মানিত ভাই শায়েখ আব্দুল হামিদের নিকট পৌঁছায়। তোমার চমৎকার পত্রখানি, যাহা তুমি মুলতান নগরী হইতে লিখিয়াছ, পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। পত্রে সুন্নত প্রতিপালনের ফলে বিকশিত অবস্থা এবং উচ্চ পর্যায়ের অবস্থান সম্পর্কে লিখিয়াছ। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার কোন কোন দাসকে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়া অভিজাত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত কোন উচ্চাসনে সমাসীন করেন। "নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অনুগ্রহকারী ও মহব্বতকারী।" কিন্তু তাহার জন্য শর্ত হইতেছে সুন্নতের প্রতি বিশ্বস্ত এবং ধর্মের নামে বিভিন্ন বেদাত হইতে দূরে থাকা। দ্বিতীয় শর্ত হইতেছে, বান্দার ইচ্ছা-অভিলাষ সমস্ত কিছুতে শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি একান্ত অনুগত থাকা। হাদীস শরীফে আছে– "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ সময় অবধি কিছুতেই মোমিন হইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না তাহার অভিলাষ আমি যে শরীয়ত লইয়া আসিয়াছি– তাহার অনুগত হয়।"

হক সোবহানাহুতায়ালা যেন তাঁহার নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য উর্ধ্বারোহণের দিকে উন্নতি দান করেন এবং নবী করিম সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের প্রতি অটল রাখেন। বন্ধুগণের নিকট হইতে শুভ পরিণতির জন্য শান্তিপূর্ণ দোয়ার প্রত্যাশা করি।
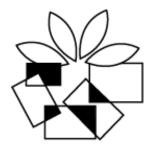
খাজা মোহাম্মদ হানিফের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২৫

বিসমিল্লাহীর রহমানীর রহীম- পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি।

বন্দেগীর মূল উদ্দেশ্য ও আনুগত্যের প্রকৃত অবস্থা তখনি অর্জিত হইতে পারে যখন যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে পূর্ণ মনোযোগ থাকিবে কাবাশরীফের দিকে এবং মূল আশ্রয়স্থল কেবলমাত্র আল্লাহ্‌পাকের দরবার ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। প্রবৃত্তির তাড়নাজনিত ভোগবিলাসকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত কাজ কর্ম সেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী প্রভুর নিকট সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। সেখানে অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল কোন বিষয় বা বস্তুর উপর কোন পিছটান থাকিবে না। অন্যথায় (আল্লাহকে পাওয়ার মত) সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

হে ভ্রাতঃ, দুনিয়াতে কাহারও মুখাপেক্ষী হওয়া ও কাহারও উপর ভরসা করার কারণ তো ইহাই হইতে পারে যে, সে অভিভাবক এবং লালন-পালনের ব্যাপারে তাহার সহিত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক রহিয়াছে। (এখন চিন্তা করিয়া দেখ)- “বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার ” (সুরা নাস)- এর উৎস হইতেছে, প্রকৃত অভিভাবক হইতেছেন একমাত্র হকতায়ালা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে লালন-পালনের বিষয়ে সত্যিকার মৌলিক সম্পর্ক আসলে তাঁহার সহিত বিদ্যমান। পীর-মোর্শেদ, উস্তাদ ও পিতামাতার প্রতি শরীয়ত অনুযায়ী মনোযোগ প্রদান করিতে ও বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতে হয়- তাহা এই জন্য যে, তাঁহারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। যেহেতু এই ধরনের ব্যবহার আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশের উপর ভিত্তি করিয়া পালন করিতে হয়, সেই জন্য এইগুলিকেও মূলতঃ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং মনোযোগী ও বিনয়ী হওয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে। আসলে প্রত্যাবর্তনের ভিত্তি তো সেই বাদশাহী ও সাম্রাজ্যের জন্যই হইয়া থাকে, আর বাদশাহী ও সাম্রাজ্য অর্থাৎ মালিকিন্‌ নাস- “মানুষের অধিপতি” এর উৎস সূত্রে কেবলমাত্র আল্লাহর

জন্যই যথার্থ। আবার আল্লাহর উপাসনা ও তাঁহার প্রভুত্বের কারণেও এই প্রত্যাবর্তন হইয়া থাকে, কেননা জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরিচয়ের সূত্রে তাঁহার প্রভুত্ব ও উপাসনাতে প্রত্যাবর্তন। বিশ্বাস তো বিনয় ও নম্রতার ব্যাপার, যাহা পুণ্যার্থে প্রশংসনীয় এবং অবশ্য কর্তব্য হিসাবে বাধ্যতামূলক। আর এই প্রভুত্ব ও উপাস্য (মাবুদিয়াত) অর্থাৎ ইলাহিন্ নাস– 'মানুষের মাবুদ" এর দাবী অনুযায়ী সেই মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র সত্তা ও অভিন্ন মূলের সহিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মানুষের কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানের প্রলোভন ও কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার আদেশ আল্লাহ্তায়ালা এই শব্দ গুচ্ছের মাধ্যমে এইভাবে প্রদান করিয়াছেনঃ "তাহার অনিষ্ট হইতে, যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে মানুষের অন্তরে, জীনের মধ্য হইতে অথবা মানুষের মধ্য হইতে (সুরা নাস)।"

এই উভয় শত্রু অত্যন্ত চতুরতার সহিত ধূর্ত শিকারীর মত গুপ্তভাবে মানুষের পিছনে লাগিয়া থাকে। তাহারা যে কোন উপায়ে বান্দাকে তাহার অধিপতি, তাহার একমাত্র মাবুদ ও তাহার প্রকৃত মালিক হইতে দূরে রাখিবার ও গোপন করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে এবং তাহাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের ফাঁদে ফেলিয়া প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, স্থূল ও সূক্ষ্ম অংশীবাদিত্বের (শিরকে জলি ও খফির) দিকে পরিচালিত করে। এই সমস্ত দুষমনগণের পাপ হইতে বাঁচিবার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা অত্যন্ত জরুরি কাজ। সকল সময় তাঁহার নিকট আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে থাক এবং যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের বিষয় এই কল্যাণকর সুরার (সুরা নাস) মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে– পূর্ণতাপ্রাপ্তির উচ্চশিখরে আরোহণের জন্য সেই পবিত্র জাতের মধ্যে এই সব ধ্যানধারণায় নিজেকে নিমজ্জিত রাখ– যাহাতে দুষমনদের অনিষ্ট হইতে শংকামুক্ত হইতে পার এবং সেই পবিত্র বিচারালয়ের রাস্তার সন্ধান লাভ করিতে পার।

"হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে তোমার রহমত দ্বারা প্রতিপালন কর এবং আমাদের কাজকর্মের মধ্যে তুমি মঙ্গল বর্ষিত কর।"

খাজা আব্দুস্ সামাদের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-২৬

আল্লাহ্তায়ালার প্রেমিক বান্দাগণের প্রেমের পথ পরিক্রমার জন্য এই আয়াতে করিম (আল্লাহর বাণী) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ– "তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে তাহা ধ্বংশশীল এবং আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে তাহা অফুরন্ত ও চিরস্থায়ী।" মহান সত্যের অনুসন্ধানকারী যে পর্যন্ত না সমস্ত কিছুর সম্পর্ক হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিবে, সেই অনন্ত স্থায়ী জ্যোতির সহিত তাহার স্থায়িত্ব (বাকা) ঘটিবে না। যদিও এই ব্যাপারে প্রকৃত বিষয় গোপন থাকে এবং বিলীনতা ও স্থায়ীত্ব (ফানা ও বাকা) প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ গুণাবলী– তবু বাহ্যিক বিষয়বস্তুর ক্ষয়ক্ষতি, জীবিকার উপায় উপকরণ ও সহায়-সম্পদের জন্য উৎকণ্ঠা ও অসুস্থতা এবং দৃশ্যতঃ আকস্মিক দুর্ঘটনাসমূহ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সহায়ক ও মূল্যবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক উন্নতির কারণ হইয়া থাকে।

ইহার জন্য নির্ভীক ও সাহসী ব্যক্তির প্রয়োজন, যে আল্লাহর এই বাণীর অতল রহস্যসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া 'মা ইনদাকুম' (তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে) এবং 'মা ইনদাল্লাহ' (আল্লাহর নিকট যাহা কিছু আছে)– এর এই কলেমানিঃসৃত–মা– অর্থাৎ "যাহা কিছুর সাধারণ আলোকে, অফুরন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইতে পারিবে। ওয়াস্সালাম।

টীকাঃ খাজা আবদুস সামাদ কাবুলী, কাবুল হইতে দুই ক্রোশ দূরে দিবাইয়াকুবী নামক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। হজরত খাজা মাসুম র. এর প্রধান খলিফাগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। খেলাফত দান করিবার পর হজরত মাসুম র. তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমিতে পাঠাইয়া দেন। সেখানে বহু ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার হইতে সমৃদ্ধশালী হইয়াছেন। (রওজাতুল কাইউমিয়া দ্বিতীয় খণ্ড।)

শায়েখ তাহের বদখসী (পরবর্তীকালে জৌনপুরী) এর নিকট লিখিত। মকতুব নং-২৭

বিসমিল্লাহীর রহমানির রাহীম– পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্‌পাক তাঁহার নৈকট্যের পথে যেন ক্রমশঃ উন্নতি দান করেন। আশা করি, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-রাজ্যের রাজা আমাদের মত দূরে পড়িয়া থাকা নগণ্য ব্যক্তিদের ভুলিয়া যান নাই। "যে লোক যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গী"– এই হাদিস শরীফের সূত্র অনুযায়ী, প্রেমের আকর্ষণ যত প্রগাঢ় হয়, বন্ধুত্বের বন্ধনও ততবেশী সুদৃঢ় হয়। আশা করি, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান আগের সেই সম্পর্কের মধ্যে কোন ফাটলের সৃষ্টি করিতে পারে নাই, বরঞ্চ আশা করি ভালবাসার বন্ধন আরও শক্তিশালী হইয়াছে। বন্ধু বান্ধবদের নিকট হইতেও এই প্রত্যাশা করি যে, বন্ধুত্বের সম্পর্ক উত্তরোত্তর আরও মজবুত হইয়াছে।

এই জামাতের লোকজন যাঁহারা, কুতুবুল মোহাককিকীন, আল্লাহর অনুসন্ধানকারী প্রেমিকবৃন্দের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র মহান ব্যক্তিত্ব হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর আকর্ষণীয় সঙ্গ ও সাহচার্য দ্বারা সম্মানিত ও ভাগ্যবান হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি এই নগণ্য ফকীর একটা আলাদা ধরনের ভালবাসা ও মর্যাদা পোষণ করে। তাঁহারা আমার নিকট একক ও অবিচ্ছিন্ন এবং

টীকাঃ শায়েখ তাহের বদখশী ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর অন্যতম খলিফা। তিনি দীর্ঘকাল যাবত সেহিন্দ শরীফের খানকাতে অবস্থান করিয়া নিজ পীর ও মোর্শেদের নিকট হইতে প্রচুর ফয়েজ ও বরকত হাসিল করিয়াছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. তাঁহার উপস্থিতিতে যখন মারেফতের জ্ঞান ও সহস্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতেন, তখন তাহা শুনিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতার সহিত তখন বলিতেন– মারেফতের এই রহস্য ও জ্ঞান যেন মাওলানা তাহেরের উপর বর্তাইয়াছে, আমি যেন উহার কেবল ব্যাখ্যাকারক। হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহাকে তরিকত সম্পর্কে তালিম দিবার এজাজত দান করিয়া জৌনপুরে পাঠাইয়া দেন। (জবদাতুল মাকামত হইতে সংগৃহীত)।

১০৪৭ হিজরীর ৭ই রজব তিনি জৌনপুরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁহার মাজার শরীফ অবস্থিত। (নুযহাতুল খাওয়াতির–পঞ্চম খণ্ড– প্রণেতা সৈয়দ আব্দুল হাই র.।)

উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জামাত হিসাবে নজরে আসিতেছেন। তাঁহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহা এই কারণে যে, তাঁহারা হইতেছেন প্রেমাস্পদের আরশীসমূহ হইতে এক একটি আরশী এবং যে মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গিয়াছেন সেই মরহুম র. এর অনেক স্মৃতি-বিজড়িত চিহ্নস্বরূপ। প্রেমিকের খাদেমগণ সেই প্রেমিকের অস্তিত্বহীন অনুপস্থিতিতে বিশেষভাবে আরও অধিক প্রিয় ও বঞ্চিত হইয়া থাকেন। প্রণয়ে আসক্ত প্রেমিকগণের দৃষ্টিতে তাই এই জামাতের কদর অপরিসীম– এমনকি এই জামাত যদি বেপরোয়া হইয়া যায় এবং বন্ধুত্বের উপাদানসমূহ হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তবু আমার নিকট তাঁহারা অতিশয় প্রিয় ও বাঞ্ছিত। তাঁহাদিগকে মহব্বত করা ও খেদমত করা আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

পরিশেষে আরজ এই যে, দোয়া করা হইতে আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন না, সেই সঙ্গে আপনার তাওয়াজ্জোহ্ দ্বারা আমাদিগকে বাধিত করিবেন, যাহাতে কাল কেয়ামতের পুনরুত্থান দিবসে হজরত মোজ্জাদ্দেদে আলফে সানি র. এর খাদেম ও স্নেহের পাত্র হিসাবে আমরা সকলে একসঙ্গে একস্থানে মিলিত হইতে পারি। "হে আল্লাহ, তুমি আমাদিগকে নূর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও– সন্দেহাতীতভাবে তুমি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"

শায়েখ হামিদের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–২৮

ভালবাসার প্রতীক যে জন, সেই শায়েখ হামিদকে দোয়া ও সালাম জানাইতেছে। নিজের অবস্থাসমূহ লিখিয়া জানাইতে কখনও অলসতা করিও না। আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে সদা মশগুল থাকিও। মাওলাতায়ালার খেদমতে নিজেকে সাহসের সহিত সর্বদা প্রস্তুত রাখিও। আজকের দিনটি হইতেছে কাজের দিন, আর আগামী কালকের দিন পুরস্কারপ্রাপ্তির দিন। কাজের সময় পারিশ্রমিক পাওয়ার আশায় বসিয়া থাকা আসলে নিজেকে পারিশ্রমিক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার নামান্তর। খেদমত করার মধ্যে সুখানুভূতির অনুসরণকারী হইও না। যদি সে সুখী হইয়া আনন্দ দান করে তাহা নিয়ামত স্বরূপ, যদি না দেয় তাহা হইলে আনুগত্যের বন্ধনকে কখনও শিথিল করিও না।

ইবাদত-বন্দেগীর জন্য এমনভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হইবে যাহা প্রবৃত্তিজাত খেয়াল ও খুশীর বিপরীতধর্মী হইবে। সেখানে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের কোন আকাঙ্খা মনের কোণে উঁকি দিবে না। দাসত্বের মধ্যে যে আনন্দের স্বাদ কৃপাবশতঃ দান করা হয় তাহার আস্বাদই আলাদা– প্রবৃত্তিলব্ধ (নফসের) কামনা-বাসনার কোন প্রবেশাধিকার সেখানে নাই।

সেই আনন্দের অনুভূতি ও তৃপ্তির স্বাদ কেবলমাত্র আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁহার নিকট হইতে দানস্বরূপ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন আনুগত্যকারী যদি তাহা না পায় তবু সে আনুগত্যের পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে না। সেই বশ্যতা ও আনুগত্য লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং মুক্তির আশায় আল্লাহর রহমতের প্রতি মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে। এই আনুগত্যকেও তাঁহার রহমতের প্রভাব ও সুফল বলিয়া মনে করিবে এবং আনুগত্যের এই সম্পর্ককে তাঁহার অনুগ্রহের দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। নিজ শক্তি সামর্থ্যকে কদাপি এই বিষয়ের সহিত এখতিয়ারভুক্ত করিও না; অহঙ্কার ও আত্মগরিমা হইতে দূরে সরিয়া থাকিও। যদি কখনও শক্তি সামর্থ্যকে নিজের দিকে ফিরিয়া আসিতে দেখ (এবং সেগুলিকে নিজস্ব বলিয়া মনে কর) সেক্ষেত্রে লজ্জিত ও অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আনুগত্য করার সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনাও করিতে হইবে। নিজ আনুগত্যকে কখনও সেই মহান ও পবিত্র দরবারের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে না। অন্তরের এই অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা ধীরে ধীরে আত্মগরিমা ও অহঙ্কারজনিত অবস্থার জন্য চিকিৎসার কাজ করিবে এবং সৎকর্মসমূহকে কবুল করার যোগ্য করিয়া তুলিবে। কোন এক বুজর্গ বলিয়াছেন– সৎকর্ম কর এবং সেই সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক। এইভাবেই দাসত্ব করিতে হয়।

হে আল্লাহ, আপনার রহমত আমার গুনাহ হইতে অনেক বেশী; এবং আমার আমল অপেক্ষা আমি আপনার রহমতের অধিক প্রত্যাশী।

দিলাম তোমাকে আমি অফুরন্ত ভাণ্ডারের
দিক-চিহ্ন আর পূর্ণ পরিচয়–
যদি না পারি পৌঁছাতে কখনো সেখানে আমি
পৌঁছে যাবে হয়ত তুমি নিশ্চয়।

ওয়াস্ সালাম।

মাওলানা হোসেন আলীর নিকট লিখিত। মকতুব নং–২৯

প্রশংসা, দরূদ ও দ্বীনের দাওয়াতের পর প্রার্থনা করিতেছি যে, ভাই হোসেন আলী মাওলানার সৌভাগ্য যেন বিকশিত হইয়া উঠে। এখানকার ফকিরগণের অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসার যোগ্য। বহুদূরে অবস্থানকারী আমার বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিতেছি।

তোমার উচিত, তুমি যখন যেরকম অবস্থায় থাকনা কেন তাহা লিখিয়া জানাইবে। নিজের সময়ের প্রতি সবসময় লক্ষ্য রাখিবে এবং তাহা অত্যন্ত জরুরীভাবে করণীয় কাজগুলির জন্য কাজে লাগাইবে। অন্তরালে ও সর্ব সমক্ষে ধর্মভীরুতার সহিত থাকিবে। যৌবনের সামর্থ্যকে আনুগত্যের মধ্যে মশগুল রাখিবে। জাগরণের মাধ্যমে রাত্রিকে জীবিত করিয়া তোলা, আল্লাহর দান ও প্রাচুর্যের উপকরণ বলিয়া মনে করিবে। নির্জন রাত্রির অন্ধকারকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোল– স্মরণে ও ধ্যানে, অন্তর্নিহিত ক্রন্দনের বিলাপে, নিজ কৃতকর্মের আক্ষেপে এবং সেইসঙ্গে কবর ও কিয়ামতের জন্য চিন্তাভাবনার মাধ্যমে। মোটকথা সুন্নতকে কোন সময়ের জন্য হাতছাড়া করিবে না। ধর্মের যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও কুসংস্কার হইতে যেমন দূরে থাকিবে, তেমনি যাহারা ঐসব কাজ করে তাহাদের (বেদাতীদের) নিকট হইতেও সর্বদা দূরে সরিয়া থাকিবে। অবিরত চেষ্টা করিবে যাহাতে অপরিচিতির প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া চিরস্থায়ীভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য রাজ দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য অর্জন করিতে পার। মোদ্দাকথা, মুক্তি যদি তোমার নিকট বাঞ্ছিত ও কাংখিত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছাসমূহকে নিজ ইচ্ছাগুলির উপর প্রাধান্য দিবে এবং নিজেকে সমস্ত কিছু হইতে সম্পর্কবিহীন বলিয়া মনে করিবে। ইহাই হইতেছে তাঁহার দাসত্ব করিবার নিয়ম।

“তিনি সকল দুঃখকষ্টের নিরসনকারী, যাহা ইচ্ছা তিনি তাহা করিতে সক্ষম এবং প্রার্থনার জবাব দানে তিনি অতি তৎপর।”

আশা করি এই দীন-হীনকে শেষ পরিণামের জন্য শান্তির সহিত প্রার্থনা দ্বারা স্মরণ রাখিবে। অদৃশ্য প্রার্থনা কবুল হওয়ার অধিক নিকটবর্তী হইয়া থাকে।

খাজা মোহাম্মদ ফারুকের নিকট লিখিত। মকতুব নং-৩০

মানব জাতিকে সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, আদমসন্তানগণ তাহাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সম্যক পরিচয় ও সঠিক জ্ঞান লাভ করিবে। আর তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে হইলে সেই পরিচয়ের জন্য নিজেকে বিলীন করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা প্রকৃত পরিচয় (মারেফাত) লাভ করা যায় না। আমাদের মত পথভ্রান্ত ও বিচ্যুত মানুষের জন্য যাহা সর্বাধিক জরুরী তাহা হইতেছে, এই অমূল্য জীবনকে মারেফতের সেই দৌলত হাসিল করিবার জন্য সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত রাখা এবং এই নশ্বর জীবনে মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া চিরস্থায়ী মূলসত্য অমরত্বের দিকে জীবনকে প্রধাবিত করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মানুষের নিকট হইতে যাহা চাওয়া হইয়াছে অর্থাৎ যাহা করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে তাহারা তাহা প্রতিপালন না করিয়া অন্যান্য বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। এমনকি, এমন সব বিষয়বস্তু প্রতিষ্ঠিত করিবার পিছনে লাগিয়া থাকে যাহার কামনা ক্ষতিকারক এবং জীবনের মূল্যবান মূলধন সময়কে ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসসমূহ অর্জন করিবার কাজে ব্যস্ত রাখে। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, “আনন্দ-উল্লাসময় আয়েশী জিন্দেগী হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ, কেননা আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দাগণ আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-স্ফুর্তির জন্য কখনও পাগল হন না।”

ইহা খুবই লজ্জার কথা যে, মানুষ এই অনিত্য জীবনের স্বল্পপরিসর সময়ে প্রকৃত আরাধ্যবস্তুর আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে না– তাহাকে স্বাগত জানাইয়া বলে না যে, এই তো আমি তোমার আরাধনার জন্য হাজির হইয়া আছি, লাব্বায়েক, লাব্বায়েক। পরিণামে যবনিকা শেষে ভয়ানক দোজখের যে ভয়ঙ্কর শাস্তি রহিয়াছে তাহার মধ্যে নিজেই নিজেকে নিক্ষিপ্ত করে এবং সান্নিধ্যও মিলনের পুতঃ আস্বাদ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

“অতঃপর তাহার জন্য আক্ষেপ, যে আল্লাহর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং আপেক্ষ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া যায়।”

ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, দ্বিতীয়বারের মত এই পৃথিবীতে আর কেহ আসিবে না।

"যে ব্যক্তি এই জগতে অন্ধ হইয়া থাকিল পরকালেও (আখেরাতেও) সে অন্ধ হইয়া উঠিবে এবং সে চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্ট।"

সে যে আমার চেনে ওগো, সবকিছু মোর জানে,
কী করি আর কোথায় থাকি সব খবরই রাখে
চেনে জানে বলে যে গো ভয় তো আমার সেইখানে
থাকত না যে দুঃখ কোন না চিনিলে এই আমাকে

আসল কথা হইতেছে, কাজ করিতে হইবে। তর্ক-বিতর্ক কিংবা বাদানুবাদ দ্বারা কোন পথ পাওয়া যায় না। আশা করি, বহুদূরে পড়িয়া থাকা এই দীনহীনের প্রতি তাওয়াজ্জোহ ও দোয়ার জন্য ওখানকার সৎকর্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিবে। ওয়াস্‌সালাম।

মিরযা লুৎফুল্লাহর নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৩১

বিসমিল্লাহীর রহমানির রাহীম– আরম্ভ করিতেছি মহান দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে। আলহামদু লিল্লাহি ওয়াসালামুন 'আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্ত্বফা– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার, আর তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। যৌবনে, আনন্দ উল্লাস ও ভোগ-বিলাসের কালে যদি প্রকৃত ভালবাসার আকাঙ্খা অন্ধকার অন্তরের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং সেই নিত্য ও চিরন্তন প্রেমাস্পদের ইশকে আত্মার সৌভাগ্য প্রকাশিত হইতে থাকে, তবে তাহা হইবে সর্বোৎকৃষ্ট বেহেশতি নিয়ামত (অনুগ্রহ)। অলি-আল্লাহ ও ফকির-দরবেশগণের সহিত ভালবাসা রাখা সেই মূল ভালবাসারই নিদর্শন। আবার তাঁহাদের সহিত ভালবাসার সম্পর্ক রাখার বিষয়টি হইতেছে, সত্যিকার অর্থে প্রকৃত ভালবাসার স্পষ্ট দলিলস্বরূপ। পীর আনসার কুদ্দিসা সিররুহু বলিয়াছেন, "হে আল্লাহ, তুমি তোমার বন্ধুগণের সঙ্গে লেনদেনের কী আশ্চর্য ধরন যে জুড়িয়া রাখিয়াছ, যাহার ফলশ্রুতিতে যে তাঁহাদেরকে চিনিতে পারিয়াছে সে তোমাকে পাইয়াছে এবং যে পর্যন্ত সে তোমাকে পায় নাই সে পর্যন্ত তাঁহাদেরকে সে চিনিতে পারে নাই।" এই দলের সহিত যাহারা ভালবাসা স্থাপন করে তাহারাও এই দলের সঙ্গীবিশেষ। "যে লোক যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গী" এই হাদিস তুমিও শুনিয়া থাকিবে।

হে সৌভাগ্যের চিহ্নধারী, যৌবনকালের এই মৌসুম এবং বর্তমানের এই অবসরকে আল্লাহর দান বলিয়া মনে করিও আর প্রকৃত মাওলার আনুগত্যের জন্য যৌবনের এই সময়কে খরচ করিও। এই সময়টা কাজ করিবার জন্য প্রকৃষ্ট সময়। অন্যথায় কেবল ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া জীবন অতিবাহিত করা ও চলিয়া যাওয়াতে অথবা বার্ধক্যের সামর্থ্যহীন দুর্বল সায়াহ্নে আর কাজের কাজ কী হইতে পারে? হাদিস শরীফে আছে, "সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহতায়ালা নিজের ছায়ার মধ্যে সেই সময়ে আশ্রয় দান করিবেন যখন কেবলমাত্র তাঁহার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকিবে না। সেই (৭) শ্রেণীর মানুষ হইতেছে ঃ– (১) ন্যায় বিচারক নেতা (২) এমন জওয়ান যে আল্লাহতায়ালার এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে রত থাকিয়া ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করিয়াছে (৩) এমন ব্যক্তি যাহার অন্তর মসজিদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিত (৪) এমন দুইজন লোক যাহারা কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে মিল-মহব্বত রাখিত, আল্লাহর প্রতি ভালবাসার খাতিরে তাহারা একসঙ্গে সমবেত হইত এবং সেই একই কারণে নিজ নিজ গৃহে ফিরিবার জন্য পৃথক হইয়া যাইত (৫) সেই ব্যক্তি যাহাকে প্রভাবশালী অভিজাত ঘরের কোন রূপসী রমণী খারাপ কাজের জন্য আমন্ত্রণ জানায় আর সে তাহার প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া বলিয়া দেয় যে, আমি ভয় করি আল্লাহকে (৬) সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নামে (প্রচুর) দান-খয়রাত করে গোপনীয়তার সঙ্গে– এমনকি ডান হাত দ্বারা যাহা সে দান করে তাহার খবর বাম হাতকে পর্যন্ত জানিতে দেয় না এবং (৭) সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে বসিয়া আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা বহিতে থাকে। (বোখারী, মুসলিম)।

চেষ্টা কর, যাহাতে শুভ পরিণামবাহী (শেষের) ছয়টি আমলের উপর কায়েম থাকিতে পার এবং ইমামের (ধর্মীয় নেতা যাঁহারা নবী করিম স. এর পরে ধর্মে নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন) প্রতিনিধি হিসাবে আদালতে নিজেকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পার। ইহা ভালভাবে জানিয়া রাখিবে যে, আমাদের বুজুর্গগণের এই তরিকা হইতেছে সুন্নতের প্রতি অনুগত থাকা, বেদাত (ধর্মে কোন বিকৃতি বা রদবদল) হইতে দূরে সরিয়া থাকা এবং মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহর নিকট নিজ অসহায়তা ও অস্তিত্বহীনতার দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে তাঁহার মনোযোগ ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে অবস্থান করা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর বর্জনকে অর্জন করিতে হইবে– এমনকি সর্ব প্রকার বস্তুজাত জ্ঞান ও আকাঙ্খার সম্পর্কও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং এক আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় বস্তুর দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। মন কদাপি বিষয়-বৈভব-অর্থ-সম্পদ-বস্তু-সামগ্রীর খুশীতে উচ্ছল কিংবা তাহার শোকে কাতর হইবে না। এমনকি ঈপ্সিত মূলসত্যের সহিত নিজ অন্তরের উপস্থিতির খবর এইরকম হইবে যেখানে পরে আর কোন গোপনীয়তা থাকিবে না।

এমন ধরনের কোন উপস্থিতির সম্পর্ক নয়, যাহার পর কোন অনুপস্থিতি থাকিবে– তাহা বুজুর্গ ও মহাত্মাগণের নিকট বিশ্বস্ত নহে। যে পর্যন্ত না সেই উপস্থিতির সমাচার নিজের যোগ্যতা ও গুণের সমন্বয়ে একাত্ম হইয়া যায়– যেমন, শ্রবণ করা হইতেছে শ্রবণ শক্তির গুণ এবং দেখা হইতেছে দৃষ্টিশক্তির গুণ– সেই অবধি এই অভিজাত সম্পর্ক প্রতিবিম্বত হইবে না ও তাহার সম্পর্কে ধারণা করা যাইবে না।

আমি তো কেবল বুজুর্গগণের তরিকা কীভাবে হাসিল করিতে হয় সেই সম্পর্কে বলিয়ছি– প্রকৃত সত্য তো এই আলোচনার বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ইহা এমনই রহস্যময় যে, এই ধরনের আলোচনা দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করা অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার। "যে ইহার আস্বাদ গ্রহণ করে নাই সে ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই।" সাধু-সজ্জনদের স্বল্পকালীন সাহচর্য দ্বারা ইহার আস্বাদন ক্ষমতা ও প্রেমের ব্যাপ্তি লাভ করা খুবই কঠিন– ইহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিবে। ওয়াস্ সালাম।
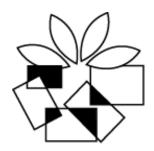
মীর মোহাম্মদ নোমান আকবরাবাদী র.
এর নিকট লিখিত। মকতুব নং–৩২

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসালামুন 'আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্ত্বফা– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

এই পত্রখানি একটি স্মরণীকা। সম্মানিত জ্ঞানী বন্ধুগণের প্রতি এই ভগ্ন-হৃদয় নগণ্য ফকিরের আরজ– 'হে অন্তর চক্ষুর মালিকগণ, তোমরা একটু গভীরভাব চিন্তা কর।" মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা– তাহা ভালভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে যোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্নজন বিভিন্ন মত পোষণ করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান অনুযায়ী এই বিষয় সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সূফী-সাধকগণ এই বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে যে একমত পোষণ করেন এবং নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য অবধারিতরূপে যাহা অত্যন্ত জরুরি হিসাবে তাঁহাদের নিকট বিবেচিত– তাহা হইতেছে, পরিচয়ের মধ্যে বিলীন হওয়া ব্যতীত মারেফত প্রকাশযোগ্য ও শুদ্ধ হয় না।

না পারিলে এবাদতে নিজ অস্তিত্ব করিতে
তুমি সম্পূর্ণ বিলীন
পাবে না খুঁজিয়া কভু আল্লাহর দরবারে
যেতে পথ কোনদিন।

বুদ্ধিমান বন্ধুগণের জন্য জরুরী হইতেছে, কাজ হাসিল করা ও নগদ রোজগার করিবার বিষয়ে যেন তাহারা ভালভাবে চিন্তাভাবনা ও বিচার-বিবেচনা করে। যে কেহ এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে "তাহার জন্য অত্যন্ত সুসংবাদ।" তাহার উচিত সে যেন মারেফতের এই সফলতাকে তাহাদের জন্য কাজে লাগায়, যাহারা তাহা লাভ করিতে পারে নাই। যে ব্যক্তির জন্য এখনও পর্যন্ত মারেফতের পথ উন্মুক্ত হয় নাই এবং এই দৌলতের জন্য অনুসন্ধানের ব্যাপারে যাহার কোন দরদ নাই "তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃসংবাদ।" কেননা, মানবজাতি হিসাবে তাহাকে সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সে সম্পন্ন করে নাই এবং দুনিয়াতে তাহার নিকট হইতে যে জিনিস চাওয়া হইয়াছিল তাহা সে পরিপূর্ণ করে নাই। নিজের খায়েশ–খুশী ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় কাজে জীবনের মূল্যবান সময়কে ব্যয় করিয়াছে এবং পূর্ণ যোগ্যতা সত্ত্বেও উর্বর মানব জমিনকে সে হেলাফেলায় নষ্ট করিয়াছে।

টীকাঃ নিজ সন্তানগণ ব্যতীত, মীর মোহাম্মদ নোমান আকবরাবাদী ছিলেন হজত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর প্রথম খলিফা। তাঁহার পিতার নাম ছিল সৈয়দ শামসুদ্দীন এহিয়া– যিনি মীর বুজুর্গ নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। মীর মোহাম্মদ নোমান ৯৭৭ হিজরিতে সমরখন্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া হজরত ইমামে আজম র. এর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার নাম নোমান রাখা হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে দরবেশসুলভ কার্যকলাপ পরিদৃষ্ট হইত। তখন হইতেই তিনি ফকীর দরবেশগণের নিকট যাতায়াত করিতেন। হিন্দুস্তানে আসার পর তিনি বহু সাধু-দরবেশের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। এমন কি হজরত খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ্ নক্শবন্দী দেহলবী র. এর খেদমতে তিনি দিল্লী আসিয়া পৌঁছেন এবং তাঁহার মধ্যে সীমাহীন সৌন্দর্য ও দয়ার সমাবেশ দেখিয়া তিনি নক্শবন্দীয়া তরিকায় দাখিল হন। হজরত খাজা র. যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. কে বায়াত ও হেদায়েত করিবার অনুমতি প্রদান করেন এবং নিজের মুরিদদিগকে তাঁহার উপর সোর্পদ করেন, তখন সেই মুরিদগণের মধ্যে মীর মোহাম্মদ নোমানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি যখন হজরত মোজাদ্দেদ র. এর খেদমতে হাজির হন তখন হজরত মোজাদ্দেদ র. তাঁহাকে বলেন, "তুমি আমাদেরই একজন। কিন্তু আরও কিছুদিন তুমি আমাদের পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজা র. এর খেদমতে থাকিয়া যাও" হজরত খাজা র. এর ইন্তেকালের পর যখন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. দিল্লীতে তশরীফ আনেন তখন মীর সাহেব তাঁহার খেদমতে একটি লিখিত আরজি পেশ করেন, যাহাতে তিনি তাঁহার মনে অসহায় অবস্থা, দুর্ভাগ্য ও অযোগ্যতা সম্পর্কে জানান এবং সেইসঙ্গে ইহাও লেখেন, আমি হজরত সাইয়েদুল মুরসালীন হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধর, একমাত্র ইহা ব্যতীত নির্ভর করিবার মত আমার নিকট আর কোন ওসিলা নাই। তাঁহার এই লিখিত আরজি পাঠ করিয়া হজরত মোজাদ্দেদ র. এর অন্তর ভাবাবেগে আপ্লুত হইয়া উঠে এবং তিনি বলেন, "মীর তুমি কোন চিন্তা

বর্ণনা করা হইয়াছে, ওস্তাদ আবুল কাসেম কুশায়েরী রহমতুল্লাহ আলাইহি একদা হজরত বু আলী দাক্কাক কুদ্দিসা সিররূহুকে, তাঁহার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখিতে পান যে, তিনি অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় আছেন এবং কাঁদিতেছেন। ইহার কারণ জানিতে চাহিয়া ওস্তাদ কাসেম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'জনাব আলী; আপনার এই অস্থিরতা কি জন্য? আপনি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে চান?" উত্তরে বু'আলী তাঁহাকে জানান, "হ্যাঁ, তাই চাই। কিন্তু শুধু উপদেশ দিবার জন্য নয় এবং এই জন্যও নয় যে, সেখানে মজলিস জমাইব; বরঞ্চ এই জন্য যে, সেখানে যাওয়ার পর লাঠি হাতে প্রস্তুত হইয়া যাইব এবং সমস্ত দিন ধরিয়া প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে হাজির হইয়া হাতের লাঠি ও দরজার শিকল দ্বারা দরজাগুলি খটখট করিয়া লোকজনদের ডাকিয়া তুলিব এবং বলিব, 'হে লোকসকল, এমনভাবে গাফেল হইয়া থাকিও না– তোমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছ না যে, কোন আসল জিনিস হইতে তোমরা গাফেল হইয়া আছ।

বলে দেব গৃহবাসী প্রভুদের সাবধান করে
এখনো কিসের আশায় রয়েছ অঘোরে তোমরা
মোহাচ্ছন্ন বেখবর?
দুনিয়ার লোভে মেতে শত ভাবনায় ছুটাছুটি
করেছ জনম ভোর,
এবার স্বীকার করে নিজের সকল দোষত্রুটি
নেমে পড় বাকী জীবনটা নিয়ে সৎকাজে
সহজ মুক্তির খোঁজে।

করিও না।" পরে তিনি নিজের সঙ্গে তাঁহাকে সেরহিন্দে লইয়া আসেন। সেখানে তিনি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মোজাদ্দেদিয়া আস্তানায় অবস্থান করেন এবং উচ্চ স্তরের মাকামসমূহের আনুকূল্য লাভ করিযা ধন্য হন। অবশেষে তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিয়া বরহানপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মীর সাহেব দুইবার বিভিন্ন অজুহাতে বরহানপুর শহর হইতে চলিয়া আসেন; কিন্তু তৃতীয়বারেও তিনি বরহানপুর যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হন। এইবার তিনি বরহানপুর আসিয়া পৌঁছাইলে তিনি সেখানকার রূপ ও পরিবেশের পরিবর্তন দেখিতে পান। তখন হইতে তাঁহার মজলিশে বিস্ময়কর অবস্থাসমূহের প্রকাশ ঘটিতে থাকে।

অনেক লোক তাঁহার নিকট নকশ্‌বন্দীয়া সিলসিলায় দাখিল হইয়াছিলেন। বহু পাপী ও অসৎ ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে সংশোধিত হওয়ার পর সৎ ও ধার্মিক জীবনযাপনে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। 'জবদাতুল মাকামাত' গ্রন্থ-প্রণেতা মাওলানা মোহাম্মদ হাসেম কাশমী র. তাঁহারই প্রদর্শিত পথে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর নিকট শিষ্যত্ব ও মর্যাদা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। যদিও পুঁথিগত জাহেরী বিদ্যা তিনি খুব কমই জানিতেন তথাপি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়সমূহ বুঝিবার ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। স্বয়ং হজরত মোজাদ্দেদ র. আল্লাহর দেওয়া বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্পর্কে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। মকতুবাতে মোজাদ্দেদিয়ার মধ্যে তাঁহার নামে বহু মকতুব রহিয়াছে। (জবদাতুল মাকামাত)।

অতএব আমাদের মত বিভ্রান্তজনদের জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, মূল্যবান জীবনকে তাহার প্রকৃত তাৎপর্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অতিবাহিত করি এবং এই নশ্বর জীবনকে আল্লাহ্তায়ালার অসীম জ্ঞান ও রহস্যের জগতে নিয়োজিত রাখার ইচ্ছা পোষণ করিয়া সর্বান্তকরণে তাহা কবুল করিয়া লই; সত্যবাদীদের স্বভাব-চরিত্র এবং পুণ্যাত্মাগণের প্রশংসা ও গুণাবলী দ্বারা এই গুঢ়তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও হাদিসের ব্যাখ্যা খুঁজি; এই জ্ঞানরহস্যের বিষয়গুলিকে আমল করার জন্য তাহার অনুসন্ধানের ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা করি এবং যে কোন স্থান হইতে যদি তাহার খোশবু আসিয়া পৌঁছায় তাহার সন্ধানে যেন সেখানে উপস্থিত হই। পাওয়ার আশায় পাতিয়া রাখা লালসার হস্ত যদি এই ধনাগারের নগদ প্রাপ্তি হইতে খালিও থাকে, তবুও তাহার সন্ধান হইতে ও তাহাকে হারানোর ব্যথা হইতে যেন কখনও বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ি এবং যাহারা অবাধ্য তাহাদের দলের বাহিরে যেন থাকিতে পারি।

কোন এক দরদী কী সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করিয়াছেনঃ–

এই ব্যাকুল হৃদয় আর তৃষ্ণার্ত দু-চোখ
খুঁজিয়া পেয়েছে কাজ ত্যাজি সব কিছু—
চোখ দুটি শুধু তোমারে খুজিয়া মরে
মন ছুটে চলে তোমারই পিছু পিছু।

ওয়াস্ সালাম।

তাজকিরাতুল আম্বিয়া গ্রন্থের বর্ণনা মতে, তিনি আকবরাবাদে (আগ্রায়) ১০৫৮ হিজরিতে পরলোক গমন করেন। কিন্তু তারিখে মোহাম্মদী (রেজা লাইব্রেরী, রামপুর) গ্রন্থ অনুযায়ী তিনি ১৮ই সফর ১০৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। কেহ কেহ ১০৬১ হিজরিতে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নুযহাতুল খাওয়াতির গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে তাঁহার ওফাতের তারিখ ১৮ই সফর ১০৬০ হিজরি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোহাম্মদ ফারুকের নিকট লিখিত।
(খাজা আবদুল গফুর সমরখন্দীর পুত্র)
মকতুব নং–৩৩

উন্নতিকামী ও সৌভাগ্যের পরিচয় বহনকারী, তোমাকে দোয়া জানাইতেছি। দ্বীনের এলেম ও জ্ঞান অর্জন করিয়া তুমি বাগ্মী হওয়ার চেষ্টা কর। তোমার সকল কার্যকলাপ যাহাতে এলেম অনুযায়ী হয় তাহার জন্যও চেষ্টা ও পরিশ্রম করিও। বেআদব, বিভেদ সৃষ্টিকারী ও পথভ্রষ্ট বেদাতী ব্যক্তিগণের সহবত হইতে নিজেকে দূরে রাখিও। তুমি যে সংযোগ (নেসবত) গ্রহণ করিয়াছ, তাহার মধ্যে নিজ অন্তরকে পরিপূর্ণ রাখিও; তাহার অধ্যাবসায়ে রত থাকিও এবং যাহাকিছু সেই অধ্যাবসায় ও স্থায়ীত্বের পরিপন্থী তাহা বর্জন করিও। সত্যি, ইহা আল্লাহ্তায়ালার যে কি সুন্দর নেয়ামত, যাহার বাহিরের সবকিছু শরীয়তের আদেশ-নির্দেশ দ্বারা সুসজ্জিত এবং ভিতরের সবকিছু উন্নত সম্পর্ক (নেসবত) দ্বারা সমৃদ্ধ। তোমার বড় ভাইয়ের সহবতকে মূল্যবান ও মর্যাদাদায়ক বলিয়া মনে করিবে। তাহার মজলিশের সহিত নিজের সংশ্রব রাখিবে এবং যেভাবে সে পরিচালনা করে তাহার প্রতি তুমি যথাসাধ্য মনোযোগ দিবে। নিজ অবস্থার কথা সকল সময় লিখিতে থাকিবে এবং ফকিরদের এই সম্পর্কের সহিত নিজেকে কায়েম রাখিবে। ওয়াস্ সালাম।

খাজা মোহাম্মদ ফারুকের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–৩৪

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম– পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি। রসুলে করিম স. এর উপর এবং দৃঢ়ভাবে তাঁহার তরিকা অনুসরণকারীগণের উপর অশেষ দরূদ ও সালাম।

জানিতে পরিলাম যে, তুমি সময়ে নিজেকে বাগ্মি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছ এবং সাধ্যমত অর্থহীন কাজে নিয়োজিত থাক না। ইহার জন্য

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সত্যিই ইহা এক আশ্চর্য নেয়ামত যে, এই যৌবনকালে সহায়-সম্পদে ভাগ্যবান হওয়া সত্ত্বেও সেই পবিত্র সত্তার দিকে মনোযোগ রাখিতেছ এবং সেইসঙ্গে সকল সময় একাগ্রচিত্ততার জন্য চেষ্টা করিতেছ। এই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং এই ঐশী দান যাহাতে আরও অধিক মাত্রায় লাভ করিতে পার তাহার জন্য চেষ্টা কর। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন– 'তোমরা শোকর আদায় (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করিলে আমি তোমাদের জন্য নেয়ামত আরও বর্ধিত করিয়া দিব।"

ইহা জানিতে হইবে যে, আকৃতিগত একাগ্রতা যাহা কেবল বাহ্যিক দিক হইতে সম্পর্কযুক্ত, তাহা এই মৌলিক নেসবতেরই (সম্পর্কেরই) প্রভাবে হইয়া থাকে– যাহার নিয়ামক সেই অদৃশ্য বাতেন। তবে ইহা এমন নহে যে, অদৃশ্য সংযোগ (নেসবতে বাতেন) পূর্ণমাত্রায় বাহ্যিকভাবে উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হইয়া যাইবে। ইহা এই কারণে যে, অদৃশ্য সংযোগ হইতেছে সেই নির্দিষ্ট মনজিলের জন্য প্রেমিকস্বরূপ আর বাহ্যিক অবয়ব হইতেছে তাহার প্রেমিকাসদৃশ্য এবং সেই প্রেমিকার বন্ধনে প্রেমাস্পদ সহজে ধরা দেয় না। মনোহর ইঙ্গিত ও প্রেমের বিচিত্র লীলাখেলা হইতেছে প্রেমিকের জন্য প্রেমউদ্দীপক উপকরণ। প্রণয়াসক্ত প্রেমিকা প্রেমের ব্যাপারে যত বেশী আশান্বিতা ও ব্যাকুল হইয়া উঠে, প্রেমিক সেই পরিমাণে তাহার প্রেমের কলাকৌশল বাড়াইয়া দেয়। অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে, বাহ্যিক অবয়বধারীরূপ যত বেশী অশরীরী অরূপ-রতন-মানসে নিজেকে উৎসর্গ করিতে থাকে এবং তাহার সমৃদ্ধির জন্য আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া অরূপের নাগাল পাওয়ার জন্য যত বেশী চেষ্টা করে, অশরীরী অরূপ তাহার নিকট তত বেশী অপরিচিত হইয়া যাইতে থাকে এবং সুদৃশ্য অবয়বধারী রূপের বাহু-বন্ধনের নাগাল হইতে তত দূরে সরিয়া যাইতে থাকে।

বাহ্যিক আনুগত্য ও সাধনা, আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও সজীবতাকে সমৃদ্ধ করিবার উপায় ও উপকরণ। লক্ষণীয় যে, বাহ্যিক প্রচেষ্টাসমূহ অদৃশ্য বন্ধুত্বের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে– যেহেতু প্রেমের গর্ব ও অমুখাপেক্ষিতা তাহার প্রয়োজনীয় উপাদান– সফলতার শেষপ্রান্তে পৌছাইয়া দেয়। এই কারণেই শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার পর সেই অদৃশ্য সংযোগ নিজ জ্ঞান ও বোধশক্তির সীমানার বাহিরে চলিয়া যায়।

জনৈক বুজুর্গ বলিয়াছেন, অদৃশ্য যোগাযোগ যত অজানা থাকে তত সুন্দর। সিদ্দীকে আকবর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন–

"জ্ঞানের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সে সম্পর্কে অসামর্থ্য প্রকাশ করাও জ্ঞানের পরিচয়।" বাহিরের এই তৃষ্ণা ও অপ্রাপ্তি সেই অবধি থাকে যে পর্যন্ত বাহ্যিক কার্যকলাপ কায়েম থাকে। বাহ্যিক শৃঙ্খলার মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা ও বিপত্তি দেখা দিবে এবং তাহার মহাপ্রস্থানের ধ্বনি উচ্চকিত হইয়া উঠিবে, গোপন অভ্যন্তর তখন ময়দান খালি পাইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ্যে পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিবে।

ইহা এই জন্য যে, ভিতরের পর্দা যাহা বাহিরের সম্পর্কের সহিত যুক্ত ছিল, তাহা অপসারিত হইয়া গিয়াছে এবং যেহেতু মৃত্যু হইতেছে কিয়ামতের প্রাথমিক পর্যায়, এই জন্য এই সময়ে যে অবস্থা পরিলক্ষিত হয় তাহা উত্তম ও সুন্দর– এমন কি তাহা প্রতিবিম্ব হইতে দূরে এবং মূলের অতি নিকটবর্তী হইয়া থাকে। আর যেহেতু ঘুমের সহিত মৃত্যুর ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সম্বন্ধ বিদ্যমান, এই হিসাবে কোন কোন ভাগ্যবানের ক্ষেত্রে ঘুমের মধ্যে এই ধরনের অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়, যে অবস্থা মৃত্যুকালের অনুরূপ হইয়া থাকে এবং জাগ্রত অবস্থায়ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে।

এই অধম অন্য একটি পত্রে বিশদভাবে এই বিষয় সম্পর্কে লিখিয়াছে, তাহা দেখিয়া লইবে।

যখন সাময়িক বিচ্ছেদের কাল শেষ হইয়া আসিবে এবং দীর্ঘস্থায়ী (মৃত্যু হইতে পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত) বিচ্ছেদের যবনিকা উন্মোচিত হইবে এবং অঙ্গ প্রতঙ্গের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ, ক্ষয়প্রাপ্ত জীর্ণ হাড়গোড় একত্রিত করা হইবে, হিসাব-নিকাশের বাধা-বিপত্তি ও ক্ষতির আশংকা হইতে সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (পাক-সাফ) হইয়া যাইবে– সেই সময়ে মৌলিক উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত দেহের আসল অবস্থায় নৈকট্যের দৌলত হাসিল হইবে এবং দেহ তখন এই আল্লাহর বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য দিতে থাকিবে– "আমি চাই যে, আমার নিয়ামতকে আমি ঐ সমস্ত লোকদিগের জন্য বেশী করিয়া দিই যাহাদিগকে পৃথিবীতে দুর্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে আমি (এখন) নেতা করিয়া দিব এবং আমার উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) বানাইব।"

এই হতভাগ্য শরীরের উপর যাহারা পার্থিব জগতের কঠিন আঘাতসমূহ সহ্য করিয়াছিল, অত্যাচারীর উৎপীড়ন বরদাস্ত করিয়াছিল, প্রতিকূল আদেশ ও নিষেধের চাপে পিষ্ট হইয়াছিল এবং দুঃসহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল ও পরে মাটির কবরের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, একাকী বিচ্ছেদের অনলে ও বাসনার জ্বালায় জ্বলিয়াছিল– অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে, ভরা মজলিশে সমস্ত লোকের সম্মুখে, তাহাদিগকে সাম্রাজ্যের মসনদে বসানো হইবে এবং পূর্ণ মর্যাদায় উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া আনন্দ আহলাদে ভরপুর ও আরাম-আয়েশে পরিপূর্ণ সেই জগতের নেতা ও পুরোধা করা হইবে।

ইহার বিপরীত ব্যাপার পার্থিব জগতের জন্য। এখানে অভ্যন্তর (বাতেন) নৈকট্য লাভের ব্যাপারে প্রধান আর বহিরাঙ্গ (জাহের) তাহার অনুগত। অবশ্য এমন ব্যাপার হইবে না যে, বাতেনের নিকট হইতে সংযোগ কাড়িয়া লইয়া তাহা জাহেরের নিকট অর্পণ করা হইবে। না, তাহা নয়, বরঞ্চ অবস্থা এমন হইবে যে, অশরীরী বাতেন তাহার পূর্ণ মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সত্ত্বেও রূপময় অবয়বের (জাহেরের) প্রতি অনুগত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে এবং নিজ সংযোগকে তাহার (জাহেরের) সংযোগের বাহু-বন্ধনে একাকার হইয়া যাইতে দেখিবে।

মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর
নিকট লিখিত । মকতুব নং–৩৫

শুরু করিতেছি আল্লাহর নামে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, রসুলে করীম স. এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আল্লাহ্‌পাকের কাছে হাজার হাজার শোকর যে, ফকিরদের স্মরণ করা হইতে তুমি গাফেল হইয়া থাক নাই এবং তোমার লক্ষ্যকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তুমি একমাত্র আকাঙ্খিত বস্তুর দিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছ। তুমি চিঠিপত্রে প্রায় মৃত্যুর প্রভাবজনিত আতঙ্কের কথা লিখিয়া থাক। ইহা তো এমন এক শোক-দুঃখের ব্যাপার যাহা কবর পর্যন্ত সঙ্গী হইয়া থাকে। কোন মুসলমানের পক্ষে এই দুঃখ-চিন্তা ভুলিয়া থাকা উচিত নয়– কম-বেশী কিছু না কিছু তাহা থাকিতে হইবে। যাহার এই দুঃখ অধিকমাত্রায় আছে তাহার জন্য ইহা পূর্ণ ঈমানের আলামত। তুমি সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা পালন কর– "তোমরা শোকর আদায় করিলে আমি তোমাদের জন্য নেয়ামত আরও বর্ধিত করিয়া দিব।"

তুমি লিখিয়াছ যে, পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করার ব্যাপারে কোন সুসংবাদ তুমি লাভ করিতে পার নাই। আল্লাহ্‌পাকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি যে, তুমি পূর্ণ ঈমানের ব্যাপারে সুসংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছ– যেমন তুমি লিখিয়াছ যে, সব সময় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তুমি অনুনয়-বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিয়া থাক, যেন তিনি তোমাকে সামান্য পরিমাণ ঈমান নসীব করেন। বিশেষ করিয়া রমযান মাসে যখন তুমি অসুস্থ ছিলে, তখন তোমার প্রতি এলহাম হইয়াছিল যে, 'আমার ভাণ্ডারে কোন কিছুর কমতি নাই, তুমি পূর্ণ ঈমানের জন্য প্রার্থনা কর।' সেই পরম দাতা ও দয়ালু যখন এই ধরনের বস্তু পরিপূর্ণতার সঙ্গে তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থনা করিবার জন্য ইঙ্গিত প্রদান করেন– যাহা তাঁহার নিকট সর্বদা মজুদ আছে– সেক্ষেত্রে এই আদেশ তাঁহার করুণার দান ও বখশিশের দলিল হইয়া যায়। এমনিতে বিশ্বাসের দৃষ্টিতেও যদি দেখ তবু সুসংবাদ প্রাপ্তির খবর সঠিক, তবু যেহেতু একেবারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না (কেননা ওহী বা প্রত্যাদেশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে) সেইজন্য প্রবৃত্তিজনিত সন্দেহ থাকিয়া যায় এবং ভয় ও আশাও থাকে।

তুমি তোমার মুরিদ সূফী মোহাম্মদ শরীফের দুর্ব্যবহারের বিষয়ে বারবার লিখিয়াছ। দেখ, সে যাহাকিছু বেআদবী ও অসম্মান করিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র তোমার সঙ্গে নয়, এই সিলসিলাভুক্ত সমস্ত বুজুর্গের সঙ্গেই করা হইয়াছে। তুমি তাহার পীর এবং তাহার উপর তুমি বিরক্ত হইয়াছ। সেক্ষেত্রে তাহার সহিত আমাদের সম্পর্ক কোথায়? সাধু-ফকিরদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা খুব কম থাকে। তোমার মুরিদকে এই সঙ্গে পৃথকভাবে এই ধরনের অসদাচরণের পরিণতি ও বিপদ সম্পর্কে দু-চার কথা লিখিয়া দিলাম। ইহাতে যদি তাহার বোধোদয় হয় তাহা হইলে উত্তম— অন্যথায় সে যাহা কিছু বুঝিবে বা করিবে তাহার প্রতিফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে।

তুমি জানিতে চাহিয়াছ, তোমার মধ্যে যে আস্বাদহীন নির্লিপ্ত অবস্থার প্রকাশ তাহা কি বুলন্দ হিম্মতের জন্য নাকি যোগ্যতার ক্ষেত্রে অপূর্ণতাজনিত কারণে? দেখ, অদৃশ্য সংযোগ যত বেশী উচ্চস্তরের দিকে পৌঁছাইতে থাকে তত বেশী অজ্ঞাত থাকিয়া তাহা বাহ্যিক বলয়কে স্বাদহীন করিয়া রাখে– কেননা রূপ ক্রমশঃ অরূপের নাগালের বাহিরে বহুদূরে থাকিয়া অপরিচিত হইয়া যায়। কোন আরিফ মারেফতের ক্ষেত্রে যত বেশী ঊর্ধ্বে আরোহণ করিবে, এই স্বাদহীনতার অবস্থা তাহার তত বাড়িতে থাকিবে এবং সেই অদেখার যত নিকটে আসিতে থাকিবে ততই যেন সে আরও দূরে, আরও দূরে সরিয়া যাইবে। ইহা যেন সেই রশি পাকানেওয়ালা এক শিষ্যের গল্পের মত, যে তাহার ওস্তাদকে বলিয়াছিল 'আমি রশিতে যত বেশী পাক দিয়া যাইতেছি, আপনার নিকট হইতে তত বেশী দূরে চলিয়া যাইতেছি।' তুমি লিখিয়াছিলে, তোমার এইরকম মনে হয় যে, সৃষ্টিসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করা কোন ব্যক্তির জন্য পূর্ণতাপ্রাপ্তির দলিল হইতে পারে না। নিঃসন্দেহে তাহাই বটে, কারণ সৃষ্টিসমূহকে স্বীকার করা স্রষ্টাকে স্বীকার করার দলিল নয়। কেননা, বাতিল বা মিথ্যাচার দ্বারাও কখনও কখনও সম্মান লাভ হইতে পারে– তাহা ইহলে সৃষ্টির মধ্যে এই প্রত্যাবর্তন কেমন করিয়া পূর্ণতার দলিল হইতে পারে? ওয়াস্ সালাম।

টীকাঃ হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর খলিফাগণের মধ্যে মাওলানা খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারী র. ছিলেন অন্যতম প্রবীণ খলিফা। তাঁহাকে খেলাফত প্রদান করিয়া পেশোয়ারে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে জনসাধারণ তাঁহাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিরলস প্রচেষ্টায় বহু ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার আবর্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া মুক্তির তীরে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে অনেকে খেলাফতও লাভ করিয়াছিলেন।
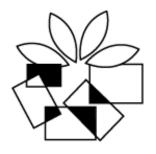
শায়েখ মোহাম্মদ শরীফ কাবুলীর নিকট লিখিত। মকতুব নং–৩৬

সকল প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার প্রেরিত রসুল স. এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

ইহা জানিতে পারিলাম যে, তুমি তোমার পীর ও মোর্শেদ মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীককে ব্যথিত ও পীড়িত করিয়াছ। তাঁহার মান-মর্যাদা তুমি ক্ষুণ্ন করিয়াছ। তাঁহার প্রতি তোমার দারুণ ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্যবহার প্রকাশ পাইয়াছে এবং তোমার আগেকার আমলসমূহ বদলাইয়া গিয়াছে। মাওলানা তোমার প্রতি এত বেশী নারাজ হইয়াছেন যে, তিনি তোমার নিকট হইতে সমস্ত কিছু ছিনাইয়া লওয়ার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন। যে অখণ্ড মনোযোগ, অস্তিত্বহীন অবস্থা ও আল্লাহকে পাওয়ার আকুতি তোমার মধ্যে দেখা যাইত তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। পীর-মোর্শেদের সহিত যে সম্পর্ক তুমি ছিন্ন করিয়াছ এখন কাহার সহিত তাহা জোড়া লাগাইবে? অত্যন্ত আফসোস্ যে, অনুগ্রহের জন্য ঋণ স্বীকার করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মত সাধারণ বোধটুকুও দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তোমার মত লোকের নিকট হইতেও যদি এই ধরনের রূঢ় আচার-আচরণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে অন্যান্য মানুষের উপর আর কতখানি ভরসা রাখা যায়। এইরূপ হইলে তো ভবিষ্যতে যে কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া সৃষ্টজগতে স্বীকৃতি অর্জন করিবে অথবা নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বেশ কিছু ভাল বলিয়া মনে করিবে– সে অনুরূপভাবে তাহার পীর-মোর্শেদের নিকট হইতে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিবে– 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'

টীকাঃ শায়েখ মোহাম্মদ শরীফ কাবুলী ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর নিকট হইতে খেলাফতপ্রাপ্ত হজরত মাওলানা খাজা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারী র. এর খলিফা। তাঁহার পীর ও মোর্শেদ তাঁহার উপর একসময় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার পীরের নিকট হইতে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। (রওজাতুল কাইউমিয়া দ্বিতীয় খণ্ড)।

অথচ তাহার পরিবর্তে তো এইরকম হওয়া উচিত ছিল যে, এই ধরনের উন্নতির লক্ষণসমূহ দেখা দেওয়ার পর মোর্শেদের সঙ্গে তাহার ভালবাসার সম্বন্ধ ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আরও অধিক হইতে থাকিবে এবং বিনীত ও নমনীয় মনোভাব আরও বহু গুণে বাড়িয়া যাইবে। কেননা, এই রূহানী দৌলত এবং তাহার পবিত্রতা ও স্বীকৃতি কেবলমাত্র মোর্শেদের নূর ও বরকতের গুণেই পাওয়া যায়– কোন রকম অশোভন আচরণ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ সেখানে ঘটিবে না। জনৈক দরবেশ বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি যদি তোমার মোর্শেদকে অসন্তুষ্ট করে আর সেই ব্যক্তির সহিত যদি তুমি ভাল সম্পর্ক বজায় রাখ, তাহা হইলে সে তোমা অপেক্ষা অনেক উত্তম।" আর মুরিদ খোদ যেখানে তাহার মোর্শেদকে দুঃখ দেয়, তাহার কথা আর না বলাই ভাল। তুমি যাহাকিছু চিন্তা করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ ভুল। তাড়াতাড়ি নিজ অপকর্মের প্রতিকার কর এবং যেমন করিয়া পার মাওলানাকে সন্তুষ্ট কর। ইহা ছাড়া আর অন্য কোন বিকল্প নাই। যদি মাওলানা সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে আমরাও সন্তুষ্ট– অন্যথায় আমরাও তোমার প্রতি নারাজ। আমাদের সন্তুষ্টি মাওলানার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে।

কোন এক ব্যক্তি জানাইয়াছিল যে, তোমার নাকি সেরহিন্দে আসার ইচ্ছা আছে। কিন্তু মাওলানাকে সন্তুষ্ট করিয়া না আসিলে তোমার সিরহিন্দ আসা সম্পূর্ণ বৃথা হইবে। তবু যদি এখানে আস, তাহা হইলে পুনরায় পেশোয়ারে ফিরিয়া যাইয়া তাহাকে (মাওলানা সিদ্দীককে) সন্তুষ্ট করিতে হইবে। মাওলানা যখন লিখিবেন যে, আমি অমুকের উপর সন্তুষ্ট আছি, তখন আমরাও তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাইব– তুমি সেরহিন্দে আস অথবা না আস। যাহা কিছু লিখিলাম তাহা তোমার মঙ্গলের জন্যই, সে জন্য মনে কিছু করিও না।

যাহা কিছু ভাল আমি করিয়াছি মনে
জানায়েছি লিখে তাহা তোমার নিকটে,
সৌভাগ্য লভিতে পার সুশিক্ষা গ্রহণে
হও যদি ক্ষুন্ন তাহা মন্দ অতি বটে।

উপদেশ সাধারণতঃ তিক্ত ও বিস্বাদ হইয়া থাকে– কিন্তু সেই ব্যক্তি প্রকৃত বুদ্ধিমান যে এই তিক্ততাকে কৃতজ্ঞতায় রূপান্তরিত করিতে পারে এবং তাহার মৌলিক আস্বাদ গ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্যশালী হইতে পারে।
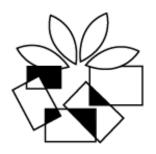
মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর নিকট লিখিত। মকতুব নং– ৩৭

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম– পরম মেহেরবান ও দয়াবান আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। তোমার পত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। মোল্লা মোহাম্মদ শরীফ কাবুলী সম্পর্কে লোকজন বলিতেছে যে, এখন তাহার অনেক কিছু সংশোধন হইয়াছে এবং সে তাহার পূর্বের ত্রুটিপূর্ণ কার্যাবলীর পরিবর্তন করিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া তাহার আগের ভুলত্রুটিসমূহ মাফ করিয়া দেওয়া যায়।

তোমাকে ও তোমার নিকটে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সকলকে ওয়াস্ সালামু আলাইকুম।

মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর নিকট লিখিত। মকতুব নং– ৩৮

আলহামদু লিল্লাহী ওয়া সালামুন 'আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্তুফা– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

তুমি যে সুন্দর পত্রখানি পাঠাইয়াছ তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সত্য, সুন্দর ও পবিত্র তরিকাতে আল্লাহতায়ালা তাঁহার ইচ্ছামাফিক তোমাকে অটল থাকার সৌভাগ্য দান করুন এবং আকাংখিত প্রিয়তমকে লাভ করার পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা হইতে তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি লিখিয়াছ যে, নির্দেশ অনুযায়ী, শিক্ষাদীক্ষার কাজ অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে সম্পাদন করিতেছ এবং এই পথের সন্ধানে আগত কোন পথিক তাহার শুভ-প্রভাব হইতে

বঞ্চিত থাকে না। আরও লিখিয়াছ যে, তাহাদের অধিকাংশই প্রথম মনোযোগের আকর্ষণে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে– আলহামদু লিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্তায়ালার প্রাপ্য। তোমার প্রতি এই মহান অনুগ্রহের জন্য তুমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতে থাক, তবে আত্মগর্ব ও অহঙ্কার হইতে অবশ্যই সতর্ক থাকিবে। এই কাজ দাওয়াতের পর্যায়ভুক্ত, ইহাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া মনে করিবে। সেইসঙ্গে সকল সময় এই কথা স্মরণ করিতে থাকিবে যে, আমি যথাযথভাবে এই মহৎ কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেছি না।

শিক্ষার্থীদের অবস্থাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া তাহার পরিমাপ করিবে ও তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তাহাদের প্রতি সঠিকভাবে মনোযোগ প্রদান করাকে উচ্চ শ্রেণীর ইবাদত বলিয়া মনে করিবে। তুমি এই কাজকে সহজ সাধারণ কাজ বলিয়া মনে করিও না। এই কাজ ও অন্যান্য হক আদায় করিবার পর সাধ্যানুযায়ী অধ্যয়ন ও স্মরণ (দরস্ ও জিকির) করিবার মত আনুগত্যের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিবে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে আল্লাহকে প্রিয় করে তোলে এবং তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্র ভালবাসার সৃষ্টি করে।

মাওলানা মোহাম্মদ আমিনের
নিকট লিখিত। মকতুব নং–৩৯

আলহামদু লিল্লাহী ওয়া সালামুন 'আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তফা – যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম। তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি (সামগ্রিকভাবে এবং বাক্যাকারে) নিম্নবর্ণিত দুইটি আয়াতের সমতা কীভাবে বোধগম্য হইতে পারে তাহা জানিতে চাহিয়াছ– (১) "আপনি বলিয়া দিন যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহর তরফ হইতে হয়";(সুরা নেসা)।

(২) "যে নিয়াতম তুমি লাভ কর তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে এবং যে কষ্ট ও বিপদে তুমি পতিত হও তাহা তোমার প্রবৃত্তির (নফসের) পক্ষ হইতে।" (সুরা নেসা)।

(ইহার জবাব হইতেছে) অন্ধকারকে (যাহা হইতে এই স্থানে বিপদসমূহের অর্থ প্রযোজ্য) সৃষ্টি করা আল্লাহ্তায়ালারই কাজ কিন্তু তাহা বান্দার বদ্ আমলের শাস্তি। সে নিজের খারাপ কাজের কারণে বালা-মসিবতের মধ্যে পতিত হয়। যেমন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসুলেপাক স. বলিয়াছেন– একজন মুসলিমের উপর কোন মসিবত পৌঁছিলে, এমনকি কোন কাঁটা বিঁধিলে বা জুতার ফিতা ছিড়িলেও, তাহা সেই মুসলিমের কৃত গোনাহর শাস্তি স্বরূপ– আর আল্লাহ্ যাহা ক্ষমা করিয়া দেন তাহার পরিমাণ তো বহুত বেশী। এখন বিপদের সৃষ্টি ও বিপদে পতিত হওয়াকে লক্ষ্য করিয়া– কুল্ কুল্লুম মিন 'ইনদাল্লাহি– "বলিয়া দিন যে প্রত্যেক কাজ আল্লাহর তরফ হইতে হয়" ঘোষণা করা হইয়াছে এবং গোনাহ্র মাধ্যমে বান্দা যে সমস্ত বিপদ আপদকে টানিয়া আনিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া "ফামিন নাফসিকা" অর্থাৎ "তাহা তোমার প্রবৃত্তির পক্ষ হইতে" বলা হইয়াছে। এখন ইহার মধ্যে আর কোন বৈপরীত্য থাকিল না। পক্ষান্তরে "হাসানাতিন" (নেয়ামতসমূহ) সম্পর্কে বলা যায় যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালকের অনুগ্রহ বিশেষ। বান্দাগণের যাবতীয় পুণ্যকর্ম শুধু তাঁহার অস্তিত্বের যে অনুগ্রহ তাহার সমান হইতে পারে না– উপরন্তু আল্লাহ্তায়ালার আরও কত যে অগণিত নেয়ামতসমূহ রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। রসুলে খোদা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, "জান্নাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না, আল্লাহর রহমত ব্যতীত। বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ইহা কি আপনার ক্ষেত্রেও? তিনি স. বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ, আমিও আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিব।"

বান্দাগণের সৎকর্মসমূহের পুরস্কার হিসাবে ইহকাল এবং পরকালের যে সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে– তাহা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের দান– যাহা বান্দার আমলকে সেই পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়।

শুধু এইটুকু আশা
আমার চোখের পানি তোমার কাছে হে প্রভু
যেন মুক্তা হয়ে হয় গো কবুল,
ঝিনুকের সিক্ত বারিকে মুক্তায়
অভিষিক্ত করিতে তুমি তো কভু
করনাক ভুল।

মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং–৪০

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন 'আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্ত্বফা– সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম। তোমার মূল্যবান পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়াছি। হকতায়ালা তাঁহার নৈকট্য লাভের আরোহণ ক্ষেত্রে তোমাকে ধারণাতীত উন্নতি দান করুন।

তুমি নূতন রচনার পাণ্ডুলিপিসমূহ চাহিয়াছ। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে বন্ধুবান্ধবকে বলিয়া দেখিব, তাহাদের নিকট নকল উপযোগী কোন অধ্যায় থাকিলে তাহার অনুলিপি তোমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। নিজ মুরিদগণের অবস্থা সম্পর্কে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা অবগত হইয়া খুব খুশী হইয়াছি। তাহাদের অবস্থাসমূহ বিবেচনার উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে উন্নতি দান রুকন এবং মূল লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিন। যেহেতু এই সময়ে এতেকাফে রত আছি এবং সম্মুখে জরুরী কাজসমূহ রহিয়াছে, সেইজন্য বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। জরুরী যে বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব বর্তাইয়াছেঃ " হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করিয়া দিন এবং আমাদিগকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"
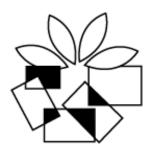
মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর নিকট লিখিত। মকতুব নং– ৪১

সম্পর্ক স্থাপন করাই হইতেছে মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার জন্য জ্ঞানের দরকার, কেননা ইহা এক স্বতন্ত্র বিষয়। যদি এই জ্ঞান দান করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অতি উত্তম। আর যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। তখন অত্যধিক কষ্ট ও পরিশ্রমের বিনিময়ে সম্পর্ক অর্জন করা হয়, তখন তাহার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা বুঝিতে পারা যায়। আর যদি বিনা কষ্টে, অনায়াসে তাহা পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তাহার যথেষ্ট মূল্য ও মর্যাদা থাকে না। যদি কেহ এই সিলসিলায় থাকিয়া তাড়াহুড়া করিতে চায়, সে সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থী নয়– তাহাকে লোভী বলা যায়। এই ধরনের লোকের একসাথে উঠাবসা করার মতোও যোগ্যতা থাকে না। দুনিয়াদারীর ধান্দায় মানুষ কী না করে? আল্লাহ্তায়ালাকে চাওয়ার ব্যাপারে তো দুনিয়াদারীর অপেক্ষা আরও অনেক বেশী কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। ধার্মিক ও সাধক ব্যক্তিগণ তো কঠিন সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম সহ্য করিয়া তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

কত দুঃসহ যাতনা কত সীমাহীন ক্লেশ
ওয়াহেদীর এ ক্ষুদ্র জীবনে ঘিরেছে,
তবে না একদা গভীর নিশীথে সে-অশেষ
সৌভাগ্যের ধারা ভাগ্যের কুলে ভিড়েছে।

সমস্ত শায়েখের সরদার (শায়েখুশ্ শায়েখ) হজরত শিহাবউদ্দিন সোহ্রাবদী তাঁহার 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' গ্রন্থে অলৌকিকত্ব ও কারামাত প্রসঙ্গে বর্ণনা করার পর লিখিয়াছেন, "এই অলৌকিকত্ব ও কারামত হইতেছে আল্লাহ্তায়ালার দান। কখনও কখনও তিনি কোন কোন জামাতকে ইহা দ্বারা সম্মানিত করিয়া থাকেন। আবার কখনও কখনও এমন হয় যে, ঐ জামাত অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ বা উন্নত কোন জামাতের নিকট অলৌকিকত্ব বা কারামতের বিন্দু-বিসর্গও থাকে না।" ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন, অলৌকিকত্ব ও কারামতের কাজ আল্লাহর জিকির ও জাগ্রত হৃদয়ের সার্বক্ষণিক উপস্থিতির (হুজুরি কলবের) তুলনায় নিম্নপর্যায় ভুক্ত।

হাফেজ আব্দুল গফুরের নিকট লিখিত। মকতুব নং–৪২

তুমি অসহায় অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও যেভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা রাখিয়াছ, তাহাতে আশা করা যায় যে, আখেরে তোমার এই ভালবাসা ফলদায়ক প্রমাণিত হইবে এবং তোমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। নিজ সত্তাকে সেই পরম সত্তার অস্তিত্বের সহিত বিলীন করিয়া দেওয়া এবং পরে সেখানে স্থায়ীত্ব লাভ করিবার (ফানা ও বাকার) পূর্বে যে চিত্র-বিচিত্র বিবিধ বর্ণাঢ্য অবস্থা যাহা শিক্ষার্থীগণের ক্ষেত্রে ভ্রমণপথের মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহা উদ্দেশ্য বহির্ভূত ও সত্য বিবর্জিত। সত্যের অনুসন্ধানকারীদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু হইতে বিমুখ হওয়া অত্যাবশ্যক– যাহাতে তাহার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে। তবে, যাহার নিকট শুধু অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ও মত্ততাই কাম্য, সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর বন্ধনে আবদ্ধ। হ্যাঁ, অবশ্য অস্তিত্বের বিলোপ সাধন ও স্থায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া হইতেছে উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত বস্তু– যাহা হাসিল করার জন্য চেষ্টা করা, এমনকি তাহার জন্য দ্বারে দ্বারে হাত পাতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ– কেননা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তি (বেলায়েত), অস্তিত্বের বিলোপসাধন (ফানা) ও স্থায়িত্বের (বাকার) সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ যাহা কিনা মানবসৃষ্টির লক্ষ্য তাহা এই অবস্থিতির (মাকামের) সহিত সম্পৃক্ত। যে ধরনের আশা-আকাঙ্খা ও প্রেমের বহ্নিশিখা এই রূপময় বিশ্বে প্রকাশ পায়, সত্যের মৌলিক পথে তাহার দরকার নাই। প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসার সঙ্গে আল্লাহর সেই একক সত্তার সম্পর্ক যাহা মত্ততা ও রূপের ঊর্ধ্বে অবস্থিত– অরূপ ও নিরাকার। এই ভালবাসার মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে অস্থিরতার অবস্থা বিরাজমান থাকে। এই কারণে কেহ কেহ এই ভালবাসাকে 'আনুগত্যের অভিপ্রায়' হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কখনও কখনও এমন হয় যে আসল ভালবাসাও 'রূপ ও মত্ততার' বেশে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং আবেগ উত্তেজনাবশতঃ চিৎকার ও বিলাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার কখনও এমনও হয় যে, এই ধরনের কোন

বাহ্যিক প্রকাশ থাকে না, মত্ততাহীন অবস্থা তখন কেবল সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। আবার এমনও হইতে পারে যে, কোন কোন সময় ভালবাসার অস্বীকৃতি অনুভূত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা তখন পূর্ণতর পর্যায়ে থাকে।

তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, পার্থিব জগতে কোন ব্যক্তির নিকট নিজ সত্তা ও বাসনা (নফস্) অপেক্ষা অন্যকিছু অধিক প্রিয় নয়। সে নিজের মা, স্ত্রী, পুত্রকন্যা অথবা যে কোন বস্তুর সহিত যতই ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখুক না কেন, তাহা কেবলমাত্র নিজ সত্তার ভালবাসার কারণেই করে। তথাপি তাহার সেই আপন আমিত্বের মধ্যে, ভালবাসার জন্য, কোন চীৎকার অথবা আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। নিজ কামনা-বাসনা ও আমিত্বের সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসার ব্যাপারে আমি যাহা বলিলাম তাহা রূপে গন্ধে বর্ণে ভরা এই দুনিয়া সম্পর্কে। অন্যথায় চিরস্থায়ী জগতে আপন আত্মা ও আমিত্ব অপেক্ষা প্রকৃত প্রেমাস্পদ অধিক প্রিয় হইয়া থাকে। অস্তিত্বের বিলোপ সাধন (ফানা) সেই চিরস্থায়ী ভালবাসার পরিচায়ক।

যদি পার এই জীবনের বিনিময়ে
সে-ধন তুমি কিনিতে,
তথাপি জানিবে হয়েছে অনেক সস্তা
পেরেছ তাহা চিনিতে।

আল্লাহর প্রিয় রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসাও এইরূপ ভালবাসার সমতুল্য। যেমন হাদীস শরীফে আছে– "তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি সেই অবধি পূর্ণ মোমিন হইতে পারে না, যে পর্যন্ত আমি, তাহার জন্য, তাহার কামনা-বাসনা (নফস), তাহার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক আপন ও প্রিয় না হইতে পারি।" যেহেতু এই উচ্চমর্যাদসম্পন্ন তরিকত সম্মানিত রসুল স. এর প্রতিনিধিত্বকারী এবং আল্লাহ্পাকের দয়া-দাক্ষিণ্য পাওয়ার মাধ্যমে– তাঁহার প্রতি ভালবাসার ব্যাপারও সেইরকম মর্যাদাবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ হইবে। ওয়াস্সালাম।
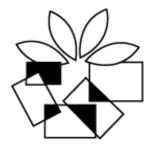
মাওলানা হোসেন আলীর নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪৩

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন 'আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্ত্বফা– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম। মহান আল্লাহ্ তোমাকে মোস্তফা আল্‌াইহি আস্‌সালাতু ওয়া সাল্লামের শরীয়ত ও সুন্নতের পথে বিশ্বস্ত ও সুদৃঢ় রাখুন।

দেখ, আমাদের বুজুর্গগণ সুন্নতের আমলকে অবলম্বন এবং বেদাতকে বর্জন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত কার্যাবলী যাহা ধর্মের মধ্যে (ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা যদিও অভ্যন্তরীণ বিষয়ের (বাতেনের) জন্য লাভজনক বলিয়া মনে হয় তবু তাঁহারা সে সমস্ত কাজ করিতেন না। অন্যদিকে সুন্নতের আনুগত্যকে যদিও বাহ্যিকভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের জন্য লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না তবু তাহা কোনমতেই হাতছাড়া করিতেন না।

ওয়াস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়াআ'লা মিনদিকুম।

টীকাঃ সম্ভবত হাফেজ আবদুল গফুর পেশোয়ারী মোজাদ্দেদী, হাজী ইসমাইল পেশোয়ারীর খলিফা ছিলেন এবং শায়েখ শাদী মোজাদ্দেদী লাহোরীর মুরিদ ছিলেন। প্রথমে বর্ণিত মোর্শেদের সম্মানের জন্য দুই দিক হইতে এবং শেষ দিকে শায়েখ আদম বিন্নুরী র. এর মুরিদ ছিলেন। তিনি পরিপূর্ণতা ও বহু সদ্বগুণের অধিকারী ছিলেন। ১১১৬ হিজরির মহিমান্বিত ১৪ই শাবান ছিল তাঁহার ওফাত দিবস। তাঁহার মাজারশরীফ পেশোয়ারে অবস্থিত। (দ্রষ্টব্যঃ খাযীনাতুল আসফীয়া– পৃষ্ঠা ৬৫৪-৬৫৭।)।

শায়েখ আলীম জালালাবাদীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪৪

প্রশংসা, দরূদ ও দ্বীনের দাওয়াতের প্রতি আহবানের পর জানাইতেছি যে, এখানকার ফকিরদের অবস্থা আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায় প্রশংসার যোগ্য। আশা করি দূরের বন্ধুগণও 'নির্বাচিত উত্তম পথে' এবং সৃষ্টির গৌরব ও সর্বোত্তম আশীর্বাদ, সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বোতভাবে অভিনন্দিত সেই বিশ্বনেতা হজরত মোহাম্মদ স. এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আনুগত্যে বিশ্বস্ত রহিয়াছেন। রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্যের জন্য কয়েকটি শ্রেণী ও মর্যাদার স্তর রহিয়াছে। হজরত কেবলা মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৪ নম্বর মকতুবে এই আনুগত্যকে ৭ (সাত)টি স্তরে বিন্যস্ত করিয়াছেন।

প্রথম স্তর দুইটি পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করা যায়– যাহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আমলগুলির (কার্যাদির) সহিত সম্পর্কিত। ইহার তৃতীয় স্তরটি, একদিকে অন্তরের অখণ্ড মনোযোগ দ্বারা অর্জিত হইয়া থাকে, অন্যদিকে তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে– তাহা এইজন্য যে, এই স্তরের আরম্ভ অর্জনের মাধ্যমে সূচীত হয়। চতুর্থ স্তরে এই আনুগত্য দান করা হইয়া থাকে–কিন্তু বিশ্বাস ও আমল অর্জনের ক্ষেত্রে তাহার যোগ্যতা থাকে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তর ইহা অপেক্ষা আরও বহু উন্নত ও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সপ্তম স্তর সম্পর্কে আর কি লিখিব– তাহার মর্যাদা ও উন্নত অবস্থার কথা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। ওয়াস্সালাম।

টীকাঃ শায়েখ আবদুল আলীম জালালাবাদী ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর অন্যতম খলিফা।

মোহাম্মদ কাশফের নিকট লিখিত। মকতুব নং-৪৫

প্রশংসা, দরূদ ও দ্বীনের দাওয়াতের দিকে আহ্বানের পর জানাইতেছি যে, তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তুমি পুনরায় জানিতে চাহিয়াছ, বিতির নামাজের পরে সিজদা করা শুদ্ধ না অশুদ্ধ? তোমার প্রশ্নের উত্তর এই ফকির বহু পূর্বেই পাঠাইয়া দিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তাহা তুমি পাও নাই। উত্তরের সারমর্ম হইতেছে যে, ইহা আমাদের এবং আমাদের হজরতের (হজরত মোজাদ্দেদ আলফে সানি রহমতুল্লাহর) আমলের মধ্যে নাই। উলামাগণ ইহা করার জন্য নিষেধ করিয়াছেন- কাজেই এইরূপ করা ঠিক নয়। সুন্নতের কিতাব আল হুদাতে (হুদা অর্থ সৎপথ প্রদর্শন) আছে, "বিতির নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিয়া যে দুইটি সিজদার প্রথা হিন্দুস্তানে চালু আছে সে সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য বা উৎস পাওয়া যায় না। ফিকাহ্ (ইসলামী শরিয়ত বিষয়ক আইন) গ্রন্থেও এই নামাজ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই। আরবের লোকজনদের মধ্যেও এই ধরনের কোন আমল নাই। হয়ত শাফেয়ীগণ ইহার মহত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু অধিকাংশ হানাফীগণ এই সম্পর্কে একেবারেই কিছু জানেন না। আমি মদীনার ফিকাহবিদগণের নিকট হইতে এই দুই সিজদার ব্যাপারে জানিতে চাহিয়াছিলাম- তাঁহারাও এ সম্পর্কে অপছন্দের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

টীকাঃ খাজা মোহাম্মদ কাশফ কাশগড়ী হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর খলিফা ছিলেন। তাঁহাকে খিলাফত দেওয়ার পর কাশগড়ে প্রেরণ করা ইহয়াছিল। (রওজাতুল কাইউমিয়া)।
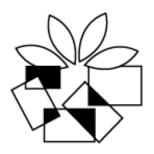
মোহাম্মদ আশুর বোখারীর নিকট লিখিত। মকতুব নং–৪৬

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। মহান আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে অন্যান্য সমস্ত কিছুর বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার নৈকট্য প্রাপ্তির পথে উন্নতি দান করুন এবং কলেমা তৈয়বের প্রাচুর্য দ্বারা অভিসিক্ত করিয়া দিন। আল্লাহ্ প্রেমিক ব্যক্তির জন্য এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত যে, অন্তর্লোককে জ্যোতির্ময় করিয়া তোলার জন্য এই মোবারক কলেমা অপেক্ষা অধিকতর ভাল আর কোন কলেমা নাই। ইহার প্রথম অংশ দ্বারা প্রত্যয়দীপ্ত ভক্ত (সালেক) ইপ্সিত মূলসত্য ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কিছুর প্রতি অস্বীকৃতি জানায় এবং দ্বিতীয় অংশ দ্বারা চিরসত্য মাবুদের (আল্লাহর) প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে– ইহাই হইতেছে সমস্ত পথের (সুলুকের) সারসংক্ষেপ।

না করলে ভাই ঝাড়ু দিয়ে সব
'লা' এর রাস্তা সাফ
পাবেনাক খুঁজে তুমি 'ইল্লাল্লাহ
দালানের ধাপ।

তুমি এমন সব উপদেশ চাহিয়াছ যাহা সুন্দর স্বভাব ও উত্তম আচার ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। আসলে, শরীয়ত ও নবী করিম স. সম্পর্কিত হাদিসের কিতাবসমূহ হইতেছে সুন্দর আচার ব্যবহার ও উত্তম স্বভাবের জন্য পরিপূর্ণতার প্রতীক ও প্রতিভূ। প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ (শরীয়ত) পালন কর এবং মোস্তফা আলাইহি সলাতু ওয়া সাল্লামকে সমস্ত কাজকর্মে নেতা ও পুরোধা হিসাবে মনেপ্রাণে গ্রহণ কর। পরকালের মুক্তি এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নৈকট্য প্রাপ্তির শ্রেণীসমূহ ইহার সহিত সম্পর্কবদ্ধ। সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, কেননা সময় হইতেছে অতিশয় মূল্যবান বস্তু– ইহাকে অর্থহীন কাজে ব্যয় করা উচিত হইবে না। মানুষজনের সহিত প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত

পরিমাণে মেলামেশা করিবে। এই পথে মাত্রা অতিরিক্ত মেলামেশা করা হিংস্র পশুর মত মারাত্মক। রাত্রিকে জীবিত রাখা এবং উষাকালে ক্রন্দনরত থাকাকে উত্তম বলিয়া মনে করিবে। অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দেওয়ার মধ্যে তৃপ্তিকর আস্বাদে ডুবিয়া থাকা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে– এই কাজ অন্তরকে অনুজ্জ্বল ও বিবর্ণ করিয়া দেয়। প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে ও খোলামনে কথা বলিবে। সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার বিষয়গুলি ভালভাবে পালন করিবে– কখনও এই ব্যাপারে অসতর্ক হইও না।

আহারে, নিদ্রায় ও কথায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা ভাল।

গলায় গলায় খেয়ে যেন ফের
বের করিস না বমি ক'রে,
অল্প খাওয়ার দুর্বলতায় দেখিস
প্রাণ-পাখি না ঝিমিয়ে পড়ে।

মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীক পেশোয়ারীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং–৪৭

কি সুখ, কি দুঃখ, সর্বাবস্থায় প্রশংসার মালিক আল্লাহ। যাহা কিছু আসে সেই প্রকৃত বন্ধু ও মহামর্যাদাশালী আল্লাহর তরফ হইতে আসে এবং তাহা প্রিয়জনের দৃষ্টিতে অন্তর্লোকে অত্যন্ত মনোহর ও আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। তাঁহার নিকট হইতে যে সমস্ত ব্যথা-বেদনা আসিয়া উপস্থিত হয় প্রিয়জন তাহার মধ্যেও এমন আস্বাদ প্রাপ্ত হয় যেমন তাঁহার পুরস্কার হইতে পাইয়া থাকে। তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত পুরস্কারকে সৌন্দর্যের বিকাশ এবং দুঃখ বেদনাকে মহিমার প্রকাশ বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ উভয় বস্তুকেই তাঁহার পরিপূর্ণ গুণ ও প্রশংসার বস্তু হিসাবে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া লয় গুণাবলীকে প্রশংসার সোপান বলিয়া মনে করে অর্থাৎ গুণাবলী হইতে প্রশংসার দিকে আসক্ত হইয়া পড়ে।

সন্তান ও প্রিয়জনের মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া লও এবং ধৈর্য অবলম্বন কর। যেহেতু এই কাজ সেই মহান বন্ধুর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, সেজন্য ইহার আস্বাদে আস্বাদিত হও এবং এই কার্য প্রতিপন্নকারীকে লাভ করিবার জন্য ইহাকে

আরোহণের সোপান হিসাবে গ্রহণ কর। আর্তনাদ করিয়া ভাগ্যকে দোষ দেওয়ার এবং অধৈর্য হওয়ার অবকাশ কোথায়? সন্তানের জীবিত অবস্থায় যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে এবং তাহাকে আল্লাহপাকের প্রকাশ্য দান বলিয়া মনে করিতে– তাহাকে হারনোর পরেও ঠিক সেইমত আনন্দিত থাক এবং নিজের জন্য এক মহৎ শিক্ষা বলিয়া ইহাকে মনে কর। এমনকি এই ব্যথা বেদনা যাহা সেই প্রকৃত বন্ধুর সম্মতি লাভে বাতায়নস্বরূপ, তাহাকে নিজ সৌভাগ্যের অন্তর্নিহিত বিষয় বলিয়া মনে কর। এই দুনিয়ার বিপদাপদ যদিও বাহ্যিকভাবে হৃদয়বিদারক ও গভীর ক্ষতের কারণ, তবুও প্রকৃত দৃষ্টিতে তাহা উপশম ও মুক্তির হেতু– নৈকট্য ও উন্নতি প্রাপ্তির নিমিত্তস্বরূপ। কোন এক কবি কত সুন্দরভাবেই না বলিয়াছেন ঃ

তোমার সকল মর্মদাহ, সকল দুঃখ বেদনা
পরিশুদ্ধ ঔষধ ছাড়া তো আর কিছু নয়
জীবনে কাহারো মুখ চেয়ে যেন কখোনো থেকো না
কিসের ভাবনা আর আমি যদি তব বন্ধু হই।
ইশকের পথে যদি হয়ে যাও গুম খুন
তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাও হে প্রিয় বান্দা মোর
যে রক্তের ধারা বয়ে যায় গাও তার গুণাগুণ,
প্রেমের এ দরিয়ায় বেঁধে রাখ মোর প্রেম ডোর।

মীর মোহাম্মদ খাফীর নিকট
লিখিত। মকতুব নং–৪৮

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে ও তোমাদিগকে, সাইয়েদুল মুরসালীন হজরত মোহাম্মদ স.-কে যথার্থভাবে অনুসরণ করিবার তওফিক দান করুন।

হে নম্রতার লক্ষণবাহী! এই দুনিয়াতে জীবনের আয়ুষ্কাল নেহায়েত কম কিন্তু অনন্তকালের অফুরন্ত জীবনের ফলাফল এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আয়ুর সহিত সম্পর্কযুক্ত ও কার্যপরম্পরায় আবদ্ধ। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে এই অল্প সময়ের অবকাশকে আল্লাহর দান হিসাবে গ্রহণ করিয়া পরকালের উপায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং একটি দীর্ঘ সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের ভাণ্ডার

গড়িয়া তোলে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার সৃষ্টজগতের মধ্যে তোমাকে একটি বড় জামাতের আশ্রয়স্থল হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে থাক এবং সেইসঙ্গে আল্লাহর সৃষ্টির প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করিবার জন্য সাহসের সহিত ভালভাবে কোমর বাঁধিয়া নামিয়া পড়। নিজ সৃষ্টিকর্তার বান্দাগণের খেদমত করাকে ইহকাল ও পরকালের উন্নতির জন্য সফলকাম হওয়ার উপায় বলিয়া মনে করিবে।

উত্তম আচরণ, সকলের হিতার্থে হাসিমুখে আচার ব্যবহার করা, স্বভাবে নম্রতা এবং সৃষ্টজীবের প্রতি কোমল ও সহনশীল থাকাতে হকতায়ালার রেজামন্দী লাভ করিবার উপায়, মুক্তিলাভের ভিত্তি ও উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবার নিমিত্ত বলিয়া মনে করিও।

হাদীস শরীফে আছে ঃ "মখলুক হইতেছে আল্লাহ্তায়ালার পরিবার। অতএব আল্লাহ্তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দের সে, যে তাঁহার সৃষ্টজীবের সহিত সদ্ব্যবহার করে।"

এখন মুসলমানগণের প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করার শ্রেষ্ঠত্ব তথা উত্তম আচরণ ও বিনয়ের মহত্ব সম্পর্কে লিখিতেছি। এইগুলি সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করিবে, যদি কোন হাদীসের অর্থ বোধগম্য না হয় সেক্ষেত্রে কোন দ্বীনী আলেমের নিকট হইতে বুঝিয়া লইবে।

আল্লাহর পয়গম্বর সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন– মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে নিজের ভাইয়ের প্রতি কোন জুলুম করে না এবং অন্য কাহাকেও তাহার প্রতি জুলুম করিতে দেয় না। যে ব্যক্তি তাহার নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ্তায়ালা সেই ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি তাহার কোন মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ দূর করে, আল্লাহতায়ালা তাহার প্রতিদানে শেষ বিচারের দিনে তাহার দুঃখ দূর করিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে খুশী করিবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে তাহাকে খুশী করিবেন (বোখারী ও মুসলিম)।

হাদীস গ্রন্থ মুসলিম শরীফে আছে– আল্লাহ তাঁহার বান্দার সাহায্যের জন্য থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তাহার ভাইয়ের সাহায্যের জন্য থাকে।

হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে– আল্লাহর মখলুকে (সৃষ্টিতে) এই ধরনের কিছু লোক থাকেন, যাঁহাদিগকে তিনি এই কারণে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা মানুষের অভাব পূরণ করিবে আর মানুষ হতবুদ্ধি অবস্থায় নিজ নিজ প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের নিকটে আসিবে (সংক্ষিপ্ত, তিবরানী)।

হাদীস শরীফে ইহাও আছে– আল্লাহ্তায়ালা কিছু ব্যক্তিকে ধন-দৌলত দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা বান্দাদের উপকার করিতে পারেন। তাঁহাদের

ধন-সম্পদ যে পর্যন্ত তাঁহারা আল্লাহর বান্দাদের জন্য ব্যয় করিতে থাকেন, আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে ধন-সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর যখন তাঁহারা দান সামগ্রী বিতরণ করা বন্ধ করিয়া দেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সমস্ত ধন-দৌলত কাড়িয়া লন এবং অন্যজনের দিকে তাহা স্থানান্তরিত করিয়া দেন (ইবনে আবীদ দুনিয়া, তিবরানী।)

আর একটি হাদীস হইতেছে– যে ব্যক্তি তহার ভাইয়ের অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবে তাহার সেই সৎকর্ম দশ অপেক্ষা উত্তম। (তিবরানী ও হাকেম হইতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত।)

অন্য একটি হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি তাহার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে ছুটাছুটি করিবে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য ৭০টি করিয়া নেকী লিখিবেন এবং ৭০টি করিয়া ত্রুটি মুছিয়া দিবেন এবং তাহার এই আমল ঘরে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত জারি থাকিবে। আর যদি তাহার সেই ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ হইয়া যায় সেক্ষেত্রে চেষ্টাকারী সেই ব্যক্তি তাহার গোনাহ্সমূহ হইতে এমনভাবে পরিষ্কার হইয়া যাইবে যেন সে কেবলমাত্র আজই জন্মগ্রহণ করিল। আর যদি চেষ্টায় রত থাকাকালে তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (ইবনে আবীদ দুনিয়া)।

অপর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে– যে ব্যক্তি তাহার মুসলমান ভাইয়ের নির্ধারিত গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছানোর এবং অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের জন্য নিমিত্তস্বরূপ হইবে, সেক্ষেত্রে পুলসিরাত অতিক্রম করিবার সময়ে আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে সহায়তা প্রদান করিবেন যখন লোকদের পদযুগলগুলি পুলসিরাতের উপর অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান থাকিবে (তিবরানী)।

আর একটি হাদীসে আছে, ফরজসমূহ পালন করার পর, আল্লাহ্তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় কাজ হইতেছে, কোন মুসলমান ভাইকে সন্তুষ্ট করা (তিবরানী)।

আঁ-হজরত সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন কাজের মাধ্যমে অধিকাংশ লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে। জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ও উত্তম আচরণ। পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল সেই বিষয় সম্পর্কে যাহার কারণে বেশীর ভাগ লোক দোজখে প্রবেশ করিবে। তিনি জবাব দিয়াছিলেন, মুখ ও গোপন অঙ্গ। (তিরমিযি, ইবনে হাব্বান ও বায়হাকি।)

ইহাও হাদীসে বলা হইয়াছে– ঈমানের দিক হইতে অধিক পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি যাহার আচার-আচরণ সবচেয়ে ভাল এবং যে জনসাধারণ ও পরিবার-পরিজনের সহিত দয়া ও উদারতা প্রদর্শন করে। (তিরমিযি)।

অপর একটি হাদীসে আছে– আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সীমান্তে ঘর পাওয়ার ব্যাপারে জামিন হইতেছি, যে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে, যদিও তাহা

ন্যায়ের জন্য হয়। আর জান্নাতের মধ্যভাগে ঘর প্রাপ্তির ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির জন্য আমি জামিন হইতেছি, যে মিথ্যাকে ত্যাগ করে, এমনকি তাহা যদি ঠাট্টাচ্ছলেও বলা হয় এবং জান্নাতের উপরের অংশে ঘর লাভ করার ব্যাপারে আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জামিন হইতেছি, যে নিজের আচরণকে ভাল করে। (আবু দাউদ, ইবনে মাযা ও তিরমিযি।)

অন্য একটি হাদীস হইতেছে– নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সদয় ব্যবহারকারী এবং সমস্ত কার্যে তিনি সদয় ব্যবহার পছন্দ করেন। (বোখারী ও মুসলিম)।

অপর একটি হাদীসে আছে– আল্লাহ্তায়ালা কোমলতা পছন্দ করেন এবং কোমলতার জন্য তিনি যে সাহায্য করেন, কঠোরতার ক্ষেত্রে তাহা করেন না (তিব্রানী)।

হাদীস শরীফে আরও বলা হইয়াছে যে– রসুলেপাক স. বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন ধরনের ব্যক্তির কথা বলিব না, যে ব্যক্তির জন্য দোজখের আগুন হারাম অথবা দোজখের আগুন তাহার জন্য হারাম? (শোন) সেই ধরনের প্রতিটি ব্যক্তি সেই যে (কষ্ট, সমস্যা ইত্যাদি) আসান (সহজ) করে এবং নম্র স্বভাবের হয়। তাহার জন্য দোজখের আগুন হারাম। (তিরমিযি।)

আর একটি হাদীসে আছে– বান্দা বিনয় ও ধৈর্যের মাধ্যমে সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় যাহা কেহ দিনে রোজা রাখিলে ও রাতে (এবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান থাকিলে কাহারও জন্য হইয়া থাকে। (ইবনে হাব্বান)।

হাদীস শরীফে আছে– রসুলেপাক সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে সেই কথা বলিয়া দিব না, যাহার দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা উন্নতি দান করেন এবং উচ্চশ্রেণীর সামিল করেন? সাহাবা রা.গণ আরজ করিলেন, অবশ্যই আপনি তাহা বলিয়া দিন। রসুল স. বলিলেন, যে ব্যক্তি তোমাদের সহিত রুক্ষ ব্যবহার করিবে তোমরা তাহার প্রতি সহনশীল থাকিবে, যে জুলুম করিবে তাহাকে মাফ করিয়া দিবে, যে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিবে তোমরা তাহাকে দান করিবে এবং যে তোমাদের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবে তোমরা তাহা সংযুক্ত করিবে ও সহানুভূতির সহিত প্রতিদান দিবে (তিবরাণী)।

হাদীসে বলা হইয়াছে– সেই ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে কাহাকেও নীচে ফেলিয়া পরাজিত করে। প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময়ে নিজকে সংযত রাখিতে পারে (ধৈর্য অবলম্বন করিয়া)(বোখারী ও মুসলিম)।

আর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে– ইহাও এক ধরনের সদ্কা (আল্লাহর ওয়াস্তে দান), যদি তুমি হাসিমুখে মানুষজনকে সালাম কর (ইবনে আবীদ দুনিয়া)।

আর একটি হাদীসে বলা হইয়াছে– কোন মুসলমান ভাইকে দেখিয়া তোমার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিলে তাহা সদকা স্বরূপ। তুমি যদি সৎকাজের জন্য আদেশ কর এবং অসৎ কাজের জন্য নিষেধ কর তাহা সদকায় পরিণত হয়। কোন পথভ্রান্তকে সোজা পথ বলিয়া দেওয়া সদকা। রাস্তা হইতে পথের কাঁটা কিংবা হাড় সরাইয়া দেওয়াও সদকা। নিজের পাত্রে পানি ভরিয়া তাহা ভাইয়ের পাত্রে ঢালিয়া দিলে সদকার কাজ হয় (তিরমিযি)।

অপর একটি হাদীস হইতে জানা যায়– জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বালাখানা থাকিবে যাহার বাহিরের অংশ ভিতর হইতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হইতে (স্বচ্ছ হওয়ার কারণে) দেখা যাইবে। হজরত আশয়ারী রা. জানিতে চাহিলেন, হে আল্লাহর রসুল, তাহা কাহার ভাগ্যে হইবে? তিনি স. বলিলেন, সেই ব্যক্তির জন্য যে সদালাপী, যে ক্ষুধার্ত লোকদিগকে আহার করায় এবং রাত্রে মানুষজন যখন শুইয়া থাকে তখন যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য দণ্ডায়মান থাকে (তিবরানী ও হাকেম)।

এই কয়েকটি হাদীস 'তারগীব ও তারহীব' হাদীস গ্রন্থ হইতে এখানে লেখা হইল– যাহা হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলিকে অনুসরণ করিয়া চলার মত তওফীক যেন আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে দান করেন। নিজের অবস্থাকে এই সমস্ত হাদীসের বিষয়গুলির সহিত যাচাই করিবে। যদি তাহা এইগুলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইতে থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্পাকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যদি তদনুযায়ী না হয় তাহা হইলে কাকুতিমিনতির সহিত, নিজের অবস্থা যাহাতে এই হাদীসগুলির অনুরূপ হয়, তাহার জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা কর ও আবেদন জানাও। প্রকৃতপক্ষে যদি এইরূপ আমল করার সামর্থ্য কাহারও না থাকে, সেইক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে নিজ অক্ষমতার স্বীকারোক্তি অবশ্যই থাকিবে। আল্লাহ্ না করেন, যদি কাহারও এই অনুযায়ী আমল করার সামর্থ্য না থাকে এবং নিজের আমলকেও অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ মনে না করে; সেই সকল ব্যক্তি অতি দুর্ভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকে।

এ জগতে মহৎ কাজের লাগি সকল প্রয়াস
ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে রয়েছে ভরা,
মন্দ কাজে না রহিলে বিবেকের দংশন প্রকাশ
পাপের চাতুর্যে তা থাকে যে ভরা।
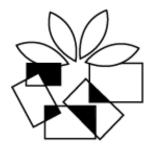
এরশাদ পানাহ মীর মোহাম্মদ নোমানের নিকট লিখিত। মকতুব নং– ৪৯

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার প্রাচুর্যময় অস্তিত্বকে করুণাধারায় পূর্ণ রাখিয়া আদেশের সমুজ্জ্বল আলোক প্রভায় বিভূষিত রাখুন।

"জলে স্থলে মানুষের কৃতকর্ম সমূহের দরুন নানা প্রকার বালা মুসিবত ছড়াইয়া পড়িতেছে" (সুরা রূম)। আমাদের অপকর্মসমূহের কারণে দ্বিতীয় বৎসরের মত মখলুকের মানুষ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ কবলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মানুষজন এই বিপদ ও ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে ইস্তিসকার নামাজের জন্য (অতি অনাবৃষ্টির সময় যে নামাজ পড়া হয়) জঙ্গলের দিকে যাইতেছিল এবং আমিও তাহাদের সঙ্গে ছিলাম। আমি আমার পাপের বোঝা সঙ্গে লইয়া নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, দুর্ভিক্ষের আকার এই বালা-মুসিবতের আবির্ভাব কেবল আমারই মন্দ কাজের প্রতিফল। লোকজন শুধু শুধু আমার নিকট হইতে দোয়া ও বরকতের সন্ধান করে এবং আমাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণের মাধ্যম বলিয়া মনে করে। তাহারা আমার আসল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তাহারা প্রশাসন কর্তৃক জুলুম ও অত্যাচারের বিষয়েও অভিযোগ করে– কিন্তু আমি যখন আমার আমলসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি যে, ঐ প্রশাসনের তুলনায় আমার আমল বলিতে কিছুই নাই।

এই সমস্ত অপরাধের ভারী বোঝা সত্ত্বেও বন্ধুগণের নিকট হইতে প্রত্যাশা রাখি যে, তাহারা আমার করুণ অবস্থার জন্য করুণা প্রদর্শন করিবে, আমার অপরাধসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সুপারিশ করিবে এবং আমাকে আমার অগুণিত পাপের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে না। যদিও আমি পাপী তবু আমি আল্লাহর সেই রহমতের প্রত্যাশী–আর হামার রাহেমীন–পরমদাতা ও দয়ালু, তাঁহার সেই রহমতের আশায় আশান্বিত হইয়া চাহিয়া থাকা পাপীদের অবস্থার প্রতি তিনি রহম করেন এবং সম্মুখে আগত কাল কেয়ামতের দিনে পাপীর নসিবে শাফায়াতের সৌভাগ্য লাভ করিবে, এমন আশাও করি। ওয়াস্ সালাম।
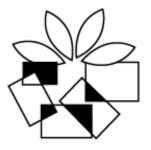
মোল্লা নিয়ামত উল্লাহর নিকট
লিখিত। মকতুব নং– ৫০

কীরকম আশ্চর্যজনক আদান-প্রদান দেখ, একজন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক যত বেশী শক্তিশালী হইতে থাকে, শরীয়ত সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর ব্যাপারে গভীর অন্তদৃষ্টি তত বেশী নির্মল ও আলোক-উজ্জ্বল হইতে থাকে। তাহার কারণ, কামনা-বাসনার সম্ভোগে রত উদ্ধত প্রবৃত্তি যাহা শরীয়তের নির্দেশাবলীকে মূলতঃ অস্বীকার করে– তাহা এই সময়ে বশীভূত হইয়া যায় এবং আলোকপ্রাপ্ত পরিপূর্ণ দীপ্তি, পূর্ণরূপে প্রশান্ত প্রবৃত্তির (কামালে এতমিনানে নফসের) সম্পর্কের সহিত সংযুক্ত থাকে। শরীয়তের ব্যাপারে যাহারা অমনোযোগী তাহারা মূল সংযোগের বিষয়ে অতিমূঢ় ও দরিদ্র– তাহারা ভিতরের শাঁস হইতে সরিয়া আসিয়া কেবলমাত্র আবরণের মধ্যে জড়িত হইয়া আছে। সংযোগের (নেসবতের) পরিপূর্ণতা প্রশান্তির মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে এবং প্রশান্তির চিহ্ন হইতেছে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশসমূহের প্রতি পূর্ণরূপে আনুগত্যের মধ্যে অবস্থান করা। আনুগত্য না থাকিলে প্রশান্তিও থাকে না। পূর্ণ আনুগত্যের অধিকারী ও শরীয়তের ধারক রসুলে মকবুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ্তায়ালা তোমাদিগকে এবং আমাদিগকে যেন অটল রাখেন। ওয়াস্‌সালাম।
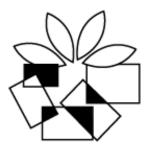
মাওলানা আব্দুল গফুর সমরকন্দীর
নিকট লিখিত। মকতুব নং–৫১

আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সালামুন ‘আলা ইবাদিহিল্লাজী নাস্তুফা– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

আহা, ইহা আল্লাহ্তায়ালার কী আশ্চর্য দান, যদি কোন আলেম শিক্ষা গুরু হইয়া আনুগত্যের অলংকারে সুসজ্জিত থাকিতে পারে, বৃদ্ধকালেও করণীয়

কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করিতে সমর্থ হয়, আল্লাহর অনুগত ও ভক্ত থাকিতে পারার মত স্বীকৃতির চিহ্নসমূহ তাহার আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তাহার পেশানীর আলো প্রকৃত অবস্থার সাক্ষ্য দিতে থাকে। এই ধরনের প্রিয় বান্দার সামর্থ্যের সংবাদ আনন্দ ও সন্তুষ্টির কারণ, আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভিত্তি এবং এই অনুগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দোয়ার উপকরণ হইয়া যায়। এই সমস্ত নূর আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় বন্ধুগণের বরকতের নূর। আর দাসত্বের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার নিয়ম-কানুনসমূহ পালন করিবার জন্য যে বাহ্যিক একাগ্রতা বহিরাঙ্গন পাইয়া থাকে তাহা এই মৌলিক সংযোগেরই প্রভাব, যাহা সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুজুর্গগণের অভ্যন্তর হইতে আপনার অন্তরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

যে সমস্ত ভক্ত ও সহচরবৃন্দ হজরত খাজা মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর সাহচর্যে ছিলেন এবং তাঁহার সেবাযত্ন ও কদমবুসি করার সৌভাগ্য দ্বারা মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা আজও আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও আদরণীয়, অভিজাত ও আনন্দদায়ক হইয়া আছেন। কারণ, ঐ সকল ব্যক্তি হইতেছেন বন্ধুত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার আয়না এবং সেই সুন্দর মহৎ আত্মার নিদর্শন স্বরূপ। যখনই আমি এই দলের সাক্ষাৎ লাভ করি তখনই আমার মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়– যেন মনে হয় সম্মানিত হজরত রহমতুল্লাহি আলাইহির সৌন্দর্য অবলোকন করিতেছি। ঐ সকল সমাবেশ ছিল কেবলমাত্র আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে, যাহার দৃষ্টান্ত আজকাল পাওয়া যায় না। আমার মনের মধ্যে যখন ঐ সমস্ত স্মৃতি ঘুরিয়া বেড়ায় তখন আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত এবং হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। ইহাই কামনা করি যে, এই জামাতের সহিত অবস্থান করিব এবং তাঁহাদের সহিত মেলামেশা ও উঠাবসা করিব। কিন্তু আফসোসের বিষয়, এই দলের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে এবং হ্রাস পাওয়া ছাড়াও এই জামাতভুক্ত বিভিন্ন লোকজন একে অপরের নিকট হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেছেন।

পড়ে আছি আমি বহুদূরে আজ বন্ধুহীন একা
সহেনা সে তীব্র মর্মজ্বালা হৃদয়ে আর সহেনা,
দহনে দহনে তপ্ত হিয়া তবু নাহি তার দেখা
অস্থিমজ্জা হল অঙ্গার এ প্রাণ তো আর রহে না।

টীকাঃ মাওলানা আব্দুল গফুর সমরকন্দী ছিলেন হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর অন্যতম খলিফা। বাহ্যতঃ তিনি সেনাদলে থাকিলেও আসলে তিনি ছিলেন আলোকিত খানকার অধিবাসী। (যবদাতুল মাকামাত– পৃঃ ৩৮৯)।

আল্লাহ যাহা কিছু করেন তাহার মধ্যে মঙ্গল নিহিত থাকে। যে কোন স্থানেই এই সম্মানিত ব্যক্তিগণ থাকেন না কেন তাহাই আল্লাহ্পাকের আশীর্বাদস্বরূপ।

তাহাদের সেই সুখময় অতীত দিনের স্মৃতি
হৃদয় আকুল করি আনে সুরভিত প্রেম-প্রীতি।

ওয়াস্ সালাম।
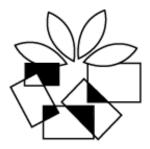
মাওলানা মোহাম্মদ হানিফের
নিকট লিখিত। মকতুব নং–৫২

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি। – সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

লাহোর হইতে জনৈক বন্ধুর মাধ্যমে যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছ তাহা হস্তগত হইয়াছে এবং তাহার বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ভালবাসার আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশে এবং হৃদয়ের বিকশিত উত্তাপে ভরপুর ছিল তোমার পত্রখানি। ইহার জন্য আল্লাহ্পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সালাম পেশ করিতেছি।

যতটুকু উত্তাপ ও আকর্ষণ হাসিল করা যায় তাহাকে আল্লাহ্তায়ালার দান বলিয়া মনে করিবে। চিঠিতে তুমি এই অঞ্চলে (সেরহিন্দ) আগমনের আকাঙ্খা ব্যক্ত করিয়াছ এবং সেই সঙ্গে আমার আহ্বানের প্রতীক্ষায় থাকিবে এমন অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছ।

দেখ, এখানকার অধিবাসীগণ তাহাদের অন্তরে পরকালের প্রতি খেয়াল রাখে আর ইহার দূরত্বের কারণে সদা বিমর্ষ থাকে এবং বন্ধুগণের নিকটেও সেই মিলন-গৃহের কথা বলিয়া থাকে। যদিও সেই গৃহের কোন নিদর্শন এখনও পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে গোচরীভূত নহে। কেবলমাত্র বিরহ ও দূরত্বের ব্যথা এবং হৃদয়ের উত্তাপ ও দ্রবণ ব্যতীত হিসাবে আর কিছুই নাই। তুমি যদি এই অঞ্চলে আসিতে চাও এবং প্রবাসীগণের (হিজরতকারীগণের) শোকে ও বিচ্ছেদ-ব্যথা বেদনায় শরীক হইতে চাও ও হারানোর জ্বালায় দহন যন্ত্রণার মহফিলে দগ্ধীভূত হইয়া বিবর্ণ ব্যথার চুমুক সহ্য করিতে চাও, তাহা হইলে আর অসুবিধা কি, এখানে

চলিয়া আস। কিন্তু আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি– এই দূরত্বের বেদনা ও বিরহের যন্ত্রণা সত্ত্বেও ওইদিকের অনুগ্রহের পরিমাণ বেশীর চেয়ে আরও বেশী এবং স্বাদেগন্ধে, সৌন্দর্যে তাহা পূর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম ও মনোরম। হে ভ্রাতঃ, ইহাও তো চিরস্থায়ী অনুগ্রহ বটে যে, বিরহ-বেদনার সহিত জড়াইয়া সম্পর্কের সহিত যুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং হৃদয়ের এই উত্তাপ হইতে আনুকূল্য প্রাপ্তির হিম্মত প্রদান করা হইয়াছে।

রয়েছি এখানে বেঁচে শুধু এই আশা নিয়ে বুকে
মৃদুমন্দ বায়ে সেখান থেকে পড়বে এসে ঝুঁকে
আমোদিত গন্ধরাজি, নিব প্রাণভরে তাহা শুঁকে।

ওয়াস্ সালাম।

শায়েখ মহসিনের নিকট
লিখিত। মকতুব নং–৫৩

আরম্ভ করিতেছি পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্তায়ালার নামে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম।

ভ্রাতৃসম প্রিয় শায়েখ মহসিনের নিকট এই প্রেমিক দরবেশ সালাম জানাইতেছে ও সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিতেছে। আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের খবর, প্রেমের পথ অন্বেষণকারীগণের আবেগ ও উদ্যম, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের দৃঢ়তা ও সচেতনতা এবং বর্তমানে সমবেতভাবে বৃত্তাকারে স্মরণে ও ধ্যানে (হালকায়ে জিকির ও ফিকিরে) রত থাকার বিষয় সম্পর্কে অবগত হইয়া অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই সমস্ত বিষয় অধিকতর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভিত্তি হইয়া থাকে। ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া-আসা কেয়ামতের এই জামানায় এই ধরনের ধর্মীয় সমাবেশ এবং কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে সকলে মিলিয়া মিশিয়া একসঙ্গে উপবেশন করা– আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ দান।

সেজদার লাগি দূর আসমান পড়ে
এই জমিনের বুকে নুয়ে
যে-জমিনে আছে কিছু আল্লাহ্ প্রেমিক
ঐ নূরের প্রেমে মগ্ন হ'য়ে।

নিজের কাজে সদা নিরলস থাকিবে এবং আল্লাহ্পাকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতে থাকিবে। তিনি আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন– 'যদি তোমরা আমার দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক, তাহা হইলে তোমাদের জন্য আমি সেই দানের পরিমাণ বর্ধিত করিয়া দিব।" সেই সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক পরীক্ষার জন্য প্রদত্ত শিথিলতার ব্যাপারে ভয়ে কম্পিত থাকিবে এবং শয়তানী চক্রান্ত সম্পর্কে সদা সন্ত্রস্ত রহিবে। কামনা-বাসনা-সম্ভোগজনিত প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা ও সূক্ষ্ম অংশীবাদীত্বের জটিলতা সম্পর্কে সতত সজাগ ও সতর্ক থাকিবে।

আসল কথা হইতেছে, সম্মানিত বুজুর্গব্যক্তিগণের সহিত মূল ও মৌলিক সম্বন্ধকে সুরক্ষিত রাখিবে এবং নবী করিম স. এর সুন্নতের মজবুত রশিকে কখনও হাতছাড়া করিবে না। আল্লাহ্পাকের পবিত্র দরগাহে সব সময় কাতরতার সহিত প্রার্থনা করা এবং কান্নাকাটির মাধ্যমে অনুনয়-বিনয় করাকে অবশ্য কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করিবে। বন্ধুগণের নিকট হইতে এই প্রত্যাশা করি যে, বহুদূরের এই দ্বীনহীনকে মঙ্গল কামনায় দোয়ার সহিত তাঁহারা স্মরণে রাখিবেন।

আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের মদদ্গার ও সাহায্যকারী হউন।
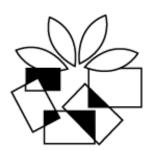
শায়েখ আব্দুল লতিফ লস্করখানির
নিকট লিখিত। মকতুব নং–৫৪

নিজের সম্পর্কে এবং বন্ধুগণের সম্পর্কে এই মিসকিনের যে কামনা তাহা হইতেছে, নিজেকে যেন সম্পূর্ণরূপে সেই অখণ্ড মূলের সহিত নিয়োজিত রাখা যায় এবং এই সর্বোচ্চ সম্পদের ব্যাপারে কোন কথা বা কাজ যদি বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইতে যেন একেবারে বিমুখ থাকিতে পারা যায়। কিন্তু এমনও যেন না হয় যে, আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করিতে গিয়া বাহ্যিক কার্যধারার মধ্যে কোন গাফলতী আসিয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে কোন এক

দরবেশ বলিয়াছেন, “কর্তব্যপরায়ণ কোন ব্যক্তি সারাজীবন আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকিয়া মুহূর্তের জন্য যদি সে অমনোযোগী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে যাহা পাইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হারাইয়া ফেলিবে।” কিন্তু কি আর করা যায় বল, সব সাধ তো আর কখনও পূর্ণ হয় না। দৈহিক চাহিদা ও লোকজনের সহিত ঘনিষ্ঠতা ব্যতীতও তো কোন উপায় নাই। তবে মনে হয়, বাহ্যিক দিক হইতে যে সমস্ত শিথিলতা বা অমনোযোগিতা একান্ত অপরিহার্য তাহা যদি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়, সেক্ষেত্রে এই বাহ্যিক শিথিলতা আর গাফলতীর কার্য কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় না– তাহা অবিরত জিকিরের সহিত মিলিত হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে নিদ্রা গাফলতীর চূড়ান্ত নমুনা, তাহার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার পর এবাদত-বন্দেগী করিতে কোন অলসতা আসিবে না সেক্ষেত্রে এই নিদ্রা তখন জিকির হিসাবে পরিগণিত হয়। ‘উলামাগণের নিদ্রাও এবাদত’– ইহা তুমিও শুনিয়া থাকিবে (তাহা এই ধরনের সৎ উদ্দেশ্যের কারণেই এবাদত হইয়া যায়)। লোকজনের সহিত যদি এই উদ্দেশ্যে মেলামেশা করা হয় যে, তাহা দ্বারা তাহাদের অধিকারসমূহ ঠিকমত পূরণ করা হইবে, সেক্ষেত্রে তাহা এবাদত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা বিশুদ্ধ ধারণা প্রসূত। স্মরণের ব্যাপার (জিকির) শুধু মুখের (জবানের) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না– যে সমস্ত কাজ দ্বারা মাওলার রাজী থাকার বিষয়কে বাঞ্চিত ও অনুমিত বলিয়া মনে হয়, তাহার সব কিছুই জিকির হিসাবে বিবেচিত হইয়া যায়। ‘নিঃসন্দেহে ইহা হইতেছে একটি উপদেশ, যাহার মন চায় সে যেন তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ তৈরী করে।” (সুরা মুজাম্মেল)।

ঐ সমস্ত মহান বুজুর্গ ব্যক্তি যাঁহারা বিশুদ্ধ মূলতত্ত্বে পৌঁছাইয়া গিয়াছেন এবং বানোয়াট ও কৃত্রিমতা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা যাহা কিছু করেন সব আল্লাহর জন্য করেন। আর তাঁহাদের দ্বারা যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহাও আল্লাহর জন্যই হইয়া থাকে– তজ্জন্য তিনি কোন ইচ্ছা (নিয়ত) করেন অথবা না করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বিবেচনা শক্তির ভিতর হইতে উৎসারিত হইতে থাকে– কোন নির্ধারিত বিষয়ে সংশোধিত উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু তাঁহার কামনা-বাসনা (নফস) সব কিছুকে উৎসর্গ করা হইয়াছে সেই মাওলার প্রেমে– সেই জন্য তিনি যাহা কিছু করিয়া থাকেন তাহা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। যেন বর্তমান অবস্থিতিতে (মাকামে) সাফল্য লাভ করিবার পূর্বে তিনি যাহা কিছু করিতেন প্রবৃত্তির (নফসের) প্ররোচনায় করিতেন এবং সেই সময়েও তাহার জন্য কোন নিয়তের প্রয়োজন হইত না। ইহাও জানা দরকার যে, এই প্রকার আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মাহাত্ম্যে কোন ঔদ্ধত্য ও অনাচার করা হইলে তাহা (সত্যের পথে) আল্লাহর মাহাত্ম্যের (শানের) প্রতিই ঔদ্ধত্য করার সামিল হয়।
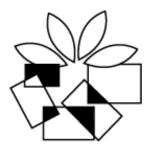
তরবিয়ত খানের নিকট
লিখিত। মকতুব নং-৫৫

তোমার মূল্যবান পত্রখানি, যাহার প্রতি ছত্র বিরহ ব্যথার গাঁথায় আছন্ন ছিল, পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। হে ভ্রাতঃ, আমাদের কী-ই বা আর করার আছে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই বিশ্ব কেবল বিচ্ছেদ আর বেদনার আবাসস্থল। দর্শন প্রাপ্তির স্থান তো আখেরাত। আল্লাহ্‌তায়ালা যেন পরকালের সওদায়, আখেরাতের মঙ্গলের জন্য পুণ্য কাজের মধ্যে তোমাকে সদা উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত রাখেন– যাহাতে সেখানে ঈপ্সিত দর্শন প্রাপ্তি বন্দোবস্ত হইয়া যায়। আকাংখিত সত্যের রূপদর্শন যখন সেখানকার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেক্ষেত্রে অপরাপরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ তো তাহার শাখা-প্রশাখা মাত্র! হকতায়ালাকে দর্শনের জন্য যে উত্তাপ সহ্য করিবার মত শক্তির দরকার, পার্থিব জীবন তাহার জন্য যথেষ্ট নয়। এই বিশ্ব চরাচরে প্রেমিকের হৃদয় কেবল দগ্ধীভূত হইতে থাকে, চক্ষুদ্বয় থাকে অশ্রু-সিক্ত, সময় জড়াইয়া থাকে বিরহের বিলাপে। হৃদয়ের উত্তাপে দ্রবীভূত অন্তর থাকে ব্যাকুল, বেকারার। আসল সূর্যের উদয়ের অপেক্ষায় প্রেমিকের প্রতিটি রাত কাটে জাগ্রত অবস্থায়, আর সেই মনোলোভা চাঁদের কিরণের জন্য প্রতিটি দিন সে অধীর আগ্রহে থাকে অস্থির আকুল।

এই পথ দিয়ে যে সামগ্রী যায় ঐ অনন্ত লোক
সে তো শুধু শুষ্ক দুটি ঠোঁট আর অশ্রু ভেজা চোখ।

বাঞ্ছিত মূল বস্তু ব্যতীত প্রেমিকের অন্তরে শান্তি থাকে না, সেই পরম সত্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সহিত তাহার আসক্তি ও ভালোবাসা থাকে না– কেবলই সেই রাগ ও সুরের মুর্ছনায় সে তন্ময় থাকে।

টীকাঃ একজন তরবিয়ত খান জৌনপুরের ফৌজদার ছিলেন, যাঁহার সম্পর্কে মায়সর আলমগীরী পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, ১০৯৫ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্য একজন তরবিয়ত খান ফকরুদ্দীন আহমদে বরলাস সম্পর্কে যিনি শাহজাহানের রাজত্বকালে অন্যতম উমরা ছিলেন– তারিখে মোহাম্মদীর রচয়িতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ১০৫২ অথবা ১০৫৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্‌তায়ালাই ভাল জানেন, তিনি কোন তরবিয়ত খান ছিলেন।

এই ব্যাকুল হৃদয় আর তৃষ্ণার্ত দু-চোখ
খুঁজিয়া পেয়েছে কাজ ত্যাজি সব কিছু–
চোখ দুটি শুধু তোমারে খুঁজিয়া মরে
মন ছুটে চলে তোমারই পিছু পিছু।

আল্লাহ্‌র এই ধরনের দাসানুদাসগণের অবস্থা পাগল ও আত্মহারার মত– বিশ্বে থাকিয়াও তাঁহারা বিশ্ব-বর্হিভূত, সৃষ্টির মাঝে থাকিয়াও তাঁহারা সৃষ্টির বাহিরে অবস্থান করেন। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বমাঝে এইসব লোক তবু রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্বের কারণে জগতের সমস্ত প্রাণীর স্থায়িত্ব বজায় রহিয়াছে। আসলে এই সমস্ত ব্যক্তিই প্রকৃত ঐশ্বর্যশালী ও প্রকৃত স্বাধীন– তাঁহারা না কোন লোকের সহিত সম্পর্ক রাখেন, না সম্পর্ক রাখেন নিজের কোন কামনা-বাসনার (নফসের) সহিত।

তোমার চোখের একটি মাত্র পলকে
কত রাজা-বাদশাহ হল ক্রীতদাস,
তোমার ঐ অধর ছোঁওয়া সুরা চেখে
কত জ্ঞানী হ'ল যে হায় পাগল খাস্‌ ।

যদি তাঁহাদের কোন মূলধন থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পবিত্র প্রভুই তাঁহাদের মূলধন। আর যদি কোন কথাবার্তা তাঁহারা বলিতে চান বা কিছু বলিয়া সম্বোধন করিতে চান, তাহাও সেই প্রভুর সহিত করেন।

তুমি ভাল জান কোথায় তোমাকে পৌঁছিতে হবে তা,
পথে যেতে যেতে ছিটকে কখনো পড় যদি দূরে
তাড়াতাড়ি উঠে পড় দেরী আর না করে অযথা
ফিরে যাও পুনঃ সেই গন্তব্যের সোজা পথ ধরে।

সেই সমস্ত বলবান জওয়ানদের জন্য দুঃখ হয়, আহা, তাহারা তাহাদের বুদ্ধি ও কলাকৌশলকে কেবল জাগতিক স্বার্থের ব্যাপারে নিয়োজিত রাখিয়া থাকে এবং এই রকম হীন প্রতারণামূলক কাজে আসক্ত হইয়া থাকে। তাহারা আসল ও অমূল্য মনি মুক্তাকে ত্যাগ করিয়া কতিপয় মৃৎপাত্র বিন্দু বিন্দু বারি দ্বারা পূর্ণ করিবার মোহে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য আলোক সম্ভারে দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল, তাহার আসা-যাওয়ার পথ অত্যন্ত উন্মুক্ত ও প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের মত নীচ মনোভাবাপন্ন লোকেরা এই অপরূপ সৌন্দর্যের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে জন তোমার আসল প্রেমিক নিত্য যারে চাও
সে এইখানেতে থাকে তোমার দেখার চক্ষু নাই
রয়েছে সাজানো পান পাত্র পারনাক নিতে তাও
অন্ধের মত চলিছ যে শুধু, চলার লক্ষ্য নাই।

কবি বলিয়াছেন –

পাখি ডাকা ভোরে মনের কপাট খুলে তুমি এলে
ছন্দময় কথার বিন্যাস আহা কী যে ভাল লাগে
অপলকে চেয়ে আছি দেখ শরম-ভরম ভুলে
কেন রাখিলে ফিরায়ে মুখ, মনে যে জোয়ার জাগে।

তোমাদের মধ্যে যাহারা নৈকট্য প্রাপ্ত তাহাদের প্রতি জানাই সালাম।

মীর জিয়াউদ্দীন হোসেনের নিকট লিখিত। মকতুব নং–৫৬

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি সালাম। তোমর মনোরম পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আমার প্রহরগুলি কেটেছে যেমন
তোমার কারণে নিবিড় সুখে-আনন্দে
উঠুক ভরিয়া তব প্রবাহিত ক্ষণ
মাতিয়া তেমন পুলক জোয়ার ছন্দে।

তুমি নিজের আমল সম্পর্কে যে হতাশা ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করিয়াছ এবং আল্লাহ্তায়লার অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করার বিষয়ে প্রাঞ্জলভাষায় বিষদভাবে যাহা লিখিয়াছ তাহা অবগত হইলাম। কোন সন্দেহ নাই যে, নিজ আমলের ব্যাপারে নিরাশা ও উৎকণ্ঠা যত প্রকট হইবে আল্লাহর অনুগ্রহের

টীকাঃ ইনি হইতেছেন সেই মীর জিয়াউদ্দীন, যাঁহার সম্মানিত খেতাব (পদবী) ছিল 'ইসলাম খান।' অন্যত্র তাঁহার সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হইয়াছে।

উপর নির্ভরশীলতাও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। হজরত রাবেয়া বসরী র.কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, সমস্ত ব্যাপারে আপনার এত যে আশাভরসা তাহা কিসের উপর ভিত্তি করিয়া আপনি পোষণ করেন? জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, নিজের আমল সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার (এবং তাহার উপর কোন ভরসা না থাকার) কারণে।

এই পত্রে মৃত্যু ও পরকাল, মনিব-গৃহের বাসনা সম্পর্কে হৃদয়ের আকুতি এবং আল্লাহ্তায়ালার সহিত সুন্দর ধারণা সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছ তাহা অত্যন্ত নেক ও মোবারক (মঙ্গল জনক ও কল্যাণ কর)। হাদীসে কুদসীতে আছে– "আমি আমার বান্দার ধারণার নিকটে রহিয়াছি"– এই সত্যেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ কাশফের নিকট লিখিত। মকতুব নং–৫৭

শুরু করিলাম সেই পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্তায়ালার নামে। অন্যান্য সমস্ত কিছুর দাসত্ব হইতে তিনি তোমাকে মুক্তি প্রদান করুন। "যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের (নিয়ামতের) পরিমাণ নির্ধারণ করিতে চাও, তাহা তুমি গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না।" আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে বান্দাগণের প্রতি আবহমানকাল হইতে চিরস্থায়ী দান ও পুরস্কার প্রবাহিত হইতেছে। যদি এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, স্বাভাবিক ও মৌলিক দানসমূহ এক মুহূর্তের জন্যও বান্দাগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন বান্দার নাম-নিশানা পর্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকিবে না। অতএব, বান্দার জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, এক লহমা অথবা চোখের পলকের জন্যও সেই মহান ও পবিত্র একত্ববাদের উৎস হইতে অমনোযোগী না হয় এবং নিজেকে যেন সে সেখানে হাজির রাখিয়া তাঁহার গুণ-গানে রত থাকে। ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর ও অসম্মানজনক যে, মহান দাতা তাঁহার দানের হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, আর যাহার জন্য সেই অনুগ্রহ দান করা হইতেছে সে তাহার মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছে।

ক্ষণেকের তরে যে রয় গাফেল তাঁহার স্মরণ হতে,
ততক্ষণ শুধু ডুবে রয় সে যে গোপন-কুফরি স্রোতে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদিও অদৃশ্য লোকের (বাতেনের) জন্য নিজেকে স্থায়ীভাবে সর্বদা হাজির রাখা সম্ভব– এমন কি ইহা অত্যন্ত সত্য ঘটনা এবং আমাদের এই পদ্ধতিতে (তরিকায়) আল্লাহ্তায়ালার দয়ার বিশেষ এই উচ্চমর্যাদা অতি সহজেই স্থায়ীভাবে হাসিল হইয়া থাকে এবং প্রারম্ভেই তাহা লাভ করা যায়– কিন্তু দৃশ্যতঃ এই সার্বক্ষণিক চিরস্থায়িত্ব অর্জন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার এইজন্য যে, দৃশ্যমান দিকগুলি অহরহ নানা কাজের ঝঞ্জাটে জড়িত থাকে এবং এইসব কারণে স্থায়ীভাবে সর্বদা হাজির থাকার বিষয়ে অমনোযোগী না হইয়াও পারা যায় না। নিদ্রা হইতে এবং মানুষজনের সহিত মেলামেশায় নিয়োজিত রাখা হইতে সে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। অবশ্য এই দৃষ্টিগ্রাহ্য গাফলতীর সহিত সৎ উদ্দেশ্যের সংযোগ স্থাপিত হইলে অমনোযোগিতা তখন সর্বক্ষণের জন্য উপস্থিতির উৎস হইয়া যায়– ক্লান্তি ও অবসাদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দ্যেশ্যে এই নিদ্রা তখন আনুগত্যের অন্তর্গত হইয়া যায়–'আলেমগণের নিদ্রাও এবাদত' এই উক্তি তুমি শুনিয়া থাকিবে। এইভাবে লোকজনের অধিকার ও দাবী পূরণ করার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত মেলামেশা করা শরীয়তের আদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে কোন ব্যক্তি যে কোন কাজ আল্লাহ্তায়ালার আদেশের প্রতি অনুগত থাকিয়া পালন করিলে সে আল্লাহকে স্মরণকারী হিসাবে বিবেচিত হইবে।

এইভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়া সর্বক্ষণিকভাবে এবং চিরস্থায়ীভাবে হাজির থাকা বাহ্যিক ক্ষেত্রেও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে– আর তাহার ভাগ্যে তখন দৃষ্ট ও অদৃষ্ট (জাহের ও বাতেন) উভয়ক্ষেত্রে এই পরিচিতি ও অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয় সাধন প্রশংসার ও সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।

ওয়াস্ সালাম